# সাপ্তাহিক জন্মভূমি

প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 26 No.32Thursday 15 October 2026 Weekly Janmobhumi New York Free in USA
২৬তম বর্ষ. ৩২তম সংখ্যা. বৃহস্পতিবার ১৫ অক্টোবর ২০২৬ / ৩০ আশ্বিণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মূল্য ছাড়া ( ফ্রি )

www.jonmobhumi.com

# সৌদি জুড়ে হুথি-আতঙ্ক! সঙ্কটে যুবরাজ সালমন

**লন্ডন ডেস্ক ঃ**সৌদির তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার দেশের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে অবস্থিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল শোধনাগার আরামকোর একটি প্রশাসনিক ভবনে আছড়ে পড়ে হাউথিদের ক্ষেপণাস্ত্র। ক্রমেই বাড়ছে সংঘাতের ঝাঁজ। এবার সৌদি আরবের বৃহত্তম তেল শোধনাগার আরামকোতে ভয়ংকর হামলা চালাল ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হাউথিরা। তারপরই আগুন লেগে যায়। বুধবার এমনটাই জানাল রিয়াধ। তবে ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। সম্প্রতি একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল)। সেখানে দেখা গিয়েছে, তেল পরিশোধনাগার থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। এর পালটা আবার ইয়েমেনের-**বাকী অংশ ১৪পাতায়**

# ‘খুনি-জঙ্গি’, নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দরে বিক্ষোভের মুখে ইউনুস

নিউ ইয়র্ক: আমেরিকার বিমানবন্দরে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বাংলাদেশের প্রাক্তন মুখ্য উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। সোমবার দোহা থেকে বিমানে তিনি এসে পৌঁছান নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। হুইল চেয়ারে বসে সঙ্গী লামিয়া মোরশেদের সঙ্গে বিমানবন্দরের টার্মিনাল ৮ দিয়ে বেরচ্ছিলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। সেই সময় কয়েকজন তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, এক ব্যক্তি ইউনুসের উদ্দেশে বলছেন, ‘আপনি একজন জঙ্গি। আপনি বাংলাদেশের মানুষদের খুন করেছেন। আমার দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করেছেন। কেন এখানে এসেছেন? বলুন কেন এসেছেন?’ এরপর ইউনুসকে ঘিরে ধরে ‘গো ব্যাক’ স্লোগানও দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর ইউনুস ও তাঁর সঙ্গীকে সরিয়ে নিয়ে যান বিমানবন্দরের নিরাপত্তাকর্মীরা। পূর্বতন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার হেনস্তার ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের তথ্য ও সম্প্রচার-**বাকী অংশ ১৭ পাতায়**

# নিউইয়র্কে দুর্গাপূজা শুরু ১৬ই অক্টোম্বর থেকে

**জন্মভূমি প্রতিবেদকঃ** নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকায় শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হচ্ছে আগামী ১৬ই অক্টোম্বর থেকে ২০ শে অক্টোম্বর । এবার নিউইয়র্ক সহ আমেরিকার বড় বড় শহর শিকাগো, লসএঞ্জেলস্ মায়ারি, ওয়াশিংটন, নিউজার্সি, ভার্জেনিয়াসহ ফ্লোরিডা মিলে প্রায় শতাধিক দুর্গাপূজার খবর পাওয়া গেছে। আমেরিকার প্রতিবেশী কানডার মন্ট্রিল, টরেন্টু অটোয়া, কেলগেরীর সহ অনেকগুলি দুর্গাপূজার আয়োজন চলছে। বাঙালি হিন্দুর সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। প্রতি বছরের অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশের এ উৎসব এ বছরও পালিত হচ্ছে।-**বাকী অংশ ১৫ পাতায়**

# ভোটের আমেরিকায় রিপাবলিকান পার্টিকে ২৬০০ কোটির চাঁদা! মাস্কের

**ওয়াশিংটন ডেস্ক ঃ** আগামী ৩ নভেম্বর আমেরিকায় হতে চলেছে মধ্যবর্তী নির্বাচন। তার আগে রিপোর্ট বলছে, ২০২৫-২৬ সালের নির্বাচনের সময় এখনও পর্যন্ত মাস্ক রিপাবলিকান পার্টিকে ৩৬৬ মিলিয়ন ডলার দিয়েছেন।ভোটের আমেরিকায় রিপাবলিকান পার্টিকে ২৬০০ কোটির চাঁদা! মাস্কের ‘উপহারে’ গদগদ ট্রাম্প এক বছর আগেও তুমুল সংঘাত ছিল দু’পক্ষের, এমনকী ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজপাট ছেড়ে বেরিয়েও আসেন ধনকুবের এলন মাস্ক (ঊষড়হ গঁংশ)। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই তিক্ত সম্পর্ক মধুর হয়েছে। তারই ফলস্বরূপ আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টিকে ২৭৬ মিলিয়ন ডলার বা ২৬০০ কোটি টাকা চাঁদা দিলেন মাস্ক। এই ঘটনায় যারপরনাই খুশি ডোনাল্ড ট্রাম্প।-**বাকী অংশ ১৭ পাতায়**

# ক্যানসারে আক্রান্ত পোপ লিও, কেমন আছেন ধর্মগুরু?

**রোমঃ** মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। ৯০ মিনিটের এই অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। খ্রিস্টান ধর্মালম্বিদের সবচেয়ে বড় ধর্মগুরু পোপ লিও চতুর্দশ ক্যানসারে আক্রান্ত। মঙ্গলবার ভ্যাটিকান থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন তিনি। মেডিক্যাল বুলেটিনে বলা হয়েছে, প্রায় ৯০ মিনিটের অস্ত্রোপচারে বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁর ফুসফুসের একাংশ। -**বাকী অংশ ১৬ পাতায়**

# ভারতে ‘সিজেপিকে টাকা দিচ্ছে মোদি-বিরোধী আমেরিকানরা’, বিস্ফোরক দাবি মেরি মিলবেনের

**দিল্লি ডেস্কঃ** ভোটার তালিকায় কারচুপি এবং ‘স্বেচ্ছাচারী’ এসআইআর কার্যক্রমের অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের দাবিতে আন্দোলনের মধ্যেই বিদেশি ষড়যন্ত্রের গুঞ্জন জোরালো হচ্ছে। ঠিক সেই সময় বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন -**বাকী অংশ ১৯ পাতায়**

# ফ্লাই দুবাই কাণ্ডে এবার মালদ্বীপ যোগ! গ্রেপ্তার ষড়যন্ত্রে জড়িত আরও ২ পাইলট

**ডিজিটাল ডেস্কঃ** আসাফ নামে এক যাত্রী দাবি করেছেন, ঘটনার সময় কিছু ক্রু সদস্য ছবি ও ভিডিও তুলতে বাধা দিচ্ছিলেন। এমনকী ক্রু সদস্যরা আহত ভারতীয় ক্যাপ্টেনের মুখে এক অদ্ভুত বড়ি ঢোকানোর চেষ্টা করেন। ফ্লাই দুবাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় সামনে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। দুবাই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ওমানের জঙ্গি পাইলট হামাম আল হামামির আরও ২ সহকর্মী। গ্রেপ্তার হওয়া এই দুই পাইলট মালদ্বীপের নাগরিক বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ। শনিবার গ্রেপ্তার হওয়া এই দুই পাইলট ইজরায়েলেও সফর করেছিলেন বলে তদন্তকারী সূত্রে দাবি।-**বাকী অংশ ১৬ পাতায়**

# ‘ইউক্রেনে নতুন প্রেসিডেন্ট আসার সময় এসেছে’! রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি পরেই ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন ডেস্ক ঃ**আমেরিকার বাজারে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ক্ষোভের মধ্যেই ট্রাম্প আচমকা রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তির কথা ঘোষণা করেন। তার সমালোচনা করেছিলেন জ়েলেনস্কি। ট্রাম্প তাঁকে পাল্টা দিলেন।রাশিয়ার উপর থেকে বিধিনিষেধ শিথিল করে ডিজ়েলের-**বাকী অংশ ১৭ পাতায়**

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

# হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতে জাতীয় কমিটি গঠনের পরামর্শ রাষ্ট্রপতির

ঢাকা, রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলোর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা গেলে তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবিদাওয়া যথাযথভাবে সরকারের কাছে তুলে ধরা সহজ হবে।

আজ বুধবার দুপুরে বঙ্গভবনে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি ও ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারের মহাধ্যক্ষ শ্রীসদ্ধম্মসাসনধ্বজ বুদ্ধপ্রিয় মহাথেরের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ পরামর্শ দেন।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. সরওয়ার আলম এই তথ্য জানান।

এ সময় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও নৃগোষ্ঠীবিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) বিজন কান্তি সরকার উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে আরও গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে তারা কোনোভাবেই পিছিয়ে না পড়ে। এ ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরে এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করে।

সমস্যা সমাধানের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলেন, সব সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করা এবং বৈষম্য দূর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

এ সময় তারা আগামী নভেম্বরে কমলাপুরের ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে অনুষ্ঠেয় কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানান। রাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত করেন।

সাক্ষাৎকালে প্রতিনিধিদলে আরও উপস্থিত ছিলেন- বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সুশীল চন্দ্র বড়ুয়া, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি পার্থ প্রতিম বড়ুয়া, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সহ-সভাপতি ও সাবেক যুগ্ম সচিব রণজিৎ কুমার বড়ুয়া, জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ ফোরামের সভাপতি ও কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য দিলীপ কুমার বড়ুয়া, বাসাবো ধর্মরাজিক মহাবিহারের উপাধ্যক্ষ সুমিত্তানন্দ ভিক্ষু (অনুপম বড়ুয়া) এবং রীটন কান্তি বড়ুয়া (স্বরূপানন্দ ভিক্ষু)-সহ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ।

এ সময় রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, সচিব ও প্রেস সচিব উপস্থিত ছিলেন।

# আমদানি বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে, আরো সহযোগিতা চায় বাংলাদেশ

ঢাকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ানোর পাশাপাশি দেশটির কাছ থেকে আরো অর্থনৈতিক সহায়তা প্রত্যাশা করছে বাংলাদেশ। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, অতীতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রত্যাশা অনুযায়ী সহায়তা পাওয়া যায়নি।

তবে দুই দেশের সম্পর্কের সাম্প্রতিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এখন আরো সহযোগিতা আশা করছে সরকার।

বুধবার ব্যাঙ্ককে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

অর্থমন্ত্রী জানান, ঋণ ব্যবস্থাপনা ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কসহ বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দুই দেশের সম্পর্ক আরো এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

আমির খসরু বলেন, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে উড়োজাহাজ কেনার পাশাপাশি সয়াবিনসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানি করছে। দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের এই অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের আরো সহায়তা পাওয়া উচিত বলে মনে করে সরকার।

তিনি বলেন, অতীতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বাংলাদেশ তেমন সহায়তা পায়নি। তবে বর্তমানে দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি হওয়ায় বাংলাদেশের জন্য আরো সহযোগিতা পাওয়ার প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে।

অর্থমন্ত্রীর মতে, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ঋণ ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

# জরুরি অবস্থা জারি করে ভেঙে দেওয়া হল ইমরানের দলের প্রাদেশিক সরকার! উত্তাল পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া

**ইসলামাবাদ ডেস্কঃ** খাইবার পাখতুনখোয়ায় দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় পাকিস্তানি তালিবান বিদ্রোহীরা। এই প্রদেশের শাসনভার এত দিন ছিল ইমরান খানের দল 'পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ' (পিটিআই)-এর হাতে। এ বার সেই প্রাদেশিক সরকারের উপর গভর্নর শাসন জারি হল।

খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে এ বার জরুরি অবস্থা জারি করে দিল পাকিস্তান। প্রাদেশিক সরকারের উপর গভর্নর শাসন জারি হল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি রবিবার জরুরি অবস্থা জারির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন। এই ঘোষণার ফলে খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যমন্ত্রী-সহ গোটা মন্ত্রিসভা, উপদেষ্টামণ্ডলী এবং অ্যাডভোকেট জেনারেলকে তাঁদের পদ থেকে সরে যেতে হয়েছে। এখন থেকে ওই প্রদেশে গভর্নর শাসন জারি হয়েছে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন জানিয়েছে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার খাইবার পাখতুনখোয়ার মুখ্যসচিব পদে ডক্টর মুহাম্মদ ফখর আলম ইরফানকে নিয়োগ করেছে।

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এই প্রদেশটি দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্রোহী হামলায় জর্জরিত। আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী এই প্রদেশে সক্রিয় 'তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান' (টিটিপি)। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সদস্যদের পাকিস্তানি তালিবানও বলা হয়। পাকিস্তানের নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে প্রায়শই এদের সংঘর্ষ লেগে থাকে। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে আফগানিস্তান মদত দিচ্ছে বলেও অভিযোগ ইসলামাবাদের।

খাইবার পাখতুনখোয়ার শাসনভার এত দিন ছিল ইমরান খানের দল 'পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ'-এর (পিটিআই) হাতে। ইসলামাবাদের শাহবাজ় শরিফের সরকার বার বার দাবি করে এসেছে, বিদ্রোহীদের দমনে ব্যর্থ হচ্ছে ইমরানের দলের প্রাদেশিক সরকার। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রাদেশিক সরকার সন্ত্রাসবাদ দমনে যথেষ্ট উদ্যোগী হচ্ছিল না। নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি এবং প্রাদেশিক সরকারের সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই থেকে সরে থাকার অভিযোগকে জরুরি অবস্থা জারির সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

পিটিআই প্রধান ইমরান খানের মুক্তি এবং সঠিক চিকিৎসার দাবিতে ধারাবাহিক ভাবে ইসলামাবাদের উপর চাপ তৈরি করে যাচ্ছেন প্রদেশের সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদি। গত ৪ অক্টোবর থেকে টানা মিছিল করে যাচ্ছেন তিনি। এর আগে ইসলামাবাদে গিয়ে অবস্থান বিক্ষোভেরও পরিকল্পনা করেছিলেন সোহেলেরা। কিন্তু শাহবাজ়ের সরকার বিক্ষোভকারীদের ইসলামাবাদের প্রবেশের অনুমতি দেয়নি।

এমন পরিস্থিতিতে খাইবার পাখতুনখোয়ায় জরুরি অবস্থা ও গভর্নর শাসন জারির সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেন্দ্রের দাবি, সন্ত্রাসদমনে প্রাদেশিক সরকারের ব্যর্থতার কারণেই এই পদক্ষেপ। অন্য দিকে, ইমরানের দল পিটিআই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। ফলে নিরাপত্তা পরিস্থিতির পাশাপাশি কেন্দ্র ও প্রদেশের রাজনৈতিক সংঘাতও নতুন মাত্রা পেল।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# রঙ্গভরা বঙ্গদেশ

## প্রধানমন্ত্রীর কঠোর বার্তা

সম্প্রতি বিএনপির সংসদীয় দলের সভায় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদনেতা তারেক রহমান দলীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং চাঁদাবাজি, দখলদারি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে কঠোর বার্তা দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ও সময়োপযোগী। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, অপরাধে জড়ালে দলের নেতাকর্মী, সংসদ-সদস্য কিংবা মন্ত্রীদের কাউকেই বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হবে না। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয় এবং সবাইকে জবাবদিহির আওতায় আসতে হবে। বলা বাহুল্য, এমন বক্তব্য দেশে আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের আশার সঞ্চার করে। দেশবাসী যখন একটি সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশের স্বপ্ন দেখছে, তখন সরকারপ্রধানের এ অবস্থান জনমনে স্বস্তি নিয়ে আসার কথা।

তবে বিশিষ্টজনরা প্রধানমন্ত্রীর এ বার্তাকে স্বাগত জানালেও এর বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদকের মতে, চাঁদাবাজি বা দখলদারি মূলত ফায়দাভিত্তিক রাজনীতির উপসর্গ মাত্র। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আদর্শের চেয়ে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা লাভ এবং অন্যায় করে পার পেয়ে যাওয়ার প্রবণতা দীর্ঘদিন শিকড় গেড়ে রয়েছে। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অপরাধীরা সহজেই নিজেদের আড়াল করতে সক্ষম হয়। তাই শুধু উপসর্গের চিকিৎসা করলে চলবে না, এই কলুষিত রাজনীতির মূলোৎপাটন করতে হবে। দলীয় কাঠামোর ভেতরে এমন একটি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে নীতিহীন ব্যক্তিস্বার্থের কোনো স্থান থাকবে না। নাগরিক ঐক্যের সভাপতির আশঙ্কাও অমূলক নয়। তার মতে, প্রধানমন্ত্রী বারবার সতর্ক করলেও দলের একটি অংশের মধ্যে তা মেনে চলার প্রবণতা এখনো সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছেনি।

এ প্রেক্ষাপটে টিআইবির নির্বাহী পরিচালকের পরামর্শটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, শুধু দলীয় বা সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণই যথেষ্ট নয়; বরং সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে দলমতনির্বিশেষে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষমতা পরিবর্তনের পর 'এবার আমাদের পালা'-এমন মানসিকতা দলের একাংশের মধ্যে যে দখলবাজি ও দলবাজির জন্ম দিয়েছে, তা সরকার ও দল উভয়ের জন্যই বিব্রতকর। তাই যারা এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত, তাদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইনের হাতে সোপর্দ করার কোনো বিকল্প নেই। এ বিষয়ে বিপবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক যে কোনো রাজনৈতিক দলকে আগে নিজেদের ঘর পরিষ্কারের যে মত দিয়েছেন, তা যথার্থ। আমরাও মনে করি, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখতে না পারলে সমাজের অন্যান্য স্তরের দুর্বৃত্তদের দমন করা কঠিন হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে প্রশাসনকে অবশ্যই দলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে, যাতে রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায়। বস্তুত, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের যৌথ উদ্যোগে যদি এই সতর্কবার্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলেই দেশে সত্যিকার অর্থে একটি জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রীর এই কঠোর হুঁশিয়ারির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে একটি টেকসই সংস্কারের সূচনা ঘটবে, এটাই প্রত্যাশা।

## এলপিজি সংকট

দেশের জ্বালানি বাজারে এলপিজি (তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস) নিয়ে অস্থিরতা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ভোগান্তি বাড়িয়েছে। সেপ্টেম্বরের শেষভাগে আমদানিকারকদের সংগঠন লোয়াব আশ্বাস দিয়েছিল, মূল্য সমন্বয় হলে আমদানি বাড়বে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক হবে। কিন্তু দাম বৃদ্ধির পর অক্টোবরেও দ্বিতীয় সপ্তাহেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। একদিকে পাইকারি পর্যায়ে চালানের জন্য ট্রাক ৩-৪ দিন প্যান্টে আটকে থাকছে, অন্যদিকে খুচরা ব্যবসায়ীরা চাহিদার তুলনায় কম সিলিন্ডার পাচ্ছেন। ফলে দুর্ভোগের শেষ নেই সাধারণ ভোক্তাদের। পাশাপাশি পাম্পগুলোয়ও দেখা দিয়েছে অটোগ্যাসের সংকট।

এলপিজি আমদানিকারকদের দাবি, চলতি মাসে চাহিদার বিপরীতে দেড় লাখ টনেরও বেশি গ্যাস আমদানি হচ্ছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত। তাদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা এবং স্পট মার্কেট থেকে আমদানিকৃত কার্গো পৌঁছাতে বিলম্বের কারণে পাইপলাইনে সাময়িক ছেদ পড়েছে, যার সুযোগ নিচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। তবে এ ব্যাখ্যা মানতে নারাজ পরিবেশকদের সংগঠন এলপিজি ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি। তাদের প্রশ্ন, পর্যাপ্ত গ্যাস দেশে এলে পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে সরবরাহ থমকে আছে কেন? কোথায় এই বিপুল পরিমাণ গ্যাস উধাও হচ্ছে?

বাস্তবতা হলো, সংকটটি কেবল সরবরাহের বিলম্ব নয়; এর পেছনে বাজার তদারকির ব্যর্থতা ও কৃত্রিম সংকট তৈরির বড় ভূমিকা রয়েছে। ক্যাবের বক্তব্য অনুযায়ী, কৃত্রিম সংকট ও অসাধু মজুতদারির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্ণ এখতিয়ার রাষ্ট্র ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) থাকলেও এর প্রয়োগ দৃশ্যমান নয়। বিইআরসির কাজ কেবল প্রতি মাসে কাগজ-কলমে দর নির্ধারণ করা হতে পারে না; আমদানি থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতাও তাদের ওপর বর্তায়। এদিকে এলপিজি ব্যবসায়ীদের হয়রানির প্রতিবাদে বৃহস্পতি ও শুক্রবার সারা দেশে এলপি গ্যাস বিক্রির দোকান বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এতে সাধারণ ভোক্তাদের ভোগান্তি আরও বাড়বে।

বস্তুত এলপিজি সংকট কাটাতে সরকারকে অবিলম্বে কঠোর ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) ব্যবস্থাপনায় এলপিজি আমদানির উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন, যাতে বেসরকারি সিন্ডিকেটের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটে। পাশাপাশি, বিইআরসি ও আইনশৃঙ্খলাবাহিনীকে সমন্বিত অভিযান চালিয়ে অসাধু মজুতদারদের চিহ্নিত করতে হবে। বিইআরসি, আমদানিকারক ও পরিবেশকদের ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ সরবরাহব্যবস্থা গড়ে তোলাই এখন সময়ের দাবি।

## সৌদির বহু তেল স্থাপনা ও রিয়াদ বিমানবন্দরে আবার হুথিদের হামলা

ঢাকা, সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি 'সৌদি আরামকো'র বিভিন্ন স্থাপনা এবং রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আবার হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইয়েমেনের হুথিরা। বুধবার এক বিবৃতির মাধ্যমে এই হামলার কথা জানান তারা।

হুথিদের দাবি, তারা বুধবার ইয়েমেন থেকে সৌদি আরবের দাহরানে অবস্থিত সৌদি আরামকোর বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি, রিয়াদের একটি আরামকো শোধনাগার এবং কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সুনির্দিষ্টভাবে হামলা চালান।

সৌদি আরবের সঙ্গে চলমান উত্তেজনা ও সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার প্রেক্ষাপটে হুথি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনগুলোতেও সৌদি আরবের বিমানবন্দর ও তেল শোধনাগারগুলোর বিরুদ্ধে তাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

## বিশ্বের শীর্ষ উদ্ভাবনী দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ ১০৬ তম

ঢাকা, বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার (ডব্লিউআই-পিও) প্রকাশিত বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে (গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স ২০২৬) বাংলাদেশ ১৩৯টি দেশের মধ্যে ১০৬তম অবস্থানে রয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণায় ঘাটতি এবং বিভিন্ন সূচকে পিছিয়ে থাকার কারণে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো তালিকার নিচের দিকেই।

একটি দেশের সামগ্রিক উদ্ভাবন সক্ষমতা পরিমাপে ডব্লিউআইপিও মোট ৭৯টি সূচক ও দুটি প্রধান দিক (ইনপুট ও আউটপুট) আমলে নেয়। ইনপুট হিসেবে বিবেচনা করা হয় দেশের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ (রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আইনের শাসন ও সরকারি নীতি), মানবসম্পদ ও গবেষণা (শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান এবং গবেষণায় সরকারি-বেসরকারি ব্যয়), অবকাঠামো (তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ও লজিস্টিকস সক্ষমতা), বাজারের পরিপক্বতা (সহজে ঋণ ও বিনিয়োগ পাওয়ার সুবিধা এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল) এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ (জ্ঞানভিত্তিক কর্মী, উচ্চপ্রযুক্তি আমদানি ও করপোরেট গবেষণা)। অন্যদিকে আউটপুট হিসেবে বিবেচনা করা হয় উদ্ভাবনের বাস্তব ফলাফল যেমন পেটেন্ট আবেদন, বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা, উচ্চপ্রযুক্তি পণ্য রপ্তানি, ডিজিটাল সেবা এবং সৃজনশীল পণ্য ও সেবার উৎপাদন। এসবের সমন্বয়েই নির্ধারিত হয় কোনো দেশের চূড়ান্ত অবস্থান। ডব্লিউআই-পিও-এর ২০২৬ সালের সূচক অনুযায়ী, বিশ্বে উদ্ভাবনে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে সুইজারল্যান্ড। ২০১১ সাল থেকে টানা প্রথম স্থানে রয়েছে দেশটি। তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সুইডেন। সামগ্রিকভাবে আমেরিকা তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছে, যা ২০২৩ থেকে একই রয়েছে। চতুর্থ স্থানে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া এবং পঞ্চম স্থানে সিঙ্গাপুর। এরপর শীর্ষ দশে থাকা অন্য দেশগুলো যথাক্রমে যুক্তরাজ্য (ষষ্ঠ), নেদারল্যান্ডস (সপ্তম), ফিনল্যান্ড (অষ্টম), ডেনমার্ক (নবম) এবং চীন (দশম)। একাদশ থেকে পঞ্চদশ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে জার্মানি (১১তম), জাপান (১২তম), ফ্রান্স (১৩তম), হংকং (১৪তম) এবং কানাডা (১৫তম)।

আমেরিকা সামগ্রিক তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকলেও গভীর পর্যালোচনায় দেখা যায়, ট্রাম্প দায়িত্ব নেয়ার পর দেশটির অভ্যন্তরীণ কিছু সূচকে অবনতি হয়েছে। বিশেষ করে তালিকায় চতুর্থ স্থানে থাকা দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে আমেরিকার উদ্ভাবনী ব্যবধান কমে এসেছে। তাছাড়া ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, আইনি ও পরিচালনগত ঝুঁকি মাপার সূচকে আমেরিকা গত বছর ছিল ২৩তম অবস্থানে, যা এ বছর নেমে ৩৬তম অবস্থানে।

## সৌদি আরামকোর স্থাপনায় হামলা অব্যাহত রাখার হুঁশিয়ারি হুথিদের

ঢাকা,ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবের পেট্রোকেমিক্যাল স্থাপনাগুলোতে হামলা অব্যাহত রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। সৌদি আরবের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলা জোরদার করার অংশ হিসেবে দেশটির রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি সৌদি আরামকোর স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করছে গোষ্ঠীটি। খবর দ্যা মিডল ইস্ট আই-এর।

বুধবার (১৪ অক্টোবর) হুথিরা জানিয়েছে, তারা সৌদি আরবের ধাহরানে সৌদি আরামকোর স্থাপনা, কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং রিয়াদে আরামকোর একটি তেল শোধনাগারে হামলা চালিয়েছে।

গোষ্ঠীটির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বলেন, 'বিপুলসংখ্যক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ব্যবহার করে এই হামলা চালানো হয়েছে।'

আগামী দিনগুলোতেও বিমানবন্দর ও তেল স্থাপনাগুলোতে হামলা চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে হুথিরা। সৌদি আরবের সঙ্গে গোষ্ঠীটির উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে।

এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে প্রতিদিন হামলা চালাচ্ছে হুতিরা। গত শনিবার বিমানবন্দরে হামলায় ১৩ জন নিহত এবং শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর জবাবে ইয়েমেনের রাজধানী সানায় হামলা চালিয়েছে সৌদি আরব।বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলার কারণে সৌদি আরব তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ সম্মেলন 'ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট ইনিশিয়েটিভ' এবার সরাসরি ও অনলাইনে অংশগ্রহণের সুযোগ রেখে আয়োজনের পরিকল্পনা করছে। এতে নির্বাহীরা দূর থেকেই সম্মেলনে অংশ নিতে পারবেন।তবে কিছু অংশগ্রহণকারী রিয়াদে যেতে পারেন। এ ক্ষেত্রে রাজধানীর বাইরের বিমানঘাঁটি অথবা প্রতিবেশী উপসাগরীয় দেশগুলোর বিমানবন্দর ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে। হুতিদের সঙ্গে সংঘাত বাড়লেও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে সৌদি সরকার।

এদিকে মঙ্গলবার ধাহরানে সৌদি আরামকোর সদর দপ্তরের একটি প্রশাসনিক ভবনে হামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির জ্বালানি মন্ত্রণালয়। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা সতর্ক করে বলেছেন, সৌদি আরবে হামলার প্রভাব বিশ্বজুড়েই পড়তে পারে। এর ফলে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।ব্যাংককে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সম্মেলনের ফাঁকে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'সৌদি অর্থনীতি এই অঞ্চল ও বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর নেতিবাচক প্রভাব সর্বত্র, সবার ওপর পড়তে পারে।'

২০১৫ সালে ইয়েমেনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারকে সমর্থন দিতে সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট যুদ্ধে জড়ানোর পর উপসাগরীয় অঞ্চলের তেলসমৃদ্ধ এই দেশটির ওপর হুতিদের সাম্প্রতিক হামলাগুলোকে সবচেয়ে ভয়াবহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

## মারা গেলেন জেফরি আর্চার

দুলাল আল মনসুরঃ ইংরেজ কথাসাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ জেফরি আর্চার ৮৬ বছর বয়সে মারা গেলেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি সংসদ সদস্য ছিলেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়ানোর কারণে তিনি দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলেন। পরে লেখালেখির মাধ্যমে তিনি সচ্ছল অবস্থায় ফিরে আসেন। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'কেন অ্যান্ড অ্যাবেল' এখন পর্যন্ত বিশ্বের বেস্ট সেলার বইয়ের অন্যতম। এ বইটি ৩৪ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে।

তাঁর অন্যান্য বইয়ের বিক্রি ৩২০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর সর্বশেষ বই 'অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ' এ সপ্তাহে প্রকাশ করা হবে হার্পারকলিন্স থেকে। হার্পারকলিন্স প্রকাশনা থেকে তাঁকে মাস্টার স্টোরিটেলার হিসেবে গণ্য করা হয়। আর্চারের কাছে তাঁর পাঠকই সব বলে জানানো হয়।

গল্প বলার কৌশলের সঙ্গে তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, হৃদয়ের উষ্ণতা এবং অমিত প্রাণশক্তি মিশে থাকে। গত রবিবার লন্ডনের লাইসেস্টার স্কয়ার থিয়েটারে পাঠকদের জন্য বইয়ের অটোগ্রাফ দিয়েছেন আর্চার। তাঁর নতুন বইয়ের প্রচারেও অংশ নিয়েছেন তিনি। তাঁর পুরনো স্কুলেও যান বইয়ের প্রচারকাজের অংশ হিসেবে। ওয়েলিংটন স্কুলে গিয়ে তিনি বলেন, 'আগের জায়গায় ফিরে আসা আসলে এক বিস্ময়কর অনুভূতি।

## এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন

### নামাজের সময়সূচী

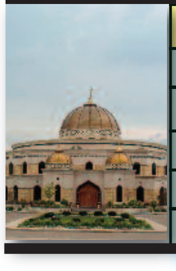

| অক্টোবর | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফজর | ০৩;৪৭ | ০৩:৫ | ০৩:৫৬ | ০৩:৫৭ | ০৩:৫৮ | ০৩:৫৯ | ০৪:০০ |
| যোহর | ০১:০১ | ১১:৪১ | ০১:০১ | ০১:০২ | ০১:০২ | ০১:০২ | ০১:০৩ |
| আসর | ০৪:৫৯ | ০৪:৫৯ | ০৫:০০ | ০৫:০১ | ০৫:০১ | ০৫:০২ | ০৫:০২ |
| মাগরিব | ০৮:৩১ | ০৮:৩১ | ০৮:৩২ | ০৮:৩২ | ০৮:৩৩ | ০৮:৩৩ | ০৮:৩৪ |
| এশা | ১০:১১ | ১০:১১ | ১০:১১ | ১০:১১ | ১০:১১ | ১০:১১ | ১০:১১ |

### পূজার সময়সূচী

**কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী**

সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত।
সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা
সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা
(এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে পুরোহিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা অর্চনা করে থাকেন)

### বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী

**মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত।**

ভোরের পূজা ৬ টায়
দুপুরের পূজা ১২ টায়
সন্ধ্যার পূজা ৬ টায়
(এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা করা হয়)

### চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী

নিউইয়র্ক এলাকার সকল গীর্জা খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।
(এছাড়াও প্রতিদিনই পূণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

# আদালত চত্বরে 'জয় বাংলা' স্লোগান, আইভীর আইনজীবীসহ গ্রেফতার ৩

ঢাকা, রিকশাচালক তুহিন হত্যা মামলায় নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভীর জামিনের পর আদালত চত্বরে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে আইনজীবী জিয়াউল ইসলাম কাজলসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পরে ফতুল্লা থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দায়ের করে তাদের গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন–নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট জিয়াউল ইসলাম কাজল, তার ভাই আতিকুল ইসলাম মুন্না ও অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান তুষার।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও অপারেশন) তারেক আল মেহেদী জানান, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সমর্থিত নেতাকর্মীরা আদালত চত্বরে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেয়। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভিডিও ও ছবি দেখে চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মঙ্গলবার তুহিন হত্যা মামলায় জামিন পাওয়ার পর আদালত চত্বরে আইভীর উপস্থিতিতে তার সমর্থকরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন। এ সময় গাড়িতে ওঠার আগে আইভী বলেন, 'জয় বাংলাকে থামিয়ে রাখা যাবে না।'

এর জের ধরেই আইভীর আইনজীবী জিয়াউল ইসলাম কাজল, মাহবুবুর রহমান তুষার ও আতিকুল ইসলাম মুন্নাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে জিয়াউল ইসলাম কাজলের এক নিকটাত্মীয় জানান, ঘটনায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে জিয়াউল ইসলাম কাজলকে কোনো স্লোগান দিতে দেখা যায়নি। তাকে মামলার নথিপত্রের ফাইল হাতে নিয়ে ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভীর পাশে হাঁটতে দেখা গেছে। কাজল আইভীর আইনজীবী হিসেবে আদালতে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত নন।

ফতুল্লা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন জানান, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার করে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রেহানুল জানান, সন্ত্রাস দমন আইনের মামলায় অ্যাডভোকেট জিয়াউল ইসলাম কাজলসহ তিনজনকে পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।

# মেকআপ করে একসঙ্গে ৫ সরকারি চাকরি, অসুস্থতার অভিনয় করেও রক্ষা হলো না কাশিম চৌধুরীর

ঢাকা, যুক্তরাজ্যে একই সময়ে পাঁচটি সরকারি চাকরি করার অভিযোগ উঠেছে এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। অসুস্থতার কথা বলে কাজে অনুপস্থিত থাকার সময় ভিডিও কলে অসুস্থ দেখাতে মুখে সাদা মেকআপ ব্যবহার করেছিলেন যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল এলাকার বাসিন্দা ৫৫ বছর বয়সি অভিযুক্ত কাশিম চৌধুরীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি ধরা পড়ে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা হয়েছে।

তবে সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টে এই মামলার শুনানিতে প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, ৫৫ বছর বয়সি কাশিম চৌধুরী নামের ওই ব্যক্তি জালিয়াতির ৯টি অভিযোগই অস্বীকার করেছেন।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মোট আটটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড উপার্জন করেছেন কাশিম। এর মধ্যে ২০২৩ সালের মে মাসেই তিনি একসঙ্গে পাঁচটি পূর্ণকালীন চাকরি করছিলেন।

হিসাব অনুযায়ী, এই পাঁচটি চাকরির জন্য তার সাপ্তাহিক কাজের চুক্তিবদ্ধ সময় ছিল ১৮৩ ঘণ্টা! অথচ একটি পূর্ণ সপ্তাহে মোট ঘণ্টা রয়েছে ১৬৮টি (২৪ ঘণ্টার ৭ দিন)। অর্থাৎ, সপ্তাহের মোট সময়ের চেয়েও বেশি ঘণ্টা চাকরির খাতায় দেখিয়ে তিনি বেতন তুলছিলেন।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে চাকরি শুরু করার পর ২০২১ সালের এপ্রিলে তিনি পরিবেশ, খাদ্য ও গ্রামীণ বিষয়ক বিভাগেও চাকরি নেন।

এভাবে একের পর এক স্বাস্থ্য বিভাগ, হোম অফিস, ফুড স্ট্যান্ডার্ডস এজেন্সি এবং ইউকে হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সির মতো সংস্থায় একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যান তিনি। নতুন চাকরি নেওয়ার সময় তিনি আগের চাকরির কথা সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিলেন।

কাধিক চাকরির চাপ সামলাতে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভুয়া অসুস্থতা ও 'সিক লিভ' ব্যবহার করতেন। কোভিড মহামারীর সময়ের দূরবর্তী কাজের সুযোগকে তিনি পুরোপুরি অপব্যবহার করেছিলেন।

আদালতে বলা হয়, তিনি 'উদ্বেগ ও বিষণ্নতা'র অজুহাত দেখিয়েছিলেন এবং অসুস্থ মায়ের দেখাশোনার কথা বলে বাড়ি থেকে কাজ করার অনুমতি নিয়েছিলেন।

তবে কাজের চাপ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যাওয়ায় একপর্যায়ে তিনি ধরা পড়ে যান। ২০২৩ সালের মে মাসে ইউকে হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সির (ইউকেএইচএসএ) ম্যানেজার অ্যালিশা অ্যাডামস তার অনুপস্থিতি নিয়ে কথা বলতে একটি ভিডিও কলের আয়োজন করেন।

আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় অ্যালিশা জানান, ওই মিটিংয়ে কাশিমকে দেখতে অসুস্থ লাগানোর জন্য মুখে মেকআপ মেখে এসেছিলেন। কিন্তু মিটিং চলাকালীন তার কপালে মেকআপ সরে গিয়ে আসল চামড়া বেরিয়ে পড়ে এবং তার মুখ ও গলার রঙের ভিন্নতাও ধরা পড়ে যায়।

প্রসিকিউটর লুসি অর্গান আদালতকে জানান, ম্যানেজারের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য তিনি ভিডিও কলে কতটা হাস্যকর রকমের মিথ্যা আশ্রয় নিয়েছিলেন, এটি তারই প্রমাণ। এ ছাড়া ভুলবশত অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের ইমেইল আইডি দিয়ে মিটিংয়ে যোগ দেওয়ায় তার একাধিক চাকরির বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচারকার্য চলছে।

# প্রবাসীদের বিমানবন্দর হয়রানি বন্ধে কড়া নির্দেশনা সংসদীয় কমিটির

ঢাকা : প্রবাসী কর্মীরা যাতে দেশে ফেরার পর বিমানবন্দরে কোনো ধরনের অবহেলা বা হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়ে কঠোর নজরদারির সুপারিশ করেছে জাতীয় সংসদীয় কমিটি। একই সঙ্গে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমে কোনো অনিয়ম, দুর্নীতি ও ব্যত্যয় যাতে না ঘটে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততা ও সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

গত ৮ অক্টোবর জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম বৈঠকে এসব কথা বলা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি এ কে এম ফজলুল হক মিলন। বৈঠকের শুরুতে পবিত্র কোর-আন তেলাওয়াত করা হয় এবং সভাপতি ও সদস্যদের সঙ্গে মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে বৈঠকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি ও বাজেট বরাদ্দ পর্যালোচনা করা হয়।

বৈঠকে উপস্থাপিত তথ্য থেকে জানা যায়, ২০২৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মোট ৪ লাখ ৩২ হাজার ৭৮৬ জন কর্মী কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমন করেছেন। এর মধ্যে নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩৬ হাজার ৫৯০ জন। একই সময়ে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল ২৪.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২.৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে ইরান থেকে ১২ জন নারী ও ৮ জন শিশুসহ মোট ১৮৬ জন বাংলাদেশিকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি বৈঠকে অবহিত করা হয়।

বৈঠকে রিক্রুটিং এজেন্সির তথ্য তুলে ধরে জানানো হয়, বর্তমানে সরকার অনুমোদিত বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ২ হাজার ৮৬০টি, যার মধ্যে বর্তমানে সচল রয়েছে ২ হাজার ১৮৭টি। মূলত এসব এজেন্সি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান বোয়েসেল (বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড)-এর মাধ্যমেই বিদেশে কর্মী পাঠানো হচ্ছে।

# সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সমস্যা সমাধানে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন জামায়াত আমির'

ঢাকা, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। এ কথা জানিয়েছেন দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরোয়ার।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন সমস্যা, বৈষম্য ও বঞ্চনার কথা শুনেছেন জামায়াত আমির এবং এসব সমস্যা সমাধানে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বুধবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডের ২৯ নম্বর সরকারি বাসভবনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেতাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় শেষে এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন গোলাম পরোয়ার।

তিনি বলেন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের যত সংগঠন আছে, জাতীয় ভাবে তার প্রায় সব সংগঠনের

প্রতিনিধিত্বকারী নেতারা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, পূজা উদযাপন ফ্রন্ট, জাতীয় হিন্দু মহাজোট, হিন্দু ধর্ম কল্যাণ ট্রাস্টসহ আরও অনেক সংগঠন ও সংস্থার নেতৃবৃন্দ এখানে উপস্থিত ছিলেন।

গোলাম পরোয়ার বলেন, একটি রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে শুধু নয়, লিডার অব দ্য অপজিশন হিসেবে একটি সাংবিধানিক দায়িত্বের কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের সব ধর্মের মানুষের অধিকার, নিরাপত্তা ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে কথা বলা সরকারের যেমন দায়িত্ব, তেমনি বিরোধীদলীয় নেতারও সাংবিধানিক কর্তব্য। তিনি সেটি স্মরণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তার ভূমিকা যতটুকু তিনি পালন করেন, সেটিও ব্রিফ করেছেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে ৫ আগস্টের জুলাই অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজা ও মন্দির রক্ষায় জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের সাহসী এবং দিনরাত নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকার প্রশংসা করেছেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দ।

তিনি আরও বলেন, এই মতবিনিময় সভায় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জায়গায় কিছু বৈষম্য, বঞ্চনা, অসুবিধা, দুঃখ-কষ্ট ও ডিসক্রিমিনেশনের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা সহযোগিতা চেয়েছেন। সরকার ও বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের পাশে থেকে এসব সমস্যার সমাধান করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন আমাদের নেতা। তিনি আশ্বস্ত করেছেন, আমরা আপনাদের সঙ্গে আরও মতবিনিময় করব, আরও কথা শুনব এবং আমাদের এই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে আপনাদের পাশে আমরা সব সময় থাকব।

বিফ্রিংয়ে সিনিয়র আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী বলেন, শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সনাতন সমাজের নেতৃবৃন্দকে শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য আজ যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, এজন্য সনাতন সমাজের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। সবাই মিলেমিশে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারি এবং একে অপরের সহমর্মিতায় পাশে থাকতে পারি, সেটিই আজ আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর শ্রদ্ধেয় আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা।

সুব্রত চৌধুরী বলেন, আমরা সনাতন সমাজের পক্ষ থেকে তার এই গ্রহণযোগ্যতা ও বক্তব্যে সন্তুষ্ট। আগামী দিনে জামায়াতে ইসলামী এসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিনি আরও বলেন, তবে আমি একটি কথা বলতে চাই, যখনই আমাদের কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হয়, তখন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ এবং পৃথিবীর বুকে আমরা খুব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। আমি বলতে চাই, এই কথাটা আমাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা-নেত্রীরা যদি মসজিদে খুতবার মাধ্যমে এই সম্প্রীতির আহ্বান জানান, তাহলে বাংলাদেশ সত্যি সত্যি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হয়ে উঠবে।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

১৫ অক্টোবর ২০২৬, বাংলা ৩০ আশ্বিন ১৪৩৩

| | |
|---|---|
| সম্পাদক | রতন তালুকদার |
| সহযোগী সম্পাদক | শিকদার হুমায়ন কবীর |
| ঢাকা প্রতিনিধি | আবুল কালাম |
| উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি | সাইফুদ্দিন আহমেদ |
| কলকাতা প্রতিনিধি | সোমনাথ গাঙ্গুলী |
| ইউরোপ প্রতিনিধি | নুরুল ইসলাম বকুল |
| ওয়াশিংটন প্রতিনিধি | মাইকেল বিকাশ গোমেজ |
| ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি | ড. মিতুল বড়ুয়া |

# সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

## দেবী দুর্গা ঃ শুভশক্তির ঐক্যই মানবমুক্তির পথ

বর্ষার স্যাঁতসেঁতে গুমোট পরিবেশের পর বাংলাদেশের প্রকৃতিতে শরৎ আসে বিপুল সমারোহে। ঘষা কাচের মতো মেঘলা আকাশ সরিয়া গিয়া সেইখানে গাঢ় নীলের আলপনা জাগিয়া উঠে। নদীতীরের অপরূপ কাশফুলের শুভ্র দোলা আমাদের হৃদয়কেও দুলাইয়া দেয়। সোনালি আলো ঝরিয়া পড়ে মাঠেঘাটে।

ধানগাছের কচি শিষে সেই আলোর ঝিলিক, প্রভাতবেলা শিউলির পসরা-সকল মিলিয়া বাংলার প্রকৃতি যেন নিজেই উৎসবমুখর হইয়া উঠে। প্রকৃতির বুক জুড়িয়া যেন এক স্বতঃস্ফূর্ত আবেশ ছড়াইয়া পড়ে। ঋতু চক্রের এই অনন্য সৌন্দর্য কেবল চর্মচক্ষুর আনন্দ নহে; ইহা সনাতন বাঙালির অন্ড়রেও বাজাইয়া তোলে দেবী দুর্গার আগমনি সুর। যদি জলবায়ু পরিবর্তনের ছোঁয়া বাংলার প্রকৃতিতেও লাগিয়াছে। শরতেও যেন বর্ষা ফুরাইয়াও ফুরায় না। তাহার পরও দুর্গাপূজার মাহাত্ম্য কেবল প্রকৃতির সহিত যুক্ত নহে, ইহা সনাতন বাঙালি সমাজের প্রাণস্পন্দন-তুল্য।

দেবী দুর্গা পৌরাণিক অর্থে অসুরবিনাশিনী-তিনি দমন করেন অশুভশক্তি, রক্ষা করেন শুভদীপ্তি। সনাতন শাস্ত্রকথায় আমরা দেখি, দেবতারা যখন অসুরের দম্ভে পরাজিত, তখন সকলে সম্মিলিত শক্তি দিয়া একত্র হইয়া আহ্বান করিলেন দেবীশক্তিকে। সেই মিলিত তেজরশ্মি হইতেই আবির্ভূত হইলেন মহাশক্তি দুর্গা। অর্থাৎ ঐক্যের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়াছে অজেয় শক্তি। এই কাহিনি কেবল পুরাণের পাতা নহে; আধুনিক জীবনেরও এক দর্পণ। সমাজে যখন বিভাজন, অহংকার, লোভ ও হিংসা বিস্ড়ার লাভ করে, তখনই প্রয়োজন হয় শুভশক্তির সম্মিলন। তাহারাই পারে অশুভের পরাভব ঘটাইতে। সনাতন বাঙালির দুর্গোৎসব তাই কেবল দেবী আরাধনার পূজা নহে, ইহা এক মহাসম্মিলনের প্রতীক। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন, তাহারা কেবল মহাশক্তি হিসাবেই দেবী দুর্গার পূজা করে না; তাহাকে 'ঘরের মেয়ে' বলিয়া বরণও করে।

ঘরের কোলেই যিনি জন্ম নেন, যিনি মায়ের রূপে সংসার চালান, তিনিই আবার মহাশক্তি দুর্গা-এই ভাবনার ভেতর নিহিত রহিয়াছে হিন্দু সমাজের অন্ড়র্গত এক মর্মস্পর্শী উপলব্ধি-অসুরবিনাশী শক্তি দূর স্বর্গলোকে নহে, তাহা আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। রহিয়াছে আমাদের সংসারের অন্দরে, নারীশক্তির মধ্যেই। এই সকল দিক ছাপাইয়া দুর্গাপূজা কেবল আধ্যাত্মিকতায় নহে, সনাতনদের মধ্যে বিপুল আনন্দেরও স্ফুরণ ঘটায়।

মণ্ডপসংলগ্ন পথভরা আলোকসজ্জা, গ্রামের উঠানে ঢাকের বাদ্য, সন্ধ্যার আরতিতে শঙ্খধ্বনি-সকল মিলাইয়া দুর্গাপূজা বাঙালির হিন্দুজীবনে বহিয়া আনে উৎসবের অপরূপ উল্লাস। এই উল্লাস কেবল আনন্দের ফল্গুধারা নহে; ইহা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দান করে অশুভবিনাশের শক্তি। যতই দুঃখ, বিপর্যয়, অনিশ্চয়তা আসুক, উৎসব মানুষকে শেখায়-জীবন অমলিন, আশার আলো কখনো নিভিয়া যায় না।

শাস্ত্র অনুযায়ী, এই বারের দুর্গোৎসবে দেবী গজে আগমন করিয়াছেনসড়যাহা সমৃদ্ধি ও ফলনের বার্তা বহন করে; কিন্তু গমন ঘটিবে দোলায়, যাহা মড়ক বা বিপদের আশঙ্কা জাগায়। এই পূর্বাভাস যেন প্রতীকীরূপে আমাদের শিক্ষা দেয়-সাময়িক আনন্দ ও সমৃদ্ধির ভিতরেও লুক্কায়িত রহিয়াছে বিপদের সম্ভাবনা। তাই কেবল বাহ্যিক উজ্জ্বলতায় বিভোর না হইয়া মানুষের উচিত অন্ড়রের শক্তিকে সঞ্জীবিত রাখা, ঐক্যের প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখা। ঐক্যই প্রকৃত শক্তি। সমাজে যত অশুভই আসুক, সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ শুভশক্তিই পারে তাহাকে প্রতিহত করিতে। দম্ভ, লোভ, হিংসা কিংবা বিভাজন-এই সকলই আধুনিক যুগের আসুরিক রূপ।

মহাদশমীর এই পুণ্যক্ষণে আমরা তাই অনুধাবন কয়ড়শুভশক্তির জাগরণই মানুষের আসল শক্তি। অসুরের বিনাশ মানে কেবল পুরাণের যুদ্ধ নহে, ইহা জীবনের অশুভ প্রবণতাকে প্রতিহত করার চেতনা। আর এই চেতনাই দুর্গোৎসবকে সনাতন বাঙালির চিরকালীন আশার প্রতীক করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং, মানব অন্ড়রে যেন সদা জাগিয়া থাকে শুভশক্তির দীপ্তি, সমাজে যেন বিরাজ করে ঐক্যের সমবেত আলো। ঐক্যই মানুষের মুক্তির পথ।

শুভশক্তির আরাধ্য দেবী পুজা উপলক্ষে সাপ্তাহিক জন্মভূমির পাঠক বিজ্ঞাপনদাতা শুভাকাঙ্খী শুভানুধ্যায়ীদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নববর্ষ হোক সকলের জন্য সুখী ও সমৃদ্ধশালী।

**-সম্পাদক**

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক্ কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
**Weekly Jonmobhumi**
Editor & President: Ratan Talukder
Published By Jonmabhumi Group Inc.
37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964
**Email: jonmabhumi@gmail.com**
**Website: www.jonmobhumi.com**
**Printed in USA**

www.jonmobhumi.com

# উপসম্পাদকীয়

## ক্ষমতা বদলায়, ক্ষমতার সংস্কৃতি কি বদলায়

### একেএম শামসুদ্দিন

বাংলাদেশের রাজনীতির দীর্ঘ ইতিহাসে একটি অস্বস্তিকর প্রবণতা বারবার দেখা গেছে, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ, বাজার, ভূমি এবং স্থানীয় পর্যায়ের ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোয় নতুন রাজনৈতিক বলয়ের প্রভাব বাড়ে। আগের পক্ষের কিছু মানুষ বাদ পড়ে, নতুন পক্ষের কিছু মানুষ জায়গা করে নেয়; কিন্তু কাঠামোটি প্রায় একই থাকে। যদি এ অভিযোগ সত্য হয়, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে-আমরা কি কেবল ক্ষমতার মালিক পরিবর্তন করছি, নাকি ক্ষমতার ব্যবহার পদ্ধতিও পরিবর্তন করছি?

রাজনৈতিক পরিচয় যদি থানায় কল করার ক্ষমতা দেয়, ভূমি দখলের নিরাপত্তা দেয়, টেন্ডার পাওয়ার সুবিধা দেয়, বাজার নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেয় কিংবা অপরাধের পর আইনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়, তাহলে সেখানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণেই আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হওয়া উচিত, রাষ্ট্রযন্ত্রে কারা এখনো সক্রিয়?'

একটি সরকার পরিবর্তিত হয়েছে। রাজনৈতিক বাস্তবতারও বড় পরিবর্তন ঘটেছে; কিন্তু রাষ্ট্রের ভেতরের সবকিছু কি সত্যিই বদলেছে? নাকি পুরোনো ক্ষমতার কাঠামোর কিছু অংশ নতুন পরিচয়, নতুন রাজনৈতিক আশ্রয় এবং নতুন সুবিধাভোগীর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে এখনো সক্রিয়? এ প্রশ্নটি এখন আর নিছক রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয় নয়। কারণ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে চাঁদাবাজি, ভূমিদখল, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, ছিনতাই, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে এমন ঘটনায়ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতার কথা উঠে এসেছে। অর্থাৎ সমস্যা শুধু একটি দলের নয়; বরং আরও গভীর প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশে কি রাজনৈতিক পরিচয় পরিবর্তন করে ক্ষমতার সুবিধাভোগ করার একটি সংস্কৃতি চলতে থাকবে?

একটি কথা মনে রাখতে হবে, অপরাধ বাড়লে প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ। সাম্প্রতিক সময়ে সহিংসতা যে হারে বেড়েছে, তা দেশের নাগরিকের জন্য খুবই উদ্বেগজনক। ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত এক বিশ্লেষণে হত্যা, নারী ও শিশু নির্যাতন, পুলিশের ওপর হামলা, প্রকাশ্যে গুলি, চাঁদাবাজি ও ছিনতাই নিয়ে উদ্বেগের কথা বলা হয়েছে।

এখানে সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় অপরাধের সংখ্যা যতটা নয়, তার চেয়েও বেশি হলো অপরাধের প্রতি সামাজিক সহনশীলতা তৈরি হওয়া। মানুষ যখন ভাবতে শুরু করে, 'অভিযোগ করে লাভ নেই', 'ওর রাজনৈতিক লোক আছে', 'পুলিশ কিছু করবে না', 'মামলা হলেও শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না'; তখন আইনের প্রতি নাগরিকের আস্থার ঘাটতি বেড়ে যায়। আর আইনকে পাশ কাটিয়ে যখন কিছু মানুষ নিজেরাই বিচার করতে শুরু করে, তখন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সরাসরি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক মূল্যায়নেও আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া নিয়ে উদ্বেগের কথা বলা হয়েছে।

সম্প্রতি হত্যা ও ধর্ষণের পরিসংখ্যান দিতে গিয়ে খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের প্রথম আট মাসে ২,৩৩২টি হত্যা এবং ৪,৪০২টি ধর্ষণের ঘটনা 'নথিভুক্ত' হয়েছে। একই সময়ে নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা হয়েছে ৯,৩৪৭টি। বেসরকারি সংস্থার পরিসংখানে জানা গেছে, এ বছরের প্রথম ছয় মাসেই ৩৪১ জন নারী ও কিশোরীকে হত্যা হয়েছে। রাজনৈতিক সহিংসতায় ৪১ জন নিহত এবং ৯৭০ জন আহত হয়েছে।' মব সহিংসতা'য় মৃত্যু হয়েছে ৩৩ জনের।

এসব ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে সাধারণ অপরাধ বলেই মনে হতে পারে; কিন্তু যখন একই সময়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আইন অমান্য করার প্রবণতা, রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে সুবিধা নেওয়া এবং অপরাধের সঙ্গে ক্ষমতার যোগাযোগের অভিযোগ দেখা যায়, তখন বিষয়টি কেবল আইনশৃঙ্খলার সমস্যা থাকে না; এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক অবক্ষয়ের লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এ পরিস্থিতি কি একদিনেই তৈরি হয়েছে এবং এর দায়ভারই বা কার?**-বাকী অংশ ২৯ পাতায়**

## রবীন্দ্রনাথের মুখে কালি দিয়ে তাঁকে অদৃশ্য করা যাবে?

### জহিরুল ইসলাম

একটি মুখে কালি দেওয়া যায়। একটি প্রতিকৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু তাতে কি মুছে যায় সেই মানুষের সৃষ্টি, চিন্তা ও ইতিহাসে তাঁর উপস্থিতি? নাকি প্রতীককে আঘাত করার মধ্য দিয়ে অনিচ্ছায় আরও একবার সামনে নিয়ে আসা হয় সেই মানুষটিকেই? ঢাকার সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সামনের দেয়ালে আঁকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে কালি দেওয়ার ঘটনাটি আমাদের সামনে এমন কিছু প্রশ্নই তুলে ধরেছে। ২০২৬ সালের ১০ অক্টোবরের এ ঘটনায় কয়েকজনকে আটক করে আইনি প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হয়েছে। তবে অভিযোগ, তদন্ত ও বিচারিক সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য রাখা জরুরি।

ঘটনাটিকে নিছক একটি প্রতিকৃতির ওপর আঘাত হিসেবে দেখলে এর তাৎপর্য পুরোপুরি বোঝা যাবে না। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রতিবাদের ভাষা, সাংস্কৃতিক পরিচয়, ইতিহাসের ব্যাখ্যা এবং মতভিন্নতার প্রতি আমাদের মনোভাব। আরও গভীরে রয়েছে একটি মৌলিক প্রশ্ন: কোনো চিন্তা বা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে হলে কি তার দৃশ্যমান প্রতীককে অপমান করতেই হবে?

প্রশ্নটি রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে উঠেছে বলে এর গুরুত্ব কেবল একজন কবির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি আমাদের বৌদ্ধিক পরিবেশেরও পরীক্ষা।

### প্রতিকৃতি আর উত্তরাধিকার এক নয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেবল একটি পরিচিত মুখ, নোবেলজয়ী কবি কিংবা সাংস্কৃতিক আবেগের প্রতীক হিসেবে দেখলে তাঁকে বোঝার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাঁর কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও শিক্ষাভাবনার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এক বিস্তৃত সৃষ্টিজগৎ। সেই জগতে যেমন প্রেম ও প্রকৃতি আছে, তেমনি আছে নিঃসঙ্গতা, ক্ষমতা, সামাজিক বৈষম্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং মানুষের আত্মপরিচয়ের নানা জিজ্ঞাসা।

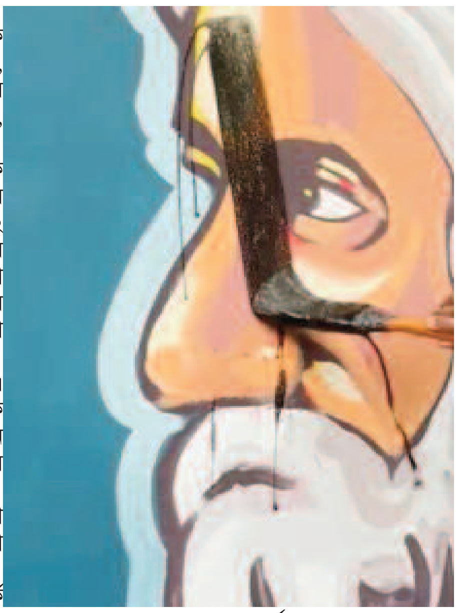

বাংলাদেশ ও বাঙালির জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক ও ঐতিহাসিক যোগসূত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি কেবল বাংলা সাহিত্যের অনন্য রূপকার নন–বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা'র রচয়িতা। আমাদের ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনা ও স্বাধিকার সংগ্রামের অন্যতম প্রধান প্রেরণা ছিল তাঁর সাহিত্য ও দর্শন। সংকটে, সংগ্রামে, উৎসবে কিংবা ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনার মুহূর্তে বাঙালি প্রতিনিয়ত রবীন্দ্রনাথকে ধারণ করে। এই গভীর আত্মিক উপস্থিতি কোনো সাময়িক রাজনৈতিক উত্তেজনায় মুছে যাওয়ার নয়।

তাঁর রচনা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। তাঁর চিন্তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ইতিহাসের নির্দিষ্ট পর্বে তাঁর অবস্থান, সমাজ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা তাঁর সাহিত্যিক উত্তরাধিকারের রাজনৈতিক ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। কোনো লেখককে সম্মান করার অর্থ তাঁর প্রতিটি বক্তব্য মেনে নেওয়া নয়। বরং তাঁকে যথাযথভাবে পড়তে হলে প্রশ্ন করার স্বাধীনতাও প্রয়োজন।

কিন্তু সমালোচনা আর মুছে ফেলার চেষ্টা এক বিষয় নয়। সমালোচক যুক্তি দেন, প্রমাণ হাজির করেন, বিকল্প ব্যাখ্যা নির্মাণ করেন। প্রতীকের ওপর আঘাতের মাধ্যমে বিরোধিতা দৃশ্যমান হতে পারে, কিন্তু তাতে মতভেদের কারণ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়ে না।

একটি দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের মুখ মুছে ফেলা সম্ভব। কিন্তু তাঁর রচনার সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক মুছে ফেলা যায় না কোনো একক আঘাতে। সেই সম্পর্ক টিকে থাকে পাঠে, স্মৃতিতে, গানে, প্রশ্নে এবং নতুন প্রজন্মের পুনর্ব্যাখ্যায়।

### প্রতিবাদের অধিকার, প্রতিবাদের দায়

ঘটনাটির সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে ভারতীয় আধিপত্যের প্রতিবাদের কথা বলা হয়েছিল বলে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো দেশের রাজনৈতিক প্রভাব, আধিপত্যের অভিযোগ কিংবা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার অবশ্যই রয়েছে। রাষ্ট্রের নীতি, সীমান্তের বাস্তবতা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক কিংবা সাংস্কৃতিক প্রভাব–কোনো বিষয়ই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

কিন্তু এখানে একটি চরম বৈপরীত্য ও অজ্ঞতার চিত্র ফুটে ওঠে। কোনো রাষ্ট্রের নীতির বিরোধিতা এবং একজন সাহিত্যিকের প্রতিকৃতিকে সেই রাষ্ট্রের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা এক কথা নয়। ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে যেকোনো ধরণের উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের তীব্র সমালোচক ছিলেন। ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইটহুড' উপাধি বর্জন কিংবা তাঁর প্রসিদ্ধ 'ন্যাশনালিজম' (ঘধঃরড়হধষরংস) প্রবন্ধে রাষ্ট্রের অন্ধ ক্ষমতাচর্চার বিরোধিতা–**-বাকী অংশ ২৯ পাতায়**

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

## মুক্ত ভাবনা

# চেতনায় দুর্গোৎসব

### যতীন সরকার

'বাঙালি সংস্কৃতিতে উৎসবের নানা মাত্রিক তাৎপর্য রয়েছে। কোনো কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানও রূপ নিয়েছে উৎসবে। দুর্গোৎসব তেমনই। দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুর অন্যতম ধর্মীয় কৃত্য। বাঙালির ধর্মকেন্দ্রিক সংস্কৃতিরও মর্মমূলে নিহিত আছে ধর্মনিরপেক্ষ অন্তঃসার, তার ধর্মীয় উৎসবও সর্বজনীনতার সম্পদে সমৃদ্ধ এবং সদা গতিশীল ও অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদী। সাম্প্রদায়িক মানস প্রতিবন্ধে আক্রান্ত সমালোচকরা যাই বলুন, সুস্থ বাঙালি সংস্কৃতি সাধকদের কেউই সাম্প্রদায়িক হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ বা মুসলমান নন; তারা কেবলই মানুষ। বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক ভাবনা আমাদের জীবনে কখনও কখনও বড় ক্ষতির কারণ হয়েছে বটে কিন্তু প্রগতিমনা মানুষদের যূথবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর কারণে এর নিরসনও ঘটানো গেছে।

দিনে দিনে এই উৎসবে যুক্ত হচ্ছে আধুনিক মাত্রা। বিগত পাঁচ দশকে বাঙালির সমাজজীবনে ভাঙা-গড়ার সঙ্গে তাল রেখে দুর্গোৎসবের দৃষ্টিভঙ্গি ও এর বহিরঙ্গীয় বিন্যাসে কত যে চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটেছে এবং এসবের সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য যে কত গভীর তা পর্যালোচানার অবশ্যই বড় বিষয়। দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ সূত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন ও নজরুল বাংলার এই তিন কবি-সাহিত্যিক কিংবা বলা ভালো, দিকপালের ভাবনার কথা স্মরণ করতে চাই। ধর্ম সাম্প্রদায়িক বিচারে তারা কেউই সনাতন ধর্মাবলম্বী নন। একজন খ্রিষ্টান, একজন ব্রাহ্ম, একজন মুসলমান। তাদের 'অহিন্দু' পরিচয়ে অনেক সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাহিত্য-সমালোচক খুবই

আনন্দিত হয়েছেন। কিন্তু এই তিনজনকেই তাদের সৃষ্টি রচনা বড় মানুষ হিসেবে, অনন্য মানুষ হিসেবে, অসাম্প্রদায়িক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মধুসূদনের 'আশ্বিন মাস' ও 'বিজয়া-দশমী' দুর্গোৎসব স্মৃতি নিয়ে রচিত। এই স্মৃতি কোনো ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে ধারণ করেনি, সাংস্কৃতিক সর্বজনীনতাকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। 'খ্রিষ্টান' মধুসূদনের মতো 'ব্রাহ্ম' রবীন্দ্রনাথও একই পথের পথিক।

শরৎকালের বাংলায় রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন 'আনন্দময়ীর আগমনে, আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।' একই সঙ্গে তিনি এও দেখেছেন, 'ওই ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে কাঙালিনী মেয়ে'। পূজার দিনের প্রত্যুষে উৎসবের হাসি-কোলাহল শুনতে পেয়ে নিজের নিরানন্দ ঘর ছেড়ে কাঙালিনী মেয়েটি ছিন্ন মলিন বসন পরে ধনীর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। চারদিকের ঐশ্বর্যরাশির মধ্যে এই হলো বড় অসংগতি। রবীন্দ্রনাথ এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি/ জননীরা আয় তোরা সব,/ মাতৃহারা মা যদি না পায়/ তবে আজ কিসের উৎসব! ... তবে মিছে সহাকার-শাখা/ তবে মিছে মঙ্গল কলস।'

মাতৃপূজার অনুষ্ঠান যদি মায়ের সন্তানদের প্রতি সক্রিয় স্নেহমমতার উদ্বোধন ঘটাতে না পারে, তবে তা নিতান্তই জড়ো আনুষ্ঠানিকতা হয়ে থাকবে। স্মরণ করি কবি নজরুলকে। কবি নজরুল ইসলাম সর্বজনীনতার আরও সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন মুসলমানত্বের কোনো ব্যত্যয় না ঘটিয়েই। তিনি বাঙালিত্বকে সমগ্র সত্তায় ধারণ করেছেন। বাঙালির দুর্গোৎসবে দেশের সংকটকালে দুর্গাদেবীকে কবি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনুযোগ জানান- 'আর কতকাল থাকবি, বেটী মাটির ঢেলা মূর্তি আড়াল?/ স্বর্ণ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।' তৎকালীন শাসকরা বুঝেছিল তার এই উচ্চারণের সমার্থ। আর এর জন্যই রাজদ্রোহের অভিযোগে কবিকে দেওয়া হয় কারাদণ্ড। নজরুলের এই কবিতা ও এর জন্য তার দণ্ডলাভ বাঙালির দুর্গোৎসবে আরও একটি নতুন মাত্রায় যোগ করল। পৌরাণিক কাহিনির রাম-রাবণের যুদ্ধের নতুন এক তাৎপর্যও তিনিই তুলে ধরেন। তার মতো 'সীতা' হচ্ছে শস্য, আর 'রাবণ' হচ্ছে সেই লোভী ধনিক যে কৃষকের উৎপাদিত শস্য হরণ করে নিয়ে যায়। আর 'রাম' হচ্ছেন কৃষকনেতা যিনি অত্যাচারী ও শোষক 'রাবণ'কে উৎখাত করার শক্তিলাভের বাসনাতেই অকালবোধনে মহাশক্তি দুর্গাদেবীর পূজা করেন। রামায়ণের অন্তর্গত বিভিন্ন আখ্যান ও বর্ণিত চরিত্রের যে তাৎপর্য নজরুল উদ্ঘাটন করেছেন, তেমনটি তার আগে কারোর চিন্তাতেই আসেনি।

রামচন্দ্র যে দুর্গাদেবীর পূজা করেছিলেন; এর মর্মার্থ আমরা ক'জন মনে রেখেছি, ধারণ করেছি? দুর্গাপূজা মানেই হচ্ছে নিজের ভেতর সেই শক্তির সঞ্চার ঘটানো, যে শক্তি দিয়ে সব অপশক্তি প্রতিহত ও নির্মূল করা যায়। এ কালের রাবণদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দায়িত্ব বর্তেছে আমাদের ওপর, প্রজন্মের ওপর- এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। দুর্গোৎসবের সর্বজনীন ও বৈপ্লবিক তাৎপর্য অনুধাবন করে এই উৎসবকে যথার্থ সার্থক করে তোলা সম্ভব। সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎ-পাটনে যূথবদ্ধ প্রয়াস অব্যাহত রাখতেই হবে। দুর্গোৎসবের চেতনা ধারণ করে আমরা সেই শিক্ষাই লালন করব। সবার কল্যাণে সবাই থাকব নিবেদিত।

শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক

**পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।**

**সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!**

# শক্তিস্বরূপিনী মায়ের সন্তান

### স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

বস্তুত, হৃদয়ই হচ্ছে মায়ের স্থান। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, হৃদয় তাঁর 'ডঙ্কামারা' ভূমি। তাই তো হৃদয়কে বলা হয় হৃদয়মন্দির। আমরা যে মায়ের মূর্তি গড়ি, মূর্তিকে মন্দিরে স্থাপন করে পূজা করি, সে মূর্তি কিন্তু আমাদের হৃদয়েই আছেন। বাইরের মন্দিরে মায়ের পূজা আসলে হৃদয়মন্দিরে মায়ের পূজার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বিজয়া দশমীর দিন যে প্রথমে দর্পণ-বিসর্জন করা হয় তার মধ্যেও এই তত্ত্বটি নিহিত। যে দর্পণের মধ্যে মায়ের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হচ্ছিল, সেই দর্পণটি হলো হৃদয়ের প্রতীক। মা সেখান থেকেই এসেছিলেন। জলপূর্ণ আধারে দর্পণ-বিসর্জনের দ্বারা মা যেন আবার সেই হৃদয়েই প্রত্যাবর্তন করলেন। বৃহন্নন্দিকেশ্বর, দেবী এবং কালিকা পুরাণে যে দুর্গাপূজার পদ্ধতি আছে তাদের প্রতিটিতে বিজয়া দশমীর পূজার দর্পণ-বিসর্জন মন্ত্রে বলা হচ্ছে- ''গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবী চণ্ডিকে' অর্থাৎ হে দেবী চণ্ডিকে, তুমি তোমার পরম আবাসস্থলে, তোমার স্বস্থানে গমন কর। সুতরাং দর্পণ-বিসর্জনের দ্বারা বোঝানো হলো মা যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই ফিরে গেলেন। দর্পণ-বিসর্জনের পর সন্ধ্যায় নদী বা জলাশয়ে প্রতিমা-বিসর্জন ওই এক তত্ত্বেরই অধিকতর স্থূল রূপ।

এর পরেও কথা থেকে যায়। মা যদি আমার হৃদয়ে সতত অধিষ্ঠান করেন তা হলে আমি কি এমন কিছু করতে পারি অন্যায়, অশুভ, যা অকল্যাণপ্রদ? না, তা তো পারি না। মা সর্বশক্তির মূল, তিনি স্বয়ং শক্তিস্বরূপিণী। আমার অন্তরেই যখন সেই মায়ের নিত্য উপস্থিতি তখন আমি কী করে শক্তিহীন হতে পারি, কী করে দুর্বল হতে পারি? না, তা পারি না। যা আমাকে অন্যায়ের পথে নিয়ে যায়, অশুভের পথে নিয়ে যায়, অকল্যাণের পথে নিয়ে যায় সেই বৃত্তির সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে এবং তাকে সমূলে নাশ করতে হবে। এই সংগ্রামের শক্তি এবং পরিশেষে বিজয়ের শক্তি আমরা আমাদের ভেতর থেকেই পাব। আমাদের অন্তরনিবাসিনী মায়ের কাছ থেকেই আমরা সেই শক্তি পাব। মায়ের পূজা আসলে আমাদের সেই অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনের প্রতীকি প্রক্রিয়া। আমাদের অন্তরে যিনি চৈতন্যরূপে অধিষ্ঠান করছেন, যাঁকে বেদান্ত ব্রহ্ম বলে আখ্যাত করেন, তাঁরই আর এক নাম 'মা'। শাস্ত্রের পরিভাষায় তিনি হলেন আদ্যাশক্তি। শুধু নাম-ভেদ, বস্তু একই। বেদান্ত যে মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের জাগরণের কথা বলেন তা এই আদ্যাশক্তিরও জাগরণ। কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতো এই শক্তিকে সঙ্গে নিয়েই আমরা জন্মগ্রহণ করি। তাই তাকে আহরণ বা অর্জন করার কোনো ব্যাপার নেই, যা আছে তা শুধু বিকাশের ব্যাপার, অভিব্যক্তির ব্যাপার।

দেবীর পূজায় সেই প্রতীকি তাৎপর্যটিই নিহিত। মানুষের অন্তরস্থ শুভশক্তিই দেবী এবং অশুভশক্তিই মহিষাসুর। শুভশক্তির জাগরণের মাধ্যমে অশুভশক্তির বিনাশ। কথিত আছে, পুরাকালে রামচন্দ্র রাবণকে বধ করার জন্য দেবীর আরাধনা করেছিলেন এবং দেবীর বরে রাবণকে বধ করেছিলেন। রাবণকে বধ করার জন্য রামের প্রয়োজন হয়েছিল দেবীর আরাধনার অর্থাৎ দেবীর প্রসন্নতার। অর্থাৎ, অন্তরে দেবীর জাগরণের। সেই জাগরণেই সর্বসিদ্ধি। রাম ও রাবণ প্রতীক। প্রতীক শুভচেতনা-সমন্বিত মানুষের এবং অশুভচেতনাচ্ছন্ন মানুষের। শুভচেতনা-সমন্বিত মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে পরিবার, সমাজ ও দেশের সমৃদ্ধি। অশুভচেতনাচ্ছন্ন মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধিতে পরিবার, সমাজ ও দেশ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। দেবীর পূজায় সেই বার্তাই উন্মেষিত। কালিকাপুরাণে দেখি- 'নিহতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ সুরৈঃ।/বিশেষপূজাং দুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ।।/ততঃ সম্প্রেষিতা দেবী দশম্যাং শার্বরোৎসবৈঃ।।.../ইতি বৃত্তং পুরাকল্পে মনোঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।/প্রাদুর্ভূতা দশভুজা দেবী দেবহিতায় বৈ।।/নৃণাং ত্রেতাযুগস্যাদৌ জগতাং হিতকাম্যয়া।/পুরাকল্পে যথা বৃত্তং প্রতিকল্পং তথা তথা।।/প্রবর্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ-**বাকী অংশ ২৯ পাতায়**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# প্রসঙ্গ : পূর্তির ফুর্তি

## হানিফ সংকেত

কথায় আছে, মাথায় করেছে ভর-যা খুশি তাই কর। আজকাল অনেকেই ঢাকঢোল বাজিয়ে, টেবিলে কেক সাজিয়ে বেশ ফুর্তির সঙ্গে পালন করেন বিচিত্র চিত্রের পূর্তির অনুষ্ঠান। যা বর্ষপূর্তি, পর্বপূর্তি, ভিউপূর্তি ইত্যাদি নানা নামের পূর্তিতে থাকে ভর্তি। পণ্যের বিজ্ঞাপন বা অন্যের বিজ্ঞাপন নয়, নিজ চ্যানেলের অনুষ্ঠানকে এখানে পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ প্রচারেই নাকি এদের প্রসার। তবে প্রসার যতই অসার হোক, মানুষকে প্রেসার দিয়ে চ্যানেলের কিছু কর্মী ও চ্যানেলের অধীন কিছু শিল্পী নিয়ে এসব পূর্তি অনুষ্ঠান করা হয়। সঙ্গে থাকে সুশীলবার্তা। বলা হয়, এসব পূর্তি অনুষ্ঠানের কেকের ওজনের ওপর চ্যানেলের ওজন নির্ভর করে। তাই কেকের সাইজটা বড় থাকে। আর কেক কাটার ছুরিটা নাকি একটু লম্বা এবং শক্ত হতে হয়, কারণ উপস্থিত সুধীবৃন্দ ওই হ্যান্ডেল ধরে টানাহেঁচড়া করতে থাকেন। যাতে ছুরির যেকোনো অংশে তার একটু ছোঁয়া থাকে। কারণ এসব অনুষ্ঠানের ছুরির হ্যান্ডেল ধরতে পারাটাও নাকি বিশেষ মর্যাদার। দড়ি টানাটানির মতো এ ছুরি টান-াটানির দৃশ্যও বেশ উপভোগ্য।

ইদানীং শুধু পূর্তির মধ্যেই এদের ফুর্তি সীমাবদ্ধ থাকে না, কয়েক বছর বয়স হলে অনেকে এটাকে উৎসব হিসেবে ঘোষণা করে। সেই উৎসব আবার কয়েক দিনব্যাপী পালন করে। যেহেতু নিজেদের চ্যানেল আছে তাই জাতীয় সংবাদে (ঘধঃরড়হধষ ঘবিং) পূর্তির খবর মহাসমারোহে প্রচার করে। যদিও অনেক দর্শকই এই পূর্তি পালনের অনুষ্ঠান বা উৎসব দেখেনও না, নামও জানেন না।

তাই এসব ক্ষেত্রে প্রচারে প্রসার নয় বরং এসব অনুষ্ঠানের প্রেসারে দর্শক বিরক্ত হয়। আর প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এসব পূর্তি অনুষ্ঠান এবং উৎসব-কনটেন্টের দেউলিয়াত্বও প্রকাশ করে। টেলিভিশনের পর্দায় এসব বর্ষপূর্তি, দশকপূর্তির জমকালো আয়োজন এবং তার অপ্রয়োজন সংবাদ প্রচারের ধরন দেখে হঠাৎ মনে হতে পারে আমাদের টেলিভিশন শিল্প বোধ হয় এক স্বর্ণযুগ পার করেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ঝলমলে আলোকসজ্জা ও ওজনদার কেক কাটার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কঠিন সত্য হচ্ছে-অনুষ্ঠানের মান সংকট।

বিশ্বের উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন-বিবিসি, সিএনএন, আলজাজিরা, সিবিএস কিংবা এনএইচকের মতো আন্তর্জাতিক চ্যানেলগুলো নিজেদের কাজের মান, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এবং উদ্ভাবনী কনটেন্ট দিয়ে দর্শক মন জয় করে। কোনো চ্যানেল বছর ঘুরে প্রতিষ্ঠিত হলেই দিনব্যাপী কেক কাটা, লাইভ সেলিব্রেশন সাজিয়ে, সুশীলদের কৃত্রিম অভিব্যক্তি ও শুভেচ্ছাবার্তায় চ্যানেল মালিকের মন ভরিয়ে দেয় না। অর্থাৎ বৈশ্বিক সম্প্রচার জগতে এসব দৃশ্য দেখা যায় না। দুই-একটি ক্ষেত্রে কোনো মানসম্মত তথ্যচিত্র কিংবা চমৎকার কোনো কাজের স্মারক প্রকাশ করে।

আর আমাদের দেশে উল্টো-শুরু হয়েছে নানারকম পূর্তি উৎসবের প্রতিযোগিতা। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী তো আছেই তার সঙ্গে শুরু হয়েছে কোনো অনুষ্ঠান বা সিরিয়ালের শততম পর্ব, পাঁচ বছরপূর্তি, দশকপূর্তি, বিশ বছরপূর্তি, এমনকি মিলিয়ন ভিউপূর্তির অজুহাতে এলাহি সব হাস্যকর কা । এসব উৎসব আয়োজন দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় সার্কাস দেখছি। শুধু চ্যানেলই নয়, ইদানীং ইউটিউব, টিকটক, ফেসবুকেরও বিভিন্ন মেয়াদ, সাবস্ক্রাইবার, ভিউ, ভাইরাল নিয়েও নানা নামের নানা অনুষ্ঠান হয়। এর ফলে যে ধারা শুরু হয়েছে, তা গণমাধ্যমের সুস্থ সংস্কৃতির জন্য আশঙ্কাজনক। সবকিছুতেই দেখা যায় কৃত্রিম প্রচারণা।

বিশেষ করে এসব বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছাবার্তা দিতে গিয়ে সুশীলরা চ্যানেল বা কনটেন্টের রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা অতীতের ভূমিকা বিশ্লেষণ না করেই রিপোর্টারের এগিয়ে দেওয়া মাইক্রোফোনে গড়গড় করে বলে যেতে থাকেন-'এমন চ্যানেল কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল চ্যানেলের সেরা চ্যানেল...'-গৎবাঁধা এসব কথায় শুধু যার যার চ্যানেলের নাম বসিয়ে দিলেই হয়। আলাদা করে নাম বলার দরকার নেই। এ-জাতীয় রাজনীতিবিদ ও সুশীলদের লক্ষ্য থাকে একটাই-উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা। কারণ কখনো শোনা যায়নি যাদের বার্তা নেওয়া হয় তারা চ্যানেলে বার্তা দিতে গিয়ে সমালোচনা করেছেন; বরং প্রশংসা করতে গিয়ে নতুন নতুন প্রশংসাসূচক শব্দ প্রয়োগ করেছে। যেমন দেশের সংস্কৃতি তুলে ধরা, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারে তাদের জুড়ি নেই। মজার ব্যাপার হলো, যারা এসব শুভেচ্ছা বা ভালোবাসার বার্তা দেয়, তারা নিজেরাও চ্যানেলটি বা চ্যানেলের কোনো অনুষ্ঠান নিয়মিত দেখেন বলে মনে হয় না।

প্রসঙ্গ : পূর্তির ফুর্তিএকটি প্রচলিত ইংরেজি বাক্য আছে-'পাবলিক মেমোরি ইজ ভেরি শর্ট'। মানুষ দ্রুত সবকিছু ভুলে যায়, কিন্তু নীতিনির্ধারকদের সবকিছু ভোলা ঠিক নয়। যেকোনো দ্বৈত চরিত্রের মানুষই শুধু মিডিয়া নয়, দেশের জন্যও ক্ষতিকর।

একটি মূলধারার টিভি চ্যানেলের মূল কাজ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এবং মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা। কারণ চ্যানেলটির সাফল্য নির্ভর করে দর্শকদের আস্থা ও ভালোবাসার ওপর। ওজনদার কেক এবং তা কাটার জন্য ছুরির হ্যান্ডেল ধরার প্রতিযোগিতা সম্মানজনক নয়। এদের উচিত আত্মপ্রশংসা না করে আত্মসমালোচনা করা। মনে রাখতে হবে, বিশ্বগণমাধ্যমে এই কেক সংস্কৃতি নাই, বাংলাদেশ টেলিভিশনেও ছিল না। তবে মাঝে মাঝে কিছু কিছু চ্যানেল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গত কয়েক বছর তারাও এই সস্তা সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

মনে রাখতে হবে, আত্মপ্রচারের এই ঝলমলে আলো একদিন নিভে যাবে, তখন দর্শকের হারিয়ে যাওয়া আস্থা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। অনুষ্ঠানের বর্ষপূর্তি বা দশকপূর্তির ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। নিজেদের অনুষ্ঠান নিয়ে নিজেরা আত্মতুষ্টিতে মেতে না উঠে দেখতে হবে পূর্তি উৎসব পালন করা ওই সব অনুষ্ঠান কজন দর্শক দেখেছে কিংবা ওই অনুষ্ঠানটির নামই বা কজন দর্শক জানে। অর্থবল ও জনসংযোগে বলীয়ান হলে চিত্তানন্দে অনেক কিছুই করা যায়। কিন্তু দর্শকদের চিত্তে নাড়া দেওয়া যায় না।

আজকাল চ্যানেলগুলোতে রিয়ালটি শো আর ক্লিপ কাটিং সংবাদের ভিড়ে দর্শক ক্লান্ত। রুচিশীল ও বিষয়ভিত্তিক অনুষ্ঠানের বড়ই অভাব। বেশির ভাগ নাটকই কমেডিনির্ভর, টক শোগুলো উত্তেজনায় ভরপুর, বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক নেই, আছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ঝগড়া, চিৎকার আর রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়িতে একে অন্যকে ঘায়েল করার প্রতিযোগিতা।

নিউজের ক্ষেত্রেও ব্রেকিং নিউজের নামে অহেতুক সেনসেশন তৈরি করা হচ্ছে। ডিজিটাল মাধ্যম ও ওটিটি (ঙঞঞ) প্ল্যাটফর্মের এ যুগে দর্শক কিন্তু বোকা নন। কারণ এখন দর্শক বিশ্বমানের কনটেন্ট দেখতে অভ্যস্ত। ফলে এসব চ্যানেল যখন মানের দিকে না তাকিয়ে খোলস সাজাতে ব্যস্ত, দর্শক তখন রিমোটের বোতাম টিপে পাড়ি দেন অন্য প্ল্যাটফর্মে।

চ্যানেল মালিক ও নীতিনির্ধারকদের এটি উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে একটি টেলিভিশনের আসল পরিচয় বা সাফল্য নির্ধারিত হয় তার অনুষ্ঠান বা কনটেন্ট দিয়ে। ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে কেক কাটার মাধ্যমে নয়। মনে রাখতে হবে, দর্শকরা ফাঁপা অনুষ্ঠানে আকৃষ্ট হয় না, তারা চায় মানসম্মত কনটেন্ট। তারা চায় অনুষ্ঠান দেখার জন্য নির্ধারিত সময়টুকু উপভোগ্য হোক। শিল্প বা বিনোদনমাধ্যমের মূলশক্তি হলো দর্শকের ভালোবাসা ও আত্মিক গ্রহণযোগ্যতা, প্রচারণার ঢোল পিটিয়ে তৈরি করা কৃত্রিম সাফল্য নয়।

গণমাধ্যমের এ বহুরূপিতা ও চরিত্র বদল রাজনৈতিক ও সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় সুবিধাবাদ সাংবাদিকতা বা পাওয়ার জার্নালিজম হিসেবে পরিচিত। সরকার বদল হলেই কিছু কিছু মিডিয়ার খোলস পরিবর্তন হয়। গণমাধ্যমকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। নিরপেক্ষ থেকে সত্য প্রকাশ করবে, সঠিক তথ্য পৌঁছে দেবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, কিছু চ্যানেল সব আমলেই ক্ষমতার চাটুকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাদের কাজ জনস্বার্থ নয়, নিজের স্বার্থ রক্ষা ও এ টিভি ব্যবসা টিকিয়ে রাখা। তাই সংবাদ বা অনুসন্ধানী চমৎকার সব রিপোর্টের বদলে থাকে নানা ইভেন্টের আয়োজন। এর মধ্যে এই নানামুখী পূর্তি উৎসব উল্লেখযোগ্য।

এসব উৎসবে বিনে পয়সার কিছু সুশীলের প্রশংসাবাণী পাওয়া যায়। তাই সরকার বদলের পর যে সরকার আসে রাতারাতি এদের চেহারা বদলে যায়। গতকাল পর্যন্ত যাদের গুণগান গেয়েছে আজ তাদের সব অপকর্মের চশমা পরে সমালোচনা শুরু করেছে এবং নতুন সরকারের বন্দনায় মেতে উঠেছে। এই রং বদলানো গিরগিটি চরিত্র-মিডিয়ার বড় ট্র্যাজেডি। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য টিভির লাইসেন্স ও টিভিকে ব্যবহার করে ব্যবসা ও ক্ষমতার দাপট বলবৎ রাখা। স্বাধীন সাংবাদিকতার আইনি ও সামাজিক সুরক্ষার অভাবও গণমাধ্যমকে তোষামোদে বাধ্য করে। তবে তা যখন অতি উৎসাহী দালালি রূপ নেয়, তখন তা আর চাপা থাকে না। অভ্যাসে পরিণত হয়। যে কারণে খবরের সত্যতা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। ক্ষেত্র তৈরি হয় গুজব ও ভুয়া খবর ছড়ানোর। মিডিয়ার দ্বিচারিতা বা ক্ষমতার দালালির কারণে সেসব মিডিয়া হয়ে উঠে সরকারের পিআর এজেন্সি। ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও এ সুবিধাবাদী চক্রের চরিত্র বদলায় না। ফলে এসব চ্যানেলের করা উৎসব বা পূর্তি অনুষ্ঠান হাস্যকার হয়ে উঠে।

এসব পূর্তির ফুর্তি উদ্যাপন করতে গিয়ে সুশীলদের এবং সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের প্রশংসাবাণী এনে প্রচার করা হলেও তেমন কোনো লাভ হয় না। তাদের অতীত কর্মকা তারা ভুলে গেলেও দর্শকরা ভোলেনি। তাই এসব পূর্তি অনুষ্ঠানে যতই ফুর্তি করুক না কেন, তা শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। সময়ের পরিবর্তনে এরা আবারও চরিত্র পাল্টাবে, আবার অন্য কোনো দলীয় সুশীল কিংবা মন্ত্রীর শুভেচ্ছা নেবে। প্রতিবারের মতো পূর্তি উপলক্ষে বাণী ও শুভেচ্ছাবার্তা নেবে দলীয় সুশীল ও মন্ত্রীদের। এসব দেখে ছোটবেলায় মেলায় দেখা সার্কাসের কথা মনে পড়ে-

'আহার দেখো, বাহার দেখো,
কী চমৎকার খেলা দেখো!'

শুধু সময়ের অপেক্ষা; আবারও এদের দেখা যাবে নতুন রূপে, নতুন মেলায়, নতুন পূর্তির ফুর্তিতে!

লেখক : গণমাধ্যমব্যক্তিত্ব

# কিডন্যাপ

## ইশিতা দত্ত

এক জঙ্গলে একটি বড় গাছে দুইটি টিয়া ও একটি পায়রা বাস করত। প্রতিদিন পালা করে একজন এক একদিন করে বাজার করত এবং সবাই মিলে রান্না করে খেত। এভাবে চলতে চলতে একদিন

একটি কাক টিয়ার প্রতি নজর রাখা শুরু করল। এভাবে কাক প্রায় সময় টিয়ার প্রতি খারাপ নজরে রাখত। একদিন টিয়া পায়রাকে বলল, পায়রা তুমি আজকে বাজার করবেনা। তখন পায়রা বলল, ঠিক আছে আজকে আমি বাজার করব না। তখন টিয়া বাজার করতে গেল। এরপর কাক টিয়ার পিছু পিছু গেল। কাক তারপর টিয়ার সামনে চলে এল তখন কাকটি টিয়াকে কিডন্যাপ করল। কাক টিয়াকে আর একটি বড় জঙ্গলে নিয়ে গেল। ওই জঙ্গলে একটি বাঘ বাস করত। বাঘটি ভাল ছিল, কোনো অন্যায় করত না। সবার বিপদে বাঘ এগিয়ে আসত। কাক টিয়াকে কিডন্যাপ করে জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ায় বাঘ কাকের উপর রেগে গেল। কাক টিয়াকে কিডন্যাপ করায় বাঘ গর্জন করে এগিয়ে এল এবং কাককে ধরে ফেলল। এ সময় টিয়া উড়ে চলে গেল। তখন বাঘ কাককে ধরে খেয়ে ফেলল। টিয়া তার বাসায় উড়ে চলে গেল। টিয়া যখন বাসায় গেল তখন পায়রার সাথে দেখা হল। টিয়াকে দেখতে পেয়ে পায়রা খুব খুশি হল। তারা আবার এক সঙ্গে বসবাস করতে লাগল।

**শিক্ষার্থীঃ ১ম শ্রেণি,প্রতিষ্ঠানের নামঃ একেএইচ আবাসিক স্কুল,**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

# হুতির হামলা: সৌদিকে রক্ষায় মক্কা চুক্তি যখন প্রশ্নের মুখে

## মনসুর কায়সার

গত আগস্টে সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ক যখন ‘মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি’ স্বাক্ষর করেছিল, তখন আমাদের অনেকেই এটাকে স্রেফ মনোভাবের একটি ঘোষণা হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম। তবে মাত্র দুই মাসে পরিস্থিতি বদলে গেছে।

৫ অক্টোবর রিয়াদে তিন দেশের মন্ত্রী ও সামরিক কমান্ডারদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সম্মিলিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি সৌদি আরবে দ্রুত সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই বৈঠকে পাকিস্তানি অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল নোমান মাহমুদকে তিন বছরের জন্য এই জোটের প্রথম মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

এরপর এল বৃহস্পতিবার। রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুটি হুতি হামলা আঘাত হানে। একটি অবকাঠামোর ওপর, অন্যটি সাউদিয়া এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজে। এতে এক পাইলটসহ তিন সৌদি নাগরিক নিহত হন এবং বিভিন্ন দেশের বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন। বার্তাটি পরিষ্কার, রাজধানী রিয়াদ এখন তাদের হামলার নাগালের মধ্যেই রয়েছে।

আমার মতে, এই মুহূর্তেই জোটটিকে সেই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, যা তারা এত দিন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। এই চুক্তিটির কাঠামো ন্যাটোর ‘আর্টিকেল ৫’-এর আদলে তৈরি, অর্থাৎ কোনো এক সদস্যের ওপর হামলাকে সবার ওপর হামলা হিসেবে গণ্য করা হবে। তবু তিনটি দেশই একে স্রেফ একটি ‘আত্মরক্ষামূলক জোট’ হিসেবে দাবি করে আসছে।

### এটি কেবল ইয়েমেনকেন্দ্রিক বিষয় নয়

রয়টার্স এই উত্তেজনাকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যবর্তী বৃহত্তর দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত করে সংবাদ করেছে। হরমুজ প্রণালিতে ইরানি হামলায় নৌযান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় লোহিত সাগর ও বাব আল-মানদেব প্রণালির গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। এক মাস আগে হুতিরা ওই উপকূলীয় অঞ্চলে কিছুটা আগিয়ে আসে। জবাবে রিয়াদও সানাসহ বিভিন্ন স্থানে একের পর এক বিমান হামলা চালায়। আর সৌদি-সমর্থিত ইয়েমেন সরকারি বাহিনী একটি বড় ধরনের স্থল অভিযান শুরু করেছে, যার মূল লক্ষ্য হুতিদের দখলে থাকা সব এলাকা ফিরিয়ে আনা।

জোটের দাবি, তারা ৩২৪টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে এবং সরকারি বাহিনীকে আকাশপথে সুরক্ষা দিয়েছে। সুতরাং এই জোট যে রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করতে তড়িঘড়ি করে মাঠে নেমেছে, সেই রাষ্ট্রটি নিজেও কিন্তু পুরোদমে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এতে সৌদি আরবের অবস্থান বেআইনি হয়ে যায় না, কারণ তারা নিজেরাও কঠোর হামলার শিকার হচ্ছে। তবে এর অর্থ হলো- কেবল ‘আত্মরক্ষামূলক’ বলেই দায় সেরে ফেলা যাবে না; এটি বাস্তবেও প্রমাণ করতে হবে।

### ভাষা যেখানে অস্পষ্ট

সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী যুবরাজ খালিদ বিন সালমান বলেছেন, জোটের বিশেষ কমিটি এই হামলা এবং এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের ব্যবস্থা নেবে। এই ‘এর পেছনে দায়ী সবার বিরুদ্ধে’ কথাটি নিয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। এটি দিয়ে হুতিদের বোঝানো হতে পারে, আবার তাদের পেছনে থাকা মূল ইন্ধনদাতাদেরও বোঝানো হতে পারে। বিবৃতিতে কিন্তু বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়নি।

এ ক্ষেত্রে ইসলামাবাদ কিছুটা সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ জানিয়েছেন, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কেবল সহায়ক ভূমিকায় থাকবে এবং সৌদি সেনারা সরাসরি লড়াইয়ে অংশ নেবে। তিনি এই সহায়তাকে আকাশপথ পর্যবেক্ষণ ও গোয়েন্দা নজরদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর মতে, কোনো প্রকার উসকানি ছাড়া আক্রমণ বা ইয়েমেন থেকে সৌদি ভূখণ্ডে যুদ্ধের আঁচ এলেই কেবল এই চুক্তি কার্যকর হবে, যা একটি যুক্তিসংগত মানদণ্ড। ৯ অক্টোবর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখ-পাত্রও জোর দিয়ে বলেন, মিত্রবাহিনী ইয়েমেনের ভেতরে গিয়ে বা সেখান থেকে কোনো হামলা চালাবে না। এতে পাকিস্তানে বিমান হামলা-সংক্রান্ত যাবতীয় খবরকে তারা স্রেফ জল্পনা বলে উড়িয়ে দেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান বা তুরস্কের সৈন্যদের ইয়েমেনে সরাসরি যুদ্ধ করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে ‘সহায়তামূলক’ কথাটির পরিধি অনেক বড়, আর বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর এই নিয়ে অস্বস্তি তৈরি করছে। মিডল ইস্ট আই (রয়টার্সের বরাতে) জানিয়েছে যে পাকিস্তান চারটি বিমানে করে সৌদি-সমর্থিত ইয়েমেন সরকারের জন্য এডেনে অস্ত্র পাঠিয়েছে।

আমি এর কোনো অফিশিয়াল বা দাপ্তরিক সত্যতা খুঁজে পাইনি, তাই আপাতত একে অপ্রমাণিত খবর হিসেবেই ধরা যাক।

### ঠিক কত সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে?

সংবাদমাধ্যমে আসা সৈন্যসংখ্যার তথ্যগুলো সাংবাদিকদের থেকে পাওয়া, কোনো সরকারি সূত্রে নয়।

# ইউরোপজুড়ে চলছে যুদ্ধের প্রস্তুতি

## জন রিস

সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপজুড়ে চলছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। এটিই এখন বাস্তবতা।

সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে পোল্যান্ড নতুন করে সতর্কবার্তা দিয়েছে, জার্মানি জাতীয় সতর্কব্যবস্থা চালু করেছে, বাল্টিক সাগরে সামরিক মহড়া উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। হামলা হলে ভিলনিয়াসে বাসিন্দাদের কিভাবে সরিয়ে নেওয়া হবে, সেই পরিকল্পনাও প্রকাশ করেছে লিথুয়ানিয়া। ফিনল্যান্ড সরকার যুদ্ধের আশঙ্কায় বেশ তৎপর হয়েছে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ গত ১৮ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে দলের নেতা ও প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক করেন।

সেখানে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রধানরা বিশ্বপরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। অন্যদিকে ন্যাটো ও রাশিয়ার চলমান উত্তেজনা আরো বাড়ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাইবার হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং ড্রোন হামলার বিষয়ে কর্মকর্তারা খোলামেলা আলোচনা করেছেন।

ইউরোপজুড়ে যুদ্ধের তৎপরতা দেখা গেলেও সাধারণ শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ ‘যুদ্ধের উন্মাদনা’ মেনে নিতে পারছে না।

গত ১ জুলাই স্পেনে এয়ারবাসের হাজার হাজার শ্রমিক কম্পানির বেতন ও শর্তাবলী সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ধর্মঘট শুরু করেন। শ্রমিক সংগঠনগুলোর নেতারা জানিয়েছেন, এই কর্মবিরতির ফলে সামরিক ও বেসামরিক বিমান উৎপাদন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। প্রতিষ্ঠানটির জন্য নির্ধারিত সময়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা কঠিন হবে। প্রসঙ্গত, স্পেনে এয়ারবাসের আটটি কেন্দ্রে সামরিক পরিবহন বিমান এবং বাণিজ্যিক উড়োজাহাজ ও কৃত্রিম উপগ্রহের (স্যাটেলাইট) যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। এই প্রেক্ষাপটে ‘ডিফেন্স ম্যাটার্স’ জানিয়েছে, এই শিল্প চাপ শুধু বাণিজ্যিক বিমান চলাচলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।

সামরিক পরিবহন এবং কৃত্রিম উপগ্রহের কার্যক্রমসহ এয়ারবাস ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেসের জন্য স্পেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপের সরকারগুলো যখন উৎপাদন বাড়াতে বলছে, ঠিক তখনই কম্পানিগুলো প্রকৌশলী, টেকনিশিয়ান ও উৎপাদন শ্রমিকদের ধরে রাখতে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। শিল্পমন্ত্রী জর্ডি হিউরেউয়ের মধ্যস্থতা এবং এয়ারবাসের কিছু ছাড়ের পর ১০ সেপ্টেম্বর শ্রমিকরা সাময়িকভাবে কর্মবিরতি স্থগিত করেন, তবে আন্দোলন বন্ধ করেননি। এর দুই দিন পর চাপ বজায় রাখতে স্পেনজুড়ে এয়ারবাসের বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রায় আট হাজার শ্রমিক মাদ্রিদে বিক্ষোভ মিছিল করেন। ১ অক্টোবরের ভোটে ৭৭ শতাংশ শ্রমিক একটি উন্নততর প্রস্তাবের পক্ষে রায় দেন। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতার ক্ষতিপূরণ, মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেতন বৃদ্ধি এবং রিমোট-ওয়ার্কিং সুবিধা সুরক্ষার আশ্বাস দেওয়া হয়, যা মাসের পর মাস আন্দোলনের মাধ্যমে কম্পানিকে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে।

এদিকে গাজা যুদ্ধের প্রতিবাদে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর চলমান গণহত্যা অবিলম্বে বন্ধের দাবিতে অন্তত ছয়টি দেশের ডক শ্রমিকদের ইউনিয়ন আগামী ৩০ অক্টোবর একটি আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস ও ধর্মঘটের পরিকল্পনা করছে। এর আগে চলতি বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি একটি সমন্বিত আন্দোলনের মাধ্যমে ইসরায়েলগামী অস্ত্র চালান বন্ধ করতে ভূমধ্যসাগরীয় ও ইউরোপের ২০টিরও বেশি বন্দরে পণ্য ওঠানামা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

# সাহিত্য

## সৌন্দর্যের প্রতি অবহেলা
### সুস্নাত বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরসুন্দর প্রকৃতির কাছে অবহেলা তুই প্রিয়া!!!
তোরও রূপ যায় ওর চোখে হয়ে ম্লান।
দেহআত্মার মহাকাশ হতে রসধারা দরদিয়া,
সবই ঢেলে দাও তবু ওরই মধু পান।

করে তৃষ্ণায় অনিমেষ মোহে অধরের ত্রাহি নেশা,
জয়উল্লাস গায় পরমাদে ঘোর।
কোটি জন্মের মরণের মহাসাধনার স্মৃতি মেশা,
স্মরণের পর তোর বাঁধে বাহুডোর।

তবু ঝঞ্ঝার কালো মেঘমুখে ফুটে ওঠে তোর দেহ,
তবু ফাগুনের কামনাতে তোরই রস।
ঝরে বর্ষার সুধাবারি সাথে শিশুসম ঘুমস্নেহ,
করে প্রকৃতির বুকে ভিজে ধরা বশ।

বাঁচে সত্যের পথে হীনরূপে তোর সুন্দর হিয়া,
প্রকৃতির রূপ তোর রূপে চিরযশ।

## গীতিকাব্য
### শিহাব সরকার

ঘড়ির কাঁটা খুলে পড়েছে কাল
আজ সৈকতে যাব, নিশ্চিত প্রবাল
আছে চারদিকে ছড়ানো
খুঁজে যাব অন্ধকারে
আলোতে খুব দ্বন্দ্ব-কলহ বাড়ে।
মাথার ভিতরে অরণ্য-পাহাড়ের গীত
ছুটি মঞ্জুর, বোঝে না এখনি চূড়ান্ত শীত
নেমে যাবে; ছিন্ন করোনি টেলিফোন তার?
ছেঁড়ো জাল, ভুলে যাওয়া চাই বিজলি জঙ্ঘার
দূরে মাদলের শব্দ দিনরাত, যারা বোঝে
ছুটেছে শ্বেতপদ্মের খোঁজে।
ভালোবাসা ফিরে এলে পথগুলো থইথই
ঝালরে-নকশায় ভেসে যায় কত গন্দোলা
চারদিকে চর্যাকান্না, যুবক ভুলেছে হইচই
ভোর থেকে শুরু বজ্র-বিদ্যুতে মনদোলা।
ঘাট থেকে সিঁড়ি বেয়ে ঢলানির দরজা
ভিতরে ঘুঙুর, শিউলির ঘ্রাণ আসে
হীরা পান্না হবে, তুমি আজ ধরো যা
লণ্ঠনে চিনিনি, ঘোমটা খসেছে প্রাতরাশে।
এটা খারাপ পাড়া, নেচে নেচে ক্লান্ত নারী।
শহরের ভিতরে গুপ্ত শহরে
যেতে চেয়েছি কতবার, ছেড়েছি বাড়ি
নৌকা বেয়ে যাই, ছাইপাঁশ গিলি নীল নহরে।
আশপাশে ঘোরে অশরীরী, তারা না করে
নর্তকীর ভিতরে সাঁতরাই অথই সাগরে।

## সে আর আসে না
### নির্মলেন্দু গুণ

আদরকাতর দেহ কাঁপিতেছে
যেন ফলবতী বেতসের লতা।
কখন আসবে তার পরমপুরুষ
কখন সে আলিঙ্গনে
হবে সমর্পিতা।
দিন যায় রাত আসে, রাত যায়...,
শ্লথ হয়ে আসে কটিবন্ধ...
বকুলের মালা সুগন্ধ ছড়ায়
ভোরের বাতাসে...
সে আর আসে না।

## প্রেমিক
### আমিনুল ইসলাম

গাঁয়ের ছেলে বলে আমিও দেখেছি মাথার ঘোমটা সরায়ে
টর্চ মারা কন্যা দেখার কাল; কিন্তু এ আমার শিকড় উল্টিয়ে
কী দেখবে বলো! আমি তো এক পাত্রেই পান করি জল ও
পানির অধর; সেও অভিন্ন চুমুকে; আর আমার কথা নিয়ে
একবার লাল একবার কালো মানে করার কি আছে যখন
আমি কোনো উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে অভ্যস্ত নই?
আমি বিদ্রোহী কবির মতো অভিন্ন–ঘরে বাইরে দিনে রাতে
তিন কালে; অতএব আমাকে ভালোবাসতেই পারো;
কী পাবে? আমাকে ভালোবেসে পাবে একখানা মাটির
উঠোন যেখানে লাইলি মজনু শিরি ফরহাদ চ–ীদাস
রজকিনীর পতাকা একসাথে ওড়ে রোজ মাথায় নিয়ে
অভিন্ন আকাশ যে দৃশ্যের প্রতারক নকল মাঝে মাঝে
ভাড়া খাটে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে; হ্যাঁ, আমার
বাগানটি বড় নয়; কিন্তু সন্ধ্যা এলে এখানেই হেসে ওঠে
মধুবালার গন্ধমাখা চাহারবাগের জোছনা ধোয়া আকাশ;

## দেবীর আগমনী গানে
### সোমা মুৎসুদ্দী

দেবীর আগমনী গানে জেগে উঠেছে ধরণী,
আকাশ, বাতাস আজ মুখরিত দেবীর জয়গানে।
মা, আসছেন শান্তি আর সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে
ফুল ও ফসলে শস্য ভান্ডারকে ভরিয়ে দিতে।
উৎসবমুখর পরিবেশে সাজবে সব মন্ডপ,
ভক্তবৃন্দ আবারও প্রণাম জানাবে দেবীর চরণে।
দেবী দশভুজা, যত অত্যাচার অনাচারের নেবেন প্রতিশোধ
সকলের মনের অসুরকে আজ করবে দমন
শান্তি ও মায়ার পরশে
দেবী আসছেন মমতাময়ীরূপে সুখের বার্তা নিয়ে।
দেবীকে বরণ করে নিতে আমরাও সেজেছি
লাল সাদা শাড়ি ও ও হাতে শিউলি ফুলের ডালা নিয়ে।

## মহিষাসুর
### সুশান্ত কুমার দে

রম্ভা সুরের এক ছেলে, নাম তার মহিষাসুর
তার মাগো, "বধ করতে এসো তুমি এতদূর?"
মহিষাসুর কী একাই অসুর, সর্বত্রই দ্যাখো,
কতো অসুর ভরপুর তাদের বাঁচিয়ে রাখো?"

'তুমি মাগো দশভুজা, কত তোমার বাহিনী
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তবু শুনি, সুরাসুরের কাহিনী।"
সব অসুরদের বিনাশ কর মা , চক্র, ত্রিশূলে
আমরা মাগো, বাঁচতে চাই, 'হিংসাদ্বেষ ভুলে।

কশ্যপ রাজার নাতিদের বেড়েছে বড্ড বাড়
দশ হস্তে অস্ত্রশস্ত্রে লড়াই করো মা, আবার?
কত অসুর জন্ম নিল, 'কশ্যপ রাজার ঘরে'
ব্রহ্মার বরপুত্র মহিষাসুর, কখনো সে মরে?"

এক মহিষাসুর বধ করে, মেটে না তোর ঝাল
লক্ষ অসুর জন্ম নিচ্ছে ,দেখেছো আজকাল?
সকল দেবতা একত্রিত হয়ে, অসুর কর লয়?
অসুর মুক্ত হলেই বিশ্ব, থাকবে না আর ভয়!

তুমি মা চণ্ডী মহামায়া, তুমি মহিষাসুরমর্দিনী
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি, 'তুমিই মা জগজ্জননী।
ধনধান্যে পুষ্প ভরাও- আমাদের এই ধরনী
তবুও অমঙ্গলের ছায়া ঢাকতে তুমি পারনি?

পাঁচ দিনের ছুটিতে মা, এসেছ বাপের বাড়ি?
আর ক'দিন থাকলে, দস্যুরা যেত দেশ ছাড়ি!
ঘোটকে চড়ে এসেছ মা, যাবে নৌকায় চড়ে?
ক্ষণিকের এ আনন্দধারা, অশ্রুতে যায় ভরে!

## মা দুর্গা
### মৃত্যুঞ্জয় দাশ শেখর

অসহায় সন্তানদের করো আশীর্বাদ,
পূর্ণ করো আছে যত অসাধ্য সাধ।
বিদায় বেলায় নিয়ে যেও দুঃখকষ্ট
হই না যেন কখনো মোরা দিকভ্রষ্ট।

জগৎ জননী মা দুর্গা দাও অভয়,
ভয়কে যেন সদা করতে পারি জয়।
তুমি দেখাও আলো মাগো, তুমিই মহা শক্তি,
তোমাকে প্রণমি মাগো, তুমিই করো বিপদমুক্তি।

## মায়ের আগমনে
### বিভাস গুহ

বর্ষা শেষে শরৎ আসে
ফোটে ধবল কাশ
মাঠে মাঠে চাষীরা দেয়
আমন ধানে চাষ।

জুঁই মালতী হাওয়ায় হাওয়ায়
দেয় ছড়িয়ে ঘ্রাণ
ফুলের গন্ধে যায় জুড়িয়ে
সবার মন ও প্রাণ।

বেজে ওঠে আলোর বেণু
সাজে বসুন্ধরা
ঋতুরাণী শরৎ যেন
রূপে মনোহরা।

ঢ্যাম কুড়াকুড় ঢ্যাম কুড়াকুড়
তাকধিনাধিন তাক
চারিদিকে যায় শোনা যায়
আগমনীর ঢাক।

মন্দিরে মন্দিরে বাজে
শঙ্খ কাঁসা ঘন্টা
দুর্গা মায়ের আগমনে
ফুরফুরে তাই মনটা।

## খেলাঘর সুখে
### সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

গুড় গুড় গুড় গুড়
মেঘ ডাকে মেঘ,
টিয়ে পাখি নাচে ধুম
গাছে অই দ্যাখ।
ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ ডাকে ব্যাঙ
খালে অই ডাকে,
রঙ তুলি নিয়ে বসে
খুকি ছবি আঁকে।
বৃষ্টি ঝরে টুপটাপ
মাঠে ভিজে চাষি,
ধান বুনে দিন গুনে
খুশি রাশি রাশি।
নূপুরের ছন্দ ঘরে
খেলাঘর সুখে,
ছোট্টমণি ভিড় করে
হাসি খুশি মুখে।
তাক ধিনা ধিন ধিন
মেঘ ঝর ঝর,
বর্ষা আসে ফর্সা কই?
জ্বর থর থর।

## শরতের কাব্য
### রাহেলা আক্তার

শরতের প্রভাতে আকাশটা লাগছে বেশ–
মেঘেদের গুড়ুম গুড়ুম খুনসুটিতে কাটছে রেশ।
তরুলতা আর বৃক্ষরাজি হেলেদুলে পড়ছে নুয়ে,
শরৎরাণী এসে আবার মনটা দিলো ছুঁয়ে।

ডাহুক আর পানকৌড়িরা ছুটছে নদীর বাঁকে,
বলাকারা সারি বেঁধে বসছে গাছের শাখে।
আকাশজুড়ে ঘুরে বেড়ায় সাদা মেঘের ভেলা,
গাছের ডালে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখ-পাখালির মেলা।

কখনো দুধশাদা মেঘ, কখনো কালো মেঘের ভেলা
রোদ-বৃষ্টির খেলার ছলে কাটে সারাবেলা।
শারদ পূজায় ঢোলের তালে ঢাকি নাচে ছন্দে,
পাড়াজুড়ে মৌ-মৌ করে পাকা তালের গন্ধে।

কাশবনে কাশফুল দুলে, জুড়িয়ে যায় প্রাণ
দোয়েল, কোয়েল, ময়না, টিয়া উল্লাসে গায় গান।
কী অপরূপ! শরৎ প্রকৃতি, স্নিগ্ধ অনুভূতি
বাউরি বাতাস বয়ে থাকে সকাল, সন্ধ্যা, রাতি।

শিউলিভেজা শরতের প্রভাত, কী যে মধুর লাগে
জুঁই-শেফালীর পসরা সেজে সূর্যি মামা জাগে।
মিষ্টি রোদ, মিষ্টি আকাশ প্রাণে দেয় দোলা,
অপরূপা শরৎ দেখে হই আত্মভোলা।

## ক্ষণিকা
### মুকুল হোসেন

রিক্ত হিয়ার মাঝে তুমি
ভঙ্গিল পর্বত ছুঁইয়ে,
পাহাড়ি ঝর্ণায় গা ভাসিয়ে–
তুমি এসেছিলে হৃদয় শিহরণে।
তুষার ধারা বিন্দু কণা,
স্নিগ্ধ মায়া মনিকোঠায়
তুমি এসেছিলে প্রণয় উন্মোচনে।

প্রণয় নদীর মন মোহনায়
মন মাঝি পাওনি বলে–
নেশার স্বপন জাগিয়ে আবার
নিরালায় গেলে চলে।
না আসলেও পারতে তুমি
এই ক্ষণিকের বেশে।

আজ মোহনায় প্রণয় নদীর মন মোহনায়
খরস্রোতাহীন জলপ্রপাত বয়।
যার স্রোত নেই, তরঙ্গ নেই,
নেই কোনো স্ফীত ভাব!
রয়েছে কেবল অসার অনুভব,
কোন বাঁধনে বাঁধলাম আশা
ঝড় বিহনে ভাঙলে বাসা।

## বৈপরীত্য
### শিবলী মোকতাদির

কে কেমন আছ, কতটা ভালো বেদনার অন্তরালে
পাতা ঝরা বনঝিঁঝির আলোয় কী দেখে চমকালে?
ভুরুতে আলতো ভাঁজ, নিষ্প্রভ মুখ, কটু পাহাড়ে ঘুরে
হাতছানি দাও, আশঙ্কাঘন এগাছ থেকে ওগাছে উড়ে
কচি গুল্ম, ফার্নের গা বেয়ে চুইয়ে পড়ে সোনালি রোদ্দুর
গর্বিত গন্ধে হয়ে আছে টান টান ক্ষিপ্ত, নেশাতে চুর
আততায়ী আশেপাশে, নৈঃশব্দ্য ভেদ করে চোরাশিকারি
চলে গেছে দল বেঁধে, শীতল শীৎকারে ওড়ে বকের সারি
বাংলো থেকে নিরাপদ দূরে গাউর, হরিণ কিংবা হাতি
মাংসের বুনো গন্ধে বিব্রত ময়ূর, কোথায় যে আড়ি পাতি!
বনের বোকামি যদি বোঝ তদন্তে নেমো অতি সাবধানে
অন্তহীন আলোয় ডুবে থাকে অন্ধকার বৈপরীত্য টানে।

## এক পৃথিবীর কষ্ট বুকে
### মমতা মজুমদার

আমার একটা মন খারাপের গল্প আছে
একলা থাকার একলা চলার কষ্ট আছে।
এই শহরে নষ্ট ফুলের কষ্ট নিয়ে মুচকি হেসে,
হাঁটছে কত একলা পথিক পথের শেষে!
ব্যর্থ প্রেমের নীরব স্রোতে কত জনের
অশ্রু ভাসে ক্ষণে ক্ষণে কষ্ট পুষে।
আমার একটা এক বিকেলের ক্লান্তি আছে
বিষণ্নময় মন খারাপের এক মঞ্চ আছে।
একলা একা গল্প পড়ার আসর খুলেই
পাঁচিল গড়ার স্বপ্ন আঁটি আপন ভুলে।
কত পাখি উড়ছে মনের সুখ হারিয়ে
অশ্রুসজল প্রাণ কাঁদে তার করুণ নিদে।
আমার একটা কষ্ট নামক মস্ত বড় দেয়াল আছে
বুকের ঘরে শূন্য করে স্বল্প প্রেমের দৈর্ঘ্য আছে।
নষ্ট হবার স্বভাব নিয়ে মিথ্যে কত মুখোশ ঘুরে
জীবন্ত এক লাশ হাঁটে তার হৃদয় খুঁড়ে।
শত ব্যথায় কত মনে অবিশ্বাসে মরচে ধরে
পাঁজর খুলে কেউ দেখে না আপন করে।
আমার একটা নীলাঞ্জিত মাঝ রাত্রি আছে
ঘাসের ডগায় বিন্দু বিন্দু এক শিশির আছে!
এক পৃথিবীর কষ্ট বুকে বরফ গলা নদী নিয়ে,
ভোর থেকে রোজ শুরু করে সূর্যস্নানে।
এমনি করে যাচ্ছে সময় দিনের শেষে সন্ধ্যা বাঁকে
মন খারাপের কষ্ট নিয়ে গল্পগুলোর অলংকারে।

দৃষ্টি আকর্ষণ!
কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের লেখা সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ অন্যান্য লেখা জন্মভূমির অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে ।
আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন ঃ


www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

## ধর্ম

# বোধনের আগে মানবতার বোধন

**বিপ্লব গোস্বামী**

দেবী দুর্গার আগমন মানেই বাঙালির ঘরে আনন্দের বোধন। শাস্ত্রে আছে, দেবী দুর্গার আরেক নাম আনন্দময়ী। তাঁর আগমনে প্রকৃতিও আনন্দে মেতে ওঠে – শরতের আকাশ নীল হয়, কাশফুল হাসে, শিউলির গন্ধে ভরে ওঠে ভোর।
কিন্তু এই আনন্দময়ীর আরাধনাই কি আজ আনন্দের আছে? নাকি উৎসবের নামে আমরা এক ভয়ংকর অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি? আজ এই প্রশ্নটা তোলা খুব জরুরি।
আমরা যদি আমাদের শৈশবের দুর্গাপূজার দিকে তাকাই, তবে এক স্বর্গীয় ছবি দেখতে পাই। তখন পূজা মানে ছিল ভক্তি। তখন পূজা মানে ছিল মিলন। ভোরে শিউলি তোলা, পাড়ার সবাই মিলে অঞ্জলি দেওয়া, মায়ের ভোগের খিচুড়ি একসঙ্গে বসে খাওয়া। সন্ধ্যায় ঢাকের তালে তালে ধুনুচি নাচ আর বিজয়া দশমীতে বড়দের প্রণাম করে আশীর্বাদ নেওয়া – এই ছিল আমাদের পূজা। সেখানে আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতা ছিল একশো ভাগ।

আজকের পূজার দিকে তাকান। আড়ম্বর বেড়েছে একশো গুণ, কিন্তু আন্তরিকতা হারিয়ে গেছে। পূজা আজ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। মণ্ডপে মণ্ডপে কোটি টাকার থিমের প্রতিযোগিতা, কিন্তু মনের ভেতরে ভক্তির লেশমাত্র নেই। যেখানে বাজা উচিত ছিল ঢাক, শঙ্খ আর চণ্ডীপাঠ, সেখানে বাজছে কান ফাটানো ডিজে আর অশ্লীল হিন্দি গান। যেখানে হওয়া উচিত ছিল ভক্তির নৃত্য, সেখানে হচ্ছে কু-রুচিকর অঙ্গভঙ্গির নাচ। আমরা আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্ট সংস্কৃতিকে গ্রহণ করছি – যাকে বলে অপসংস্কৃতি।
কিন্তু সবচেয়ে বড় ভণ্ডামি অন্য জায়গায়।
আমরা যে দেবীকে মাতৃরূপে পূজা করছি, সেই মাতৃ জাতিকেই আমরা প্রতিদিন অপমান করছি। ভেবে দেখুন, আমরা কতটা দ্বিচারী হয়ে গেছি –
মণ্ডপে আমরা মাটির দুর্গাকে বলছি, "মা, তুমি আমাদের রক্ষা করো", আর মণ্ডপের বাইরে বেরিয়েই আমরা জীবন্ত দুর্গাদের রক্ষা তো দূরের কথা, তাঁদের ওপরই আক্রমণ করছি।
একদিকে আমরা দেবীকে বস্ত্র, অলংকার, সোনার মুকুট দিয়ে সাজাচ্ছি, আর অন্যদিকে রাস্তায় কোনো নারীকে একা পেলে তাঁর বস্ত্রহরণ করছি।
একদিকে আমরা কন্যা-সন্তানের জন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা করছি, আর অন্যদিকে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে গর্ভের কন্যা-ভ্রূণকে হত্যা করছি।
একদিকে আমরা দুর্গাকে "মা" বলে ডাকছি, আর অন্যদিকে বিয়ের সময় সেই মায়ের জাতের কাছ থেকেই যৌতুকের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা দাবি করছি।
তাহলে আমাদের এই পূজার মূল্য কোথায়? মাটির প্রতিমা তো মাটিই থেকে যাবে, যদি তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হয়। আর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে কীভাবে, যদি আমাদের মনের ভেতরের মানবতাই মরে যায়?
তাই এবারের দুর্গাপূজা হোক অন্যরকম। মা দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। মহিষাসুর বাইরের কোনো অসুর ছিল না, সে ছিল অশুভ শক্তির প্রতীক। আজ আমাদের ভেতরেও অনেক মহিষাসুর বাসা বেঁধেছে – লোভ, লালসা, হিংসা, নারী-বিদ্বেষ, ভ্রূণহত্যার মান-সিকতা।
আগে সেই অসুরগুলোকে বধ করতে হবে। মৃন্ময়ী মূর্তির বোধনের আগে চিন্ময়ী মানবতার বোধন করতে হবে।
তবেই ঢাকের আওয়াজে শুধু শব্দ নয়, হৃদয় বাজবে। তবেই আলোর মালায় শুধু মণ্ডপ নয়, সমাজ আলোকিত হবে।

ডাঃ ইফতেখার চৌধুরী নিয়মিত রোগী দেখছেন, যৌন সমস্যা, ডায়বেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ সহ জটিল , কঠিন রোগ সমূহের পরামর্শ নিতে আজই চলে আসুন

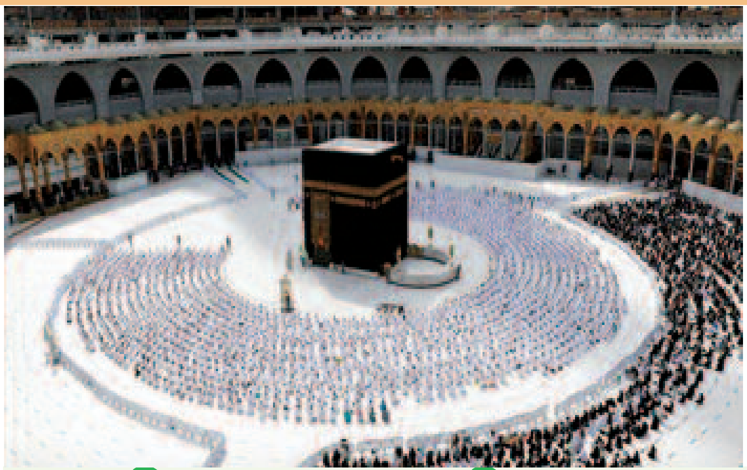

# সুস্থ জীবনযাপনে মহানবী (সা.)-এর প্রতিদিনের ৬ অভ্যাস

মহানবী (সা.) নিজের প্রাত্যহিক আচরণে এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত জীবনপদ্ধতি বাস্তবায়ন করে গেছেন, যা মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গের সুস্থতা নিশ্চিত করে। তিনি স্বাস্থ্যকে ইমানের পর মানুষের সবচেয়ে বড় নেয়ামত হিসেবে ঘোষণা করেছেন।
তিনি বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও সুস্বাস্থ্য (আফিয়াত) প্রার্থনা করো। কেননা, ইমানের পর সুস্বাস্থ্যের চেয়ে উত্তম কোনো বস্তু কাউকে দেওয়া হয়নি।' (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৫৮) রাসুলের জীবন থেকে ছয়টি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস আলোচনা করা হলো। নবীজির জীবনের রুটিন ছিল রাতের প্রথম প্রহরে দ্রুত ঘুমাতে যাওয়া এবং শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদ ও ফজরের জন্য জেগে ওঠা। তিনি কখনো ইশার নামাজের পর অপ্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা পছন্দ করতেন না।
১. খুব সকালে জেগে ওঠা : নবীজির জীবনের রুটিন ছিল রাতের প্রথম প্রহরে দ্রুত ঘুমাতে যাওয়া এবং শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদ ও ফজরের জন্য জেগে ওঠা। তিনি কখনো ইশার নামাজের পর অপ্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা পছন্দ করতেন না। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৬৮)

উম্মতের জন্য ভোরের কল্যাণ কামনা করে রাসুল (সা.) দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমার উম্মতের সকালের প্রহরে (ভোরের সময়ে) বরকত দান করুন।
' (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ২৬০৬)
আধুনিক ঘুম ও নিউরোবায়োলজি অনুযায়ী, মানবদেহে একটি নিজস্ব জৈবিক ঘড়ি বা 'সার্কাডিয়ান রিদম' রয়েছে। ভোরের নির্মল বাতাসে ওজোন ও বিশুদ্ধ অক্সিজেনের মাত্রা সর্বোচ্চ থাকে, যা ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়ায় এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে। দেরিতে ঘুম থেকে ওঠার ফলে দেহে কর্টিসল হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়, যা দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি ও মানসিক বিষণ্নতা তৈরি করে।
২. পেটের এক-তৃতীয়াংশে খাদ্য গ্রহণ : অতিভোজন ও অপরিমিত খাদ্য গ্রহণই আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ জটিল রোগের মূল কারণ। মহানবী (সা.) খাদ্য গ্রহণের এমন এক বৈপ্লবিক ফর্মুলা দিয়েছিলেন, যা বর্তমান গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির মূল স্তম্ভ।
রাসুল (সা.) বলেছেন, 'পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো পাত্র মানুষ কখনো ভর্তি করেনি। মানুষের মেরুদ সোজা রাখার জন্য কয়েক লোকমা আহারই যথেষ্ট। যদি খেতেই হয়, তবে সে যেন পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ফাঁকা রাখে।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৩৮০)
৩. ধীরে-সুস্থে ও বসে তিন শ্বাসে পানি পান : তৃষ্ণার্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ঢকঢক করে দ্রুত পানি পান করা আধুনিক গ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্স ও খাদ্যনালির বিভিন্ন সমস্যার কারণ। মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২০২৪)
রাসুল (সা.) সর্বদা বসে, পাত্রের বাইরে নিশ্বাস ছেড়ে, ধীরে ধীরে তিন শ্বাসে পানি পান করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৫৬৩১)
দাঁড়িয়ে দ্রুত পানি পান করলে পানির তীব্র স্রোত খাদ্যনালি দিয়ে সরাসরি পাকস্থলীর দেয়ালে আঘাত হানে, যা সময়ের ব্যবধানে পরিপাকতন্ত্রের সংবেদনশীল আস্তরণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর বসে ধীরে ধীরে পানি পান করলে স্নায়ুতন্ত্র শিথিল থাকে এবং কিডনি রক্ত থেকে বিষাক্ত উপাদান ফিল্টার করার পর্যাপ্ত সময় পায়।
৪. দাঁতের যত্নে মিসওয়াক ব্যবহার : দাঁত ও মাড়ির সুরক্ষায় মহানবী (সা.) ছিলেন সচেতন পথপ্রদর্শক। তিনি প্রতিটি অজুর সময়, নামাজে দাঁড়ানোর আগে, ঘুম থেকে ওঠার পর এবং ঘরে প্রবেশ করার মুহূর্তে নিয়মিত মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। (চলবে)

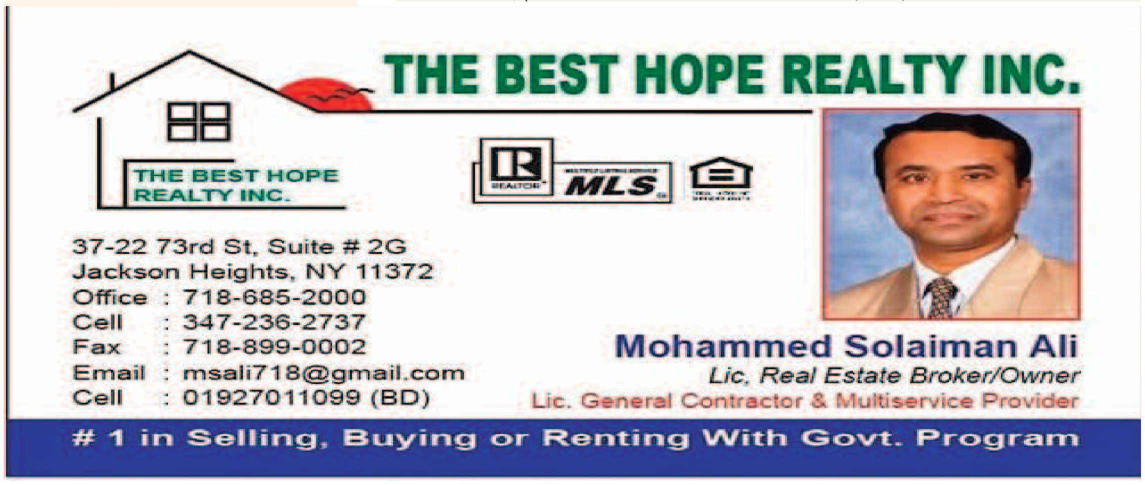


www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

# ঢাকা কড়চা

## ঢাকেশ্বরীতে দুর্গাপূজায় খরচ হচ্ছে দেড় কোটি টাকা, কী কী থাকছে এবার

ঢাকা, রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গনে দুর্গাপূজা আয়োজনে ১ কোটি ৫২ লাখ টাকা খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব অর্থই আসবে বিজ্ঞাপন ও অনুদান থেকে। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোকে এসব তথ্য জানিয়েছে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি।

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গনে দুর্গাপূজার আয়োজন করে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ও বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদ। আয়োজকেরা জানান, এবার তাঁদের প্রতিপাদ্য ‘পরিবেশবান্ধব দুর্গাপূজা’ ।আয়োজকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সুকুমার পাল দীর্ঘদিন ধরে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গনের প্রতিমা তৈরি করে থাকেন। এবারও তিনি প্রতিমা তৈরি করছেন। দেড় মাস আগে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এখন চলছে শেষ পর্যায়ের কাজ। ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা খরচে এই প্রতিমা তৈরি করা হচ্ছে।

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ কুমার বিশ্বাস প্রথম আলোকে বলেন, ঢাকেশ্বরীর মেলাঙ্গনে দুর্গাপূজার জন্য তাঁরা বাজেট করেছেন ১ কোটি ৫২ লাখ টাকা। প্রতিমা তৈরি, সাজসজ্জা, ছয় দিন প্রসাদ বিতরণসহ নানা কাজে এসব অর্থ ব্যয় হবে। সব টাকাই আসছে বিজ্ঞাপন ও অনুদান থেকে।

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি গোপাল চন্দ্র দেবনাথ প্রথম আলোকে বলেন, এবারের দুর্গাপূজায় ঢাকেশ্বরীতে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আসবেন। অষ্টমীতে প্রসাদ বিতরণের উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার। এবার প্রসাদ বিতরণ বেশি হবে, তাই বাজেট বেশি। আগের মতো এবারও প্রতিমা ও সাজসজ্জা থাকছে ।আয়োজকেরা জানান, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গনে দুর্গাপূজার জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ১০ লাখ টাকা অনুদান দিয়েছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য হামিদুর রহমান এই পূজার জন্য দিয়েছেন ৫ লাখ টাকা।

রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের মেলাঙ্গণে মণ্ডপের পাশেই তৈরি হচ্ছে দুর্গাপূজার প্রতিমা। প্রতিমা তৈরির স্থানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। আয়োজকেরা গতকাল মঙ্গলবার জানান, প্রতিমা তৈরি হয়ে গেছে। তবে প্রতিমায় চূড়ান্ত রঙের (ফিনিশিং) কাজ শুরু হয়নি। আগামীকাল বৃহস্পতিবারের মধ্যে প্রতিমা প্রস্তুতসহ সব ধরনের কাজ শেষ হবে। শুক্রবার (দুর্গাষষ্ঠীতে) সকালে সবার জন্য প্রতিমা উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

সরেজমিন দেখা যায়, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের ফটক রঙিন করা হয়েছে। ফটকে লেখা ‘শারদীয় শুভেচ্ছা’ । মন্দিরের দেয়ালে লাগানো হয়েছে দেবী দুর্গার পোস্টার।

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের মেলাঙ্গনে দুর্গাপূজা মণ্ডপের সামনে মাটি খুঁড়ছিলেন শাহ আলী। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ভক্তরা পূজা দেখতে আসার সময় যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে, সে জন্য বাঁশ দিয়ে বাউন্ডারি (বেড়া) তৈরি করা হচ্ছে। এ কাজে মাটি খোঁড়া হচ্ছে। মাটিতে বাঁশের খুঁটি পোতা হবে। সেসব খুঁটিতে বাঁশ বেঁধে বাউন্ডারি তৈরি করা হবে।

শাহ আলী বলেন, তাঁরা ছয়জন সাতআট দিন ধরে মঞ্চ তৈরি, প্যান্ডেল স্থাপন ও বেড়া দেওয়ার কাজ করছেন। পূজা শুরুর আগেই তাঁরা সব কাজ শেষ করতে পারবেন বলে তাঁর আশা।

মণ্ডপের কাজও প্রায় শেষ। দেখা যায়, মণ্ডপের অংশ রং করা হয়েছে। কৈলাস পর্বতের ছবি সংবলিত একটি পোস্টার লাগানো হয়েছে মণ্ডপে। দুর্গাপূজার প্রতিমা স্থাপনের পর কৈলাস পর্বতের ছবি থাকবে তার পেছনে। মণ্ডপে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করছিলেন হাবিবুর রহমান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, কয়েক দিন ধরেই তাঁরা ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করছেন। আশা করছেন তাঁদের কাজ দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে। একটি কোম্পানির বিজ্ঞাপন বসানোর কাজ করছিলেন মো. হামিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, পিলার করে তাঁরা এসব বিজ্ঞাপন বসাচ্ছেন। আরও তিন দিনের মতো লাগতে পারে এসব বিজ্ঞাপন বসাতে।

সিসি ক্যামেরা বসছে ৬৪টি

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সব সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তা থাকে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আয়োজকেরা জানান, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গনে এবার ৬৪টি সিসি ক্যামেরা বসাচ্ছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। পুলিশের নিয়ন্ত্রণকক্ষও থাকবে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা পাচ্ছেন বলে জানান মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ কুমার বিশ্বাস। তিনি বলেন, দুর্গাপূজা উপলক্ষে তাঁরা নিরাপত্তার কোনো অভাববোধ করছেন না।

দেশে ৩৩ হাজার ৮৫১টি দুর্গাপূজা

বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর প্রথম আলোকে বলেন, এবার সারা দেশে ৩৩ হাজার ৮৫১টি মন্দির ও মণ্ডপে দুর্গাপূজা হবে। গত বছর সারা দেশে ৩৩ হাজার ৩৫৫টি মণ্ডপ ও মন্দিরে শারদীয় দুর্গাপূজা হয়েছিল। সে হিসাবে এবার দেশে বেশি দুর্গাপূজা হচ্ছে।

মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি প্রথম আলোকে জানিয়েছে, এবার ঢাকা মহানগরে দুর্গাপূজা হবে ২৫৭টি মন্দির ও মণ্ডপে।

জাতীয় মন্দিরে বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদ ও মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি গত বছর জানিয়েছিল, ২০২৫ সালে ঢাকা মহানগরের ২৫৯টি মন্দির ও মণ্ডপে দুর্গাপূজা হয়েছে।

গত বছরের তুলনায় এবার দুটি দুর্গাপূজা কম হচ্ছে ঢাকা মহানগরে। এ বিষয়ে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি বলছে, গত বছর কাউন্দিয়া ইউনিয়নের দুর্গাপূজা গণনা করা হয়েছিল। এবার কাউন্দিয়া ইউনিয়নের দুর্গাপূজা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কারণ, এটি সাভারে পড়েছে।

দুর্গাপূজার সূচি

দুর্গাপূজা উপলক্ষে এবার ২০ থেকে ২২ অক্টোবর সরকারি ছুটি। ২৩ ও ২৪ অক্টোবর যথাক্রমে শুক্র ও শনিবার। হিন্দু সম্প্রদায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সব মিলিয়ে পাঁচ দিন সরকারি ছুটি পাচ্ছে।

দুর্গাপূজার জন্য হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে চার কোটি টাকা অনুদান চেয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিশেষ বিবেচনায় পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। এ ছাড়া দুর্গাপূজায় ঘরমুখী যাত্রীদের সু-বিধাজনক ও নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করতে তিন জোড়া বিশেষ ট্রেন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলওয়ে। পাশাপাশি যাত্রীর চাপ সামলাতে পাঁচটি ট্রেনের ডেঅফও (বন্ধের দিন) প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এবার ইতিমধ্যে দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে গেছে ১০ অক্টোবর মহালয়ার মধ্য দিয়ে। ১৬ অক্টোবর দুর্গাষষ্ঠী। মহাসপ্তমী ১৭ ও ১৮ অক্টোবর, মহাঅষ্টমী ১৯ অক্টোবর, মহানবমী ২০ অক্টোবর এবং বিজয়া দশমী ২১ অক্টোবর।

## মারধরের ভিডিও ভাইরালের পর যুবক

ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ইমদাদুল ইসলাম তৈয়ব বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত সোমবার দুপুরে ধানমন্ডি সাতমসজিদ রোডের বেসরকারি বাংলাদেশ আই হসপিটালের উল্টো দিকে শহীদ আবদুল্লাহ আল মাসুদ ওরফে মাসুদ রানা (৪৮) নামের এক ব্যক্তিকে মারধর ও কান ধরে ওঠবস করানোর অভিযোগে খালিদকে আটক করা হয়। তাকে আজ ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) রমনা জোনের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

শহীদ আবদুল্লাহ মানসিক রোগে আক্রান্ত বলে জানান ওসি ইমদাদুল ইসলাম।

গত সোমবার দুপুরে এক তরুণীকে (২৩) শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে শহীদ আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে। এর জেরে তাকে চড়-থাপ্পড়, লাথি ও কান ধরে ওঠবস করাতে দেখা যায় খালিদকে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা। তবে সব ছাপিয়ে আলোচনায় আসে মারধরের বিষয়টি।

পুলিশ বলছে, এ ঘটনায় আটক খালিদ একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গ্রাফিকস ডিজাইনার।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশের সদস্যদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, জানতে চাইলে ওসি ইমদাদুল ইসলাম বলেন, এএসআই আবদুল হাইকে থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে তার দায়িত্ব ছিল। আর পুলিশের বাকি দুই সদস্য পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্টের (দাঙ্গা দমন বিভাগের)। তাদের ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ২ মিনিট ১২ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, এক যুবক রাগ ও ক্ষোভের সঙ্গে গালাগাল করতে করতে ওই ব্যক্তিকে থাপ্পড় ও লাথি মারছেন। এ সময় আশপাশে ভিড় করেন পথচারীরা।

## রবীন্দ্রনাথের গ্রাফিতিতে চুনকালি : আয়াস ও রিমি রিমান্ড শেষে কারাগারে

ঢাকা, শিল্পকলা একাডেমির সামনে দেয়ালে আঁকা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রাফিতি নষ্ট ও বিকৃত করার চেষ্টা, উসকানিমূলক বক্তব্য এবং ধর্মীয় সম্প্রীতিতে আঘাতের চেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার রাষ্ট্র সংলাপ ফোরাম’ এর সদস্যসচিব আ ন ম আয়াস ও মার্জিয়া খন্দকার রিমিকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বুধবার (১৪ অক্টোবর) মামলার তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. রিয়াদ হাসান এ আদেশ দেন।

গত রোববার আয়াসের তিন দিনের ও রিমির দুই দিনের রিমান্ড দেন আদালত। রিমান্ড শেষে আজ তাদের আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল গাফফার হিমেল কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, আসামিদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে মামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য পলাতক আসামিদের বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। যা যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং আসামিদের নাম-ঠিকানা যাচাই না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখা একান্ত প্রয়োজন।

আবেদনে আরও বলা হয়, মামলার তদন্তের স্বার্থে পরবর্তী সময়ে আরও গভীর ও নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদের লক্ষ্যে আসামিদের পুনরায় রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হতে পারে।

আসামিদের পক্ষে অ্যাডভোকেট মনির হোসেন সুমন জামিন চেয়ে শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করা হয়। এদিকে, জামিন শুনানিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র এবং আসামি পক্ষের আই-নজীবীর মধ্যে হট্টগোলের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার জেরে বিচারক এজলাস ছেড়ে খাসকামরায় অবস্থান নেন। ছয় মিনিট পরে আবারও বিচারক এজলাসে ওঠে তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

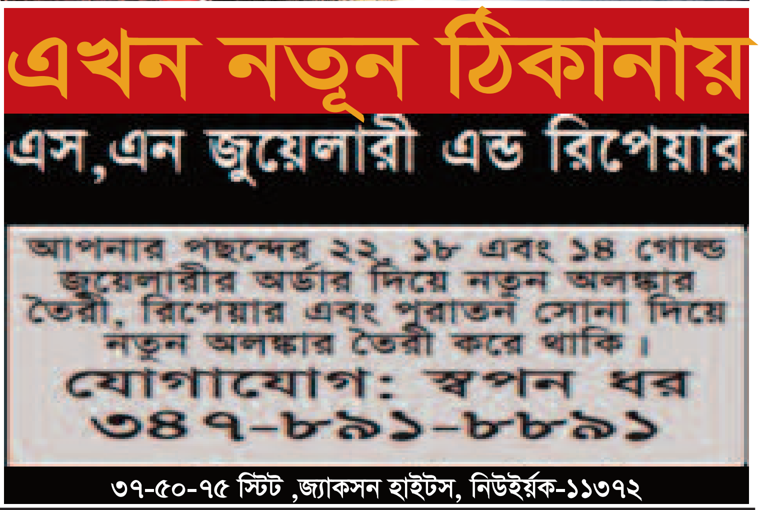

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

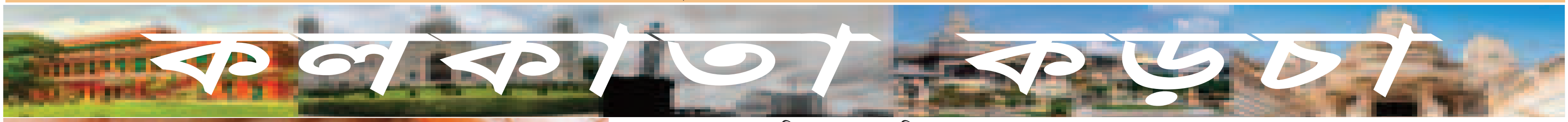

রামকৃষ্ণ মিশন আর রাজস্থানী শিল্পকলায় থিমের হাওয়া বৈদ্যবাটিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া: থিমপুজোর আড়ম্বরে বহু বছর আগেই নিজেদের জায়গা তৈরি করেছে বৈদ্যবাটি-শেওড়াফুলি। সময়ের সঙ্গে পুজোর গায়ে লেগেছে জৌলুসের চড়া চাদর। রকমারি থিম, আলোকসজ্জার আড়ম্বরে এবারও একগুচ্ছ বিগ বাজেটের পুজোর আয়োজন হয়েছে বৈদ্যবাটিতে। স্থানীয় স্তরের চর্চা থেকে আকর্ষণের বলয় ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। পুজো মরশুমে টই-টইয়ের তালিকায় তাই বৈদ্যবাটি সফর থাকা অনিবার্য। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৈদ্যবাটির অধিকাংশ পুজোই পঞ্চাশ বছর পার করেছে। ফলে, থিমের মুন্সিয়ানা দেখাতে চেষ্টার কসুর করছেন না কোনো পুজো উদ্যোক্তাই। আড়েবহরে বড়ো বা ছোটো, পুজোর আয়োজনে থিমের ছোঁয়াচ থাকছেই।

বৈদ্যবাটি সর্বজনীন (ব্যাংকের গলি) দুর্গোৎসব সমিতির এবারের চমকের নাম– শিল্পরূপী দুর্গা। বস্তুত পাল আমলের টেরাকোটার শিল্পকে সযত্নে মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরতে চাইছেন উদ্যোক্তারা। এক কথায় নিপুন শিল্পকর্মের এক অপরূপ ভাষ্য নির্মাণ হচ্ছে। মণ্ডপটি পাল আমলের টেরাকোটার মন্দির। বলা বাহুল্য, মন্দিরের ভিতরে-বাইরে সাবেক শিল্পের যে পারদর্শিতা আজও মুগ্ধ করে, তার বিপুল আয়োজন থাকছে। মন্দিরের অন্দর ও বাহিরসজ্জায় ব্যবহার করা হবে টেরাকোটার প্রচুর মডেল।

মন্দিরের দেওয়াল জুড়ে থাকবে বর্ণময় টেরাকোটার সাজ। অসঙ্গতির মধ্যে দিয়ে নজরকাড়ার কায়দা এখানে দেখা যাবে। সম্পূর্ণরূপে থিম নির্ভর মণ্ডপসজ্জায় দেবী থাকবেন সাবেক সাজে। সমস্ত শিল্পকলাকে ফুটিয়ে তুলতে বিপুল আলোকসজ্জার আয়োজন থাকছে। পুজোর উদ্যোক্তা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শিল্পরূপী দুর্গাকে শিল্পময় মণ্ডপে আমরা হাজির করব। আলোকসজ্জার যোগ্য সঙ্গতে যা নজর কাড়বেই।

চমকের পসরা সাজাতে কার্পণ্য করছে না সরকারপাড়া সর্বজনীনও। ৭১ বছরে পা দেওয়া এই পুজোর ভরসা শিল্পকলা। তবে সরকারপাড়ার পুজো উদ্যোক্তারা রাজ্য ছেড়ে পাড়ি দিয়েছেন রাজস্থানে। রাজস্থানী লোকসংস্কৃতি, লোকশিল্পের এক বর্ণময় আখ্যানই এখানকার থিম। বিমূর্ত মণ্ডপকে রাজস্থানী শিল্প-সংস্কৃতির মোটিফে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।

দেবী প্রতিমা এখানে মৃণ্ময়ী। কিন্তু তাঁর সাজেও থাকবে রাজস্থানী ঘরনার ঘনঘটা।

আধুনিক আদলের প্রতিমা ও এক টুকরো রাজস্থানকে মায়াময় করতে আলোসজ্জায় থাকছে বিশেষ আয়োজন। আবার পৃথকভাবে শিশুদের আকর্ষণ করতে আলোকসজ্জায় বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে। এখানকার আলোকসজ্জার থিম, বন্যপ্রাণ। খরগোশ, হাতি, বাঁদরের সমাবেশ দেখা যাবে আলোর সাজে। পুজোর উদ্যোক্তা শ্যামল দাস বলেন, আমরা থিমের মায়ানগরী গড়ার চেষ্টা করছি। দর্শকদের তা পছন্দ হবেই।

থিমময় বাংলার পুজোয় কোনো কিছুই ব্রাত্য নয়। বৈদ্যবাটির চৈতালি সংঘ থিম করেছে চেন্নাইয়ের রামকৃষ্ণ মিশনকে। ৫৮ বছরে পা দেওয়া পুজোর মণ্ডপ গড়া হচ্ছে মিশনের অবয়বকে সামনে রেখে। প্রায় ৬০ ফুট প্রসারিত মণ্ডপের উচ্চতা ৪৫ ফুট। মণ্ডপসজ্জায় ব্যবহার করা হচ্ছে পরিবেশবান্ধব উপকরণ। একগুচ্ছ মডেলের ব্যবহারে মণ্ডপসজ্জাকে আকর্ষণীয় করার যাবতীয় ব্যবস্থার তোড়জোড় এখন তুঙ্গে। পুজো উদ্যোক্তা বিলাস পাল বলেন, মণ্ডপে দেবী থাকবেন আধুনিক আদলে। আর সামগ্রিকভাবে মনোহরণ আলোকসজ্জা থাকবে।

বৈদ্যবাটি, শেওড়াফুলি পুরানো জনপদ। আধুনিকতার উতল হাওয়াতেও এঁদোগলি, পুরানো বাড়ির সমাহার চোখে পড়ে। কিন্তু আপাতত থিমপুজোর দাপটে ভোল বদলেছে শহর। শিউলির গন্ধ যত গাঢ় হচ্ছে, তত জমাট বাঁধছে মায়ানগরীর মায়া।

বাগবাজারে পান্ডা পরিবারে ৫০০ কেজির দশভুজা, স্বপ্নাদেশে প্রতিমা তৈরির নিদান

সুকান্ত বসু, কলকাতা: ঘটনাটি ১০০ বছর আগের। পাথরের মূর্তিরূপে দুর্গা নিজে চেয়েছিলেন মন্দিরে পুজো হোক তাঁর। সে স্বপ্নাদেশ পেলেন দীনবন্ধু পান্ডা। তারপর কুমোরটুলিতে গিয়ে বরাত দিলেন ৫০০ কেজি ওজনের পাথরের দুর্গামূর্তির। সেই মূর্তিরই পুজো হয় বাগবাজারে পান্ডা পরিবারের মন্দিরে।পাথরের এই মূর্তি চাকা লোহার একটি ট্রলির উপর বসানো। প্রতিবছর শিল্পীরা এসে রং করে যান। এখন মন্দিরে গেলে দেখা যাবে পুজোর আয়োজন চলছে। দীনবন্ধুবাবু অনেকদিন আগে মারা গিয়েছেন। এখন তাঁর বংশধররা পুজো করছেন। সেবায়ত বিশ্বনাথ পান্ডা জানান, এই মন্দিরে দুর্গা আরাধনার পাশাপাশি মা বগলাদেবী সহ ন'জন দেবীর আরাধনা করা হয়। নবরাত্রি থেকে শুরু হয় পুজোর আয়োজন। পুজোয় মায়ের চরণে নিবেদন করা হয় পদ্মের বদলে ১০৮ অপরাজিতা ফুল। এছাড়া সন্ধিপুজোর সময় শুধুমাত্র চালকুমড়ো বলি দেওয়া হয়। এই নিয়মের কোনো হেরফের ঘটে না। পুজোয় নানা ধরনের ভোগ নিবেদন হলেও প্রধান প্রসাদ মালপোয়া। যা প্রতিদিনই থাকে। এছাড়াও দেবীকে ফল, নানা ধরনের নাড়ু, মিষ্টি, লুচি, পাঁচরকম ভাজা, আলুর দম, পোলাও প্রভৃতি নিবেদন করার নিয়ম। অষ্টমীতে মন্দিরে আসা মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয় প্রসাদ। এখানে মূর্তি পাথরের, তাই নিরঞ্জন হয় না। দশমীতে শুধুমাত্র দেবীর ঘট নিরঞ্জন করা হয় বাগবাজার ঘাটে। পাথরের এই মূর্তির বৈশিষ্ট্য হল, একচালার ঢঙে দুর্গার সঙ্গে অন্যান দেবদেবী যথাযথ। প্রতিটি মূর্তি আলাদা আলাদা করে খোলার ব্যবস্থা আছে। পুজো সমাপনের পর প্রতিটি মূর্তি আলাদা করে খুলে রাখা হয়। সেবায়ত জানান, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মা বগলাদেবী মায়েরই একটি প্রতিরূপ। তাই এখানে পুজোর দিনগুলি বগলাদেবীর পুজো নিষ্ঠা সহকারে হয়। এই দেবী সুন্দরের প্রতীক। তাই মাকে ঝলমলে পোশাক পরানোর পাশাপাশি সাজানো হয় ফুলের গয়নায়। সুগন্ধি দেওয়া হয়। সবমিলিয়ে বাগবাজারে পান্ডাদের এই দুর্গাপুজো দেখতে বহু দূর থেকে মানুষ আসে।
-নিজস্ব চিত্র

'জঙ্গি কোথাকার! কেন এসেছেন?' নিউ ইয়র্ক পৌঁছতেই প্রবল জনরোষের মুখে ইউনুস

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগ আন্তর্জাতিক মহলেও নিন্দিত হয়েছিল।

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের প্রতিবাদে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত ৪৪ জনের বিবৃতি

**নিউইর্য়ক** ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের রেশ পৌঁছেছে বিদেশেও। তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনের অংশগ্রহণের বিষয়টি একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে।

নয়াদিল্লি: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের রেশ পৌঁছেছে বিদেশেও। তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনের অংশগ্রহণের বিষয়টি একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে। গত ১০ অক্টোবর দিল্লিতে পুলিশের 'বর্বরতা, বেআইনি আটক এবং শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনে'র নিন্দা জানিয়ে সম্প্রতি বিবৃতি দিয়েছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ জন প্রাক্তন পড়ুয়া। এবার সেই বিবৃতির পালটা বিবৃতি জারি করল এই মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত ৪৪ জন। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে 'অভিযান'-এর তীব্র সমালোচনা করলেন তাঁরা। বুধবার চিঠিতে তাঁরা লিখেছেন, 'ভারতের নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্ট, প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সংসদের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে নেতিবাচক জনমত গড়ে তোলা এবং সুপরিকল্পিত প্রচারের বিষয়ে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।' যথাযথ অনুমোদন ছাড়াই কোনো রাজনৈতিক প্রচারকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য হার্ভার্ডের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও ওই চিঠিতে অভিযোগ তোলা হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, প্রাক্তনীদের দেওয়া বিবৃতিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন ওই ৪৪ জন।

গত ১২ নভেম্বর প্রাক্তনীরা যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে বলা হয়েছিল, 'আমরা সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করে এমন সমস্ত কর্মকাণ্ড তারা যেন অবিলম্বে বন্ধ করে। যারা আইনের অপব্যবহারের জন্য দায়ী, তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।' এর পালটা চিঠিতে বলা হয়েছে, ভারতের পরিস্থিতিকে যেভাবে 'অবরুদ্ধ' এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে 'চোর' অভিহিত করে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, তা আপত্তিকর। এর ফলে প্রতিবাদের উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। তবে পুলিশের কার্যকলাপও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

'দুর্গা-কালী হও, কিন্তু বোরখা নয়', 'লাভ জেহাদ' নিয়ে বার্তা বাগেশ্বর বাবার

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণই সম্প্রতি বাংলায় এসে বিতর্কে জড়ান। দুর্গাপুজোয় আমিষ খাওয়া নিয়ে মন্তব্য করায় বহু বাঙালি তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। শেষপর্যন্ত তাঁকে ক্ষমা চাইতে হয়।

সম্প্রতি ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে সনাতন হিন্দু একতা যাত্রা। মঙ্গলবার তা দামোহ-তে পৌঁছয়। বিপুল সংখ্যক মানুষ সেখানে ভিড় জমিয়েছিলেন। ভক্তরা ফুল ছিটিয়ে তাঁদের স্বাগত জানান। সেখানে সামাজিক সম্প্রীতি, জাতিভেদ প্রথা নির্মূল, জাতীয়তাবাদ ও মাদক বিরোধী বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি হিন্দু নারীদের 'লাভ জিহাদ' সম্পর্কেও সচেতন করেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ। এক তরুণীকে উদ্দেশ্যে করে তিনি বলেন যে, "বোন, আপনি দেবী দুর্গা, কালীর মতো হয়ে উঠুন। কিন্তু কোনও দিন বোরখা পরবেন না।" তাঁর এহেন মন্তব্যের পরই দানা বেঁধেছে বিতর্ক। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ আরও বলেন, "সমাজমাধ্যমে রিলস বা সুদর্শন যুবকদের প্রলোভনে পড়ে বিভ্রান্ত হবেন না। ভিন্ন ধর্মের কোনও ব্যক্তিকে অন্ধভাবেও বিশ্বাস করবেন না।" 'জেন জি' বিক্ষোভ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বলেন, "তরুণদের মতামত প্রকাশ ও প্রতিবাদের অধিকার রয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে দেশের ভাবমূর্তি যেন ক্ষুণ্ন না হয়।"

উল্লেখ্য, এই ধীরেন্দ্রকৃষ্ণই সম্প্রতি বাংলায় এসে বিতর্কে জড়ান। দুর্গাপুজোয় আমিষ খাওয়া নিয়ে মন্তব্য করায় বহু বাঙালি তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। শেষপর্যন্ত তাঁকে ক্ষমা চাইতে হয়। শুধু তাই নয়, পাঞ্জাবে গিয়ে শিখ এবং মুসলিমদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতেরও অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সেখানেও পরে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হয়।

খুনে জড়িত বিজেপি নেতা রাজ্যপাল পদে! কন্যাহারা বাবা-মায়ের সঙ্গে ধরনায় বসলেন রাহুল

**দিল্লি ডেস্ক ঃ**মাত্র ১৯ বছর বয়সে খুন হয়েছিলেন অঙ্কিতা ভাণ্ডারী। মর্মান্তিক ঘটনার চারবছর পর ফের সেই হত্যাকাণ্ড নিয়ে উত্তপ্ত হল দিল্লির রাজপথ। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বিজেপি নেতা দুষ্মন্ত গৌতমের যোগ রয়েছে বলে প্রথম থেকেই দাবি করে আসছে অঙ্কিতার পরিবার। সেই দুষ্মন্তকেই সোমবার সিকিমের রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হয়েছে। এহেন ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার ইন্ডিয়া গেটে অবস্থান শুরু করেন অঙ্কিতার বাবা-মা। আচমকাই সেখানে পৌঁছে যান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। যোগ দেন অবস্থান বিক্ষোভে।

২০২২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বিজেপি নেতা বিনোদ আর্যর ছেলে পুলকিত আর্যর রিসর্টে খুন হন অঙ্কিতা। রিসেপশনিস্ট হিসাবে সেখানে কর্মরত ছিলেন তিনি। আচমকা তিনি নিখোঁজ হয়ে যান, ৬ দিন পর উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। অভিযোগ, ওই রিসর্টে 'যৌন পরিষেবা' দিতে বাধ্য করা হত অঙ্কিতাকে। তাঁর পরিবারের দাবি, 'ভিআইপি' অতিথিদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অঙ্কিতাকে চাপ দেওয়া হয়েছিল। রাজি না হওয়ায় তাঁকে হত্যা করা হয়। এই 'ভিআইপি' আসলে সিকিমের সদ্য নিযুক্ত রাজ্যপাল দুষ্মন্ত গৌতম, একথা বারবার বলেছেন অঙ্কিতার বাবা-মা। সোমবার দুষ্মন্ত গৌতমের রাজ্যপাল হওয়ার খবর পেয়েই সরব হয়েছেন অঙ্কিতার পরিবার। ইন্ডিয়া গেটের কাছে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে তাঁদের


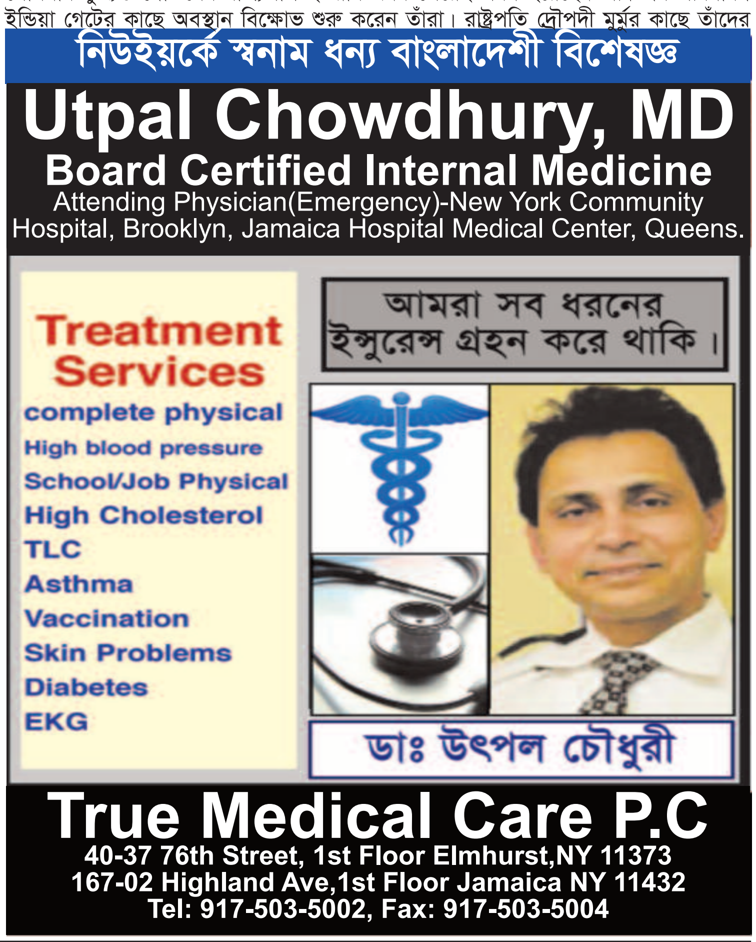



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

# সৌদি জুড়ে হুথি-আতঙ্ক! সঙ্কটে যুবরাজ সালমন

রাজধানী সানায় প্রত্যাঘাত করেছে সৌদির বাহিনী।

সৌদির তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার দেশের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে অবস্থিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ তেল শোধনাগার আরামকোর একটি প্রশাসনিক ভবনে আছড়ে পড়ে হাউথিদের ক্ষেপণাস্ত্র। এরপরই ভবনটিতে আগুন লেগে যায়। যদিও বড়সড় বিপদ হয়নি বলেই দাবি সৌদি সরকারের। এর পাশাপাশি রিয়াধেও হামলার চেষ্টা করে ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী। তবে সূত্রের খবর, তাদের ছোড়া দু'টি ক্ষেপণাস্ত্র আকাশেই ধ্বংস করে সৌদির বাহিনী। তবে তার ধ্বংসাবশেষে আহত হয়েছেন চার জন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ১৫টি বাড়ি। এই হামলার বদলা নিতে পালটা ইয়েমেনের হামলা চালায় সৌদি। একের পর এক বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে রাজধানী সানা। তবে সূত্রের খবর, প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল হাউথিরা। আগেই তারা বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাই কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলেই দাবি বিদ্রোহী গোষ্ঠিটির।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার সৌদির রিয়াধের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলা চালিয়েছিল হাউথি। এই হামলায় অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়। ভয়ংকর সেই হামলার ভিডিও সামনে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ইসলামের দুটি পবিত্র তীর্থস্থানে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন যাত্রীরা। পর মুহূর্তে ব্যাপক বিস্ফোরণ হয়। বিরাট উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি। বহু মানুষ প্রাণ বাঁচাতে ছোটাছুটি শুরু করে। ফুটেজে ছাদের কিছু অংশ ধসে পড়তেও দেখা যায়। সেই হামলায় আরও একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। সবমিলিয়ে ১৩ মৃত্যুর পাশাপাশি হামলায় আরও ৩৮ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। যাদের অনেকেই ভারতীয়।

**সৌদি জুড়ে হুথি-আতঙ্ক! যুবরাজের ঠিকানা বদল দফায় দফায়, ভারতীয় বিমানসংস্থাগুলি বাতিল করল উড়ান**

গত পাঁচ দিনে চার বার রিয়াদ বিমানবন্দরে হামলা চালিয়েছে হুথিরা। হুথিদের এক মুখপাত্র দায় স্বীকার করে স্পষ্ট জানিয়েছে, সৌদির বিমানবন্দরগুলিতে হামলা জারি থাকবে। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় শনিবার পর্যন্ত কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি অসামরিক বিমান পরিবহণ কর্তৃপক্ষ।

ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের লাগাতার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রহানায় চরম নিরাপত্তা-সঙ্কটের মুখে পড়েছে সৌদি আরব। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে ৪১ বছর বয়সি সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনকে কড়া নিরাপত্তায় একাধিক বাঙ্কার-সুবিধাযুক্ত রাজপ্রাসাদে দফায় দফায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর এক প্রতিবেদনে এই দাবি করা হয়েছে। গত ৬ অক্টোবর একটি জাতীয় রক্তদান কর্মসূচির পর থেকে যুবরাজকে আর জনসমক্ষে দেখা যায়নি। বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত একটি বাহিনী তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে।

অন্য দিকে, শনিবার পর্যন্ত রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বন্ধ রাখার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জেরে আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত সৌদির সমস্ত উড়ান বাতিল করেছে ভারতের শীর্ষ বিমানসংস্থা 'ইন্ডিগো', 'এয়ার ইন্ডিয়া', 'এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস' এবং 'আকাশ এয়ার'।

ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং নিরাপত্তা-ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে ভারতের বৃহত্তম বিমানসংস্থা ইন্ডিগো জানিয়েছে, আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত রিয়াদ, জেদ্দা, দাম্মাম ও মদিনাগামী সমস্ত উড়ান বাতিল থাকবে। যাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। একই ভাবে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত রিয়াদ ও জেদ্দার সমস্ত উড়ান স্থগিত করেছে আকাশ এয়ার। ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের টিকিটের টাকা সম্পূর্ণ ফেরত বা বিনামূল্যে যাত্রার তারিখ বদলের সুযোগ দিচ্ছে তারা। এয়ার ইন্ডিয়াও জানিয়েছে রিয়াদ, দাম্মাম ও জেদ্দাগামী সমস্ত উড়ান ওই তারিখ পর্যন্ত বাতিল থাকবে।

বিমানবন্দরে দফায় দফায় হামলা

গত এক দশকের মধ্যে সৌদিতে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলাটি ঘটে গত শনিবার। বিমানবন্দরে হুথিদের ওই হামলায় ভারতীয় নাগরিক ইউসুফ আলি ছাড়াও চার জন সৌদি নাগরিক, দুই বাংলাদেশি, এক জন মার্কিন, এক প্যালেস্টাইনি এবং মিশর, জর্ডন, সিরিয়া ও সুদানের এক জন করে নাগরিক-সহ অন্তত ১৩ জন নিহত এবং ৩০০ জনেরও বেশি আহত হন। হামলার জেরে টার্মিনাল-৪-এ বিধ্বংসী আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এর পর রবিবারেও একটি পৃথক হামলায় এক জনের মৃত্যু হয় ও ১১ জন আহত হন।

গত পাঁচ দিনে চার বার এই বিমানবন্দরে হামলা চালিয়েছে হুথিরা। হুথিদের এক মুখ-পাত্র দায় স্বীকার করে স্পষ্ট জানিয়েছেন, সৌদির বিমানবন্দরগুলিতে হামলা জারি থাকবে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শনিবার পর্যন্ত কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি অসামরিক বিমান পরিবহণ কর্তৃপক্ষ। উড়ান গবেষণাসংস্থা 'সিরিয়াম'-এর তথ্য অনুযায়ী, অচলাবস্থার জেরে রিয়াদের প্রায় ৬০ শতাংশ নির্ধারিত উড়ান বাতিল করতে হয়েছে। মার্কিন সংস্থা 'ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিমান নিরাপত্তাসংস্থা 'ইএএসএ' সৌদির আকাশপথ ব্যবহারে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করেছে।

ভারতও এই হামলার তীব্র নিন্দা করে জানিয়েছে, সাধারণ নাগরিক ও পরিকাঠামোর উপর এই ধরনের হামলা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সৌদিতে থাকা ভারতীয়দের সতর্ক থাকার ও প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না-বেরোনোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হুথিদের এই আক্রমণের জবাবে সৌদির জ্বালানিমন্ত্রী প্রিন্স আব্দুল আজ়িজ় বিন সলমন হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, হামলার ভয়াবহতা অনুযায়ী সৌদির প্রতিক্রিয়াও সমপর্যায়ের হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, হুথিদের বিরুদ্ধে সৌদির বিমান-হামলায় সরাসরি যোগ দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে আমেরিকা।

তবে রিয়াদের আধিকারিকেরা গোপনে স্বীকার করছেন, মুহুর্মুহু হামলা রুখতে গিয়ে তাঁদের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ক্ষেপণাস্ত্রের (ইন্টারসেপ্টর) মজুত কার্যত ফুরিয়ে আসছে। ঘাটতি মেটাতে ফ্রান্স, ব্রিটেন, পাকিস্তান ও মিশরের কাছে জরুরি সামরিক সহায়তা চেয়েছে রিয়াদ। ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাতের কারণে স্বয়ং আমেরিকার নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্রের ভাণ্ডারেও টান পড়েছে।

সংঘাতের নেপথ্যে

২০১৫ সালে ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে সৌদি আরব সরাসরি হস্তক্ষেপ করার পর থেকেই মূলত হুথিদের সঙ্গে এই লড়াইয়ের সূচনা। দীর্ঘদিন পর ২০২২ সালে দুই পক্ষের মধ্যে একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। কিন্তু গত জুলাইয়ে আমেরিকা ও ইজ়রায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ শুরু হতেই সেই শান্তি ভেস্তে যায়। ইয়েমেনের সানা বিমানবন্দর থেকে হুথি প্রতিনিধিদের নিয়ে তেহরানগামী এক ইরানি বিমানে সৌদি বাহিনী গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠার পর থেকেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।

সংঘাত কমাতে রবিবার রাতে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি ও সৌদির বিদেশমন্ত্রীর মধ্যে ফোনে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সামরিক আগ্রাসন এড়িয়ে রিয়াদকে রাজনৈতিক সমাধানের পথে হাঁটার বার্তা দিয়েছে তেহরান। পাশাপাশি ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, এই লড়াইয়ের ফলে আরব উপদ্বীপে অস্থিরতা বাড়ছে এবং এতে লাভবান হচ্ছে একমাত্র ইজ়রায়েল।

# বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বন্ধে দেশটির সরকার কার্যকর ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছে ভারত

**দিল্লি ডেস্ক ঃ**বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন বন্ধে দেশটির সরকার কার্যকর ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছে ভারত। বুধবার নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এ প্রত্যাশার কথা জানান মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল ।[ব্রিফিংয়ে দুর্গাপূজার প্রাক্কালে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের দেওয়া একটি সাম্প্রতিক বিবৃতির প্রসঙ্গ তুলে এক সাংবাদিক মুখপাত্রের কাছে ভারত সরকারের অবস্থান জানতে চান। ওই বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছিল, বিগত তিন মাসে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর হত্যাকাণ্ডসহ অন্তত ১৪১টি নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে এবং এসব ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

এর জবাবে অতীত বা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কোনো ধরনের দোষারোপমূলক মন্তব্য না করে রণধীর জয়সোয়াল বলেন, 'আমাদের আশা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হবে।'

একই সংবাদ সম্মেলনে বিমসটেকভুক্ত দেশগুলোর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের অনুপস্থিতি এবং তার পরিবর্তে স্বরাষ্ট্রসচিবের যোগদান নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নকর্তা উল্লেখ করেন, এর আগে বিমসটেকের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ব্রিকস সম্মেলনের আউটরিচ বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তিনি যাননি এবং এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

# দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে করতে, পুলিশর পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

**ঢাকা ডেস্ক ঃ** পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের হল অব প্রাইডে শারদীয় দুর্গাপূজা ২০২৬ উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্বকালে তিনি এ কথা বলেন। আইজিপি বলেন, পূজাকে কেন্দ্র করে কোনো মহল বা গোষ্ঠী যাতে সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে না পারে সেজন্য সকলকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। তিনি এক্ষেত্রে কমিউনিটি ও বিট পুলিশিংয়ের মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন ।আইজিপি দুর্গাপূজার আনন্দঘন পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সকলকে সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দুর্গাপূজা নিরাপদে আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপিত হবে। সভায় অতিরিক্ত আইজি (প্রশাসন) এ কে এম আওলাদ হোসেন, এসআরইউয়ের অতিরিক্ত আইজি মো. রেজাউল করিম, ডিএমপি কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, নৌ পুলিশের অতিরিক্ত আইজি মো. রেজাউল করিম, এসআরবি মহাপরিচালক (অতিরিক্ত আইজি) মো. আহসান হাবীব পলাশ, ট্যুরিস্ট পুলিশের অতিরিক্ত আইজি জি এম আজিজুর রহমান, অতিরিক্ত আইজি (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. সায়েদুর রহমান, রেলওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত আইজি (ভারপ্রাপ্ত) ব্যারিস্টার মো. জিল্লুর রহমান, হাইওয়ে রেঞ্জের অতিরিক্ত আইজি ফারুক আহমেদ, এসবি প্রধান (অতিরিক্ত আইজি) মো. কামরুল আহসান, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান তপন মজুমদার, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি নির্মল রোজারিও ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর ও সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ শর্মা উপস্থিত ছিলেন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com

# নিউইয়র্কে দুর্গাপূজা শুরু ১৬ই অক্টোম্বর থেকে

একদিকে শারদোৎসব হলেও এবার দুর্গাপূজা পালন হচ্ছে বর্নীল উৎসবের ছন্দে। আলোকসজ্জা, সাজসজ্জাসহ উৎসব ও পূজার সাত্বিক আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকবে পূজামণ্ডপ। এবারের দুর্গোৎসবকে জাতীয় পূজা উদযাপন পরিষদ আড়ম্বর ও উৎসবে দুর্গাপূজা ভিন্ন আমেজ থাকবে। দেবী দুর্গার পূজা মানেই অশুভ শক্তির প্রতীক অসুরের বিরুদ্ধে শুভশক্তির বিজয়। সে জন্য চিরসুন্দর কল্যাণময়ী মাতৃরূপের সঙ্গে অসহায় ও নিপীড়িতের আশ্রয়ও তিনি। আর এখানেই শারদীয় দুর্গোৎসব সার্বজনীনরূপে আবির্ভূত। দুর্গাপূজা সার্বজনীন হওয়ার ফলে এর বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন ঘটেছে। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংশ্লিষ্টতা বেড়েছে। সমাজের ধনী-দরিদ্র সবাই একসঙ্গে মিলে এ উৎসব পালন করার সুযোগ লাভ করেছে। এখানে উঁচু-নিচু কিংবা জাতি-সম্প্রদায়গত ভেদ নেই। দুর্গাপূজার এই সার্বজনীনতা দেবী প্রতিমার রূপ-কল্পনায়ও পরিলক্ষিত হয়। অন্য সব দেবতাই এককভাবে পূজিত হন; কিন্তু দেবী দুর্গা পূজিত হন সমষ্টিগতভাবে। এই যে সামষ্টিকতা, সমাজের জন্য উপকারী হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এবারে দুর্গার আগমনকে আমরা বাংলাদেশের জন্য, বাঙালির জন্য, মর্ত্যবাসীর জন্য শুভ সংবাদ হিসেবে বিবেচনা করতে চাই। দেবীর আগমনে শান্তি ও সম্ভাব সর্বত্র প্রসারিত হয়ে আমাদের চারদিক মঙ্গলালোকে ভরে তুলুক। নিউইয়র্কেও দুর্গাপূজার আমেজ ও অনুভূমি প্রবাসী বাংলাদেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে উৎসব। ১৬ই অক্টোম্বর ষষ্ঠী পূজা দিয়ে দেবীর বোধন শুরু হবে। তারপর সপ্তামী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী বা বিসর্জনের মাধ্যমে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানানো হয়।নিউইয়র্কে প্রধান প্রধান সংগঠন ও মন্দিরগুলির মধ্যে কুইন্সের করোনায় বাংলাদেশ হিন্দু মন্দির, জ্যাকসন হাইটসের ওম শক্তি মন্দির, উডসাইডের দিব্য দামে নিউইয়র্ক পূজা উদযাপন পরিষদ, ঢাকা ক্লাবে হিন্দু মিলন মেলা, কুইন্স প্যালেসে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, জ্যাকসন হাইটসের ডাইবারসিটি প্লাজা, টাইম স্কয়ারে বেঙ্গলী ক্লাব, টাইমস স্কয়ার পূজা উদযাপন কমিটি, ব্রুকলিনের গৌড়নিতাই মন্দির এবং রাধামাধব মন্দির, জ্যামাইকার মহামায়া মন্দির, জ্যামাইকা কালী মন্দির, সনাতন সেবাশ্রম মন্দির, মহাকাল মন্দির, রিচমণ্ডহালের শ্রীহরি মন্দির সহ ফ্লোরাল পার্কের দেবালয় মন্দিরে দুর্গোৎসবের ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে নিউইয়র্ক সিটির পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ও নিরাপত্তা ইস্যুতে সচেতন ভূমিকার বিষয়ে অবগত রয়েছে। নিউইয়র্ক বাংলাদেশী হিন্দু কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ সকল প্রবাসীদের শান্তিপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে দুর্গোৎসব পালনের আহ্বান জানান।

নিউইয়র্কের প্রথম বাংলাদেশী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালে। বাংলাদেশ পূজা সমিতি নিউইয়র্কের আদি সংগঠন। বাংলাদেশ পূজা সমিতির পূজা হচ্ছে প্রেশমেডোর গুজরাটী সমাজ হলে অক্টোবর ৪ ও ৫ তারিখে দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছে।

খবর নিয়ে জানা যায় নিউইয়র্কের সব পূজা মন্ডপে স্থানীয় শিল্পী, ঢাকা ও কলকাতার শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবে।

# স্বদেশী দুর্গা

## সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত

‘আনন্দমঠ’-এ ভবানন্দ অশ্রুসিক্ত নয়নে যে মায়ের পরিচয় দিয়েছিলেন, তিনি কেবল দেবী নন—তিনি দেশমাতৃকা। জগদ্ধাত্রী রূপে ‘মা যা ছিলেন’, কঙ্কালমালিনী কালিকারূপে ‘মা যা হয়েছেন’ এবং দশভুজা গৌরী-নারায়ণীরূপে ‘মা যা হবেন’—এই ত্রিরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গজননীর এক মহিমান্বিত প্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন। শরতের আগমনি-আবহে নৈহাটির কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে বসে তাঁর কলমে জন্ম নেয় ‘বন্দে মাতরম’। ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর তা ‘বঙ্গদর্শন’-এ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এই গানই বাংলার বিপ্লবীদের প্রধান বীজমন্ত্রে পরিণত হয়।

বঙ্কিমের কল্পনার দেশমাতৃকার মধ্যেই বিপ্লবীরা দুর্গার রাজরাজেশ্বরী রূপে স্বাধীন স্বদেশের প্রতিমূর্তি দেখতে চেয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সেই ভাবনাকে বাস্তব কর্মপরিকল্পনায় রূপ দেন ‘ভবানী মন্দির’-এর মাধ্যমে। শিবাজির আদর্শে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে মন্দির-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে দেশমাতৃকার

সাধনায় নিবেদিত কর্মী গড়ে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য। ‘ঘড় ঈড়সঢ়ৎড়সরংব’-এর আদর্শে আত্মনিয়ন্ত্রণ, শরীরচর্চা, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্যরক্ষা ও সমাজসেবার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জনশিক্ষা, গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের পরিকল্পনাও ছিল।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এই উদ্যোগকে বাস্তব রূপ দিতে ‘ভবানী মন্দির’ ও ‘ঘড় ঈড়সঢ়ৎড়সরংব’ গোপনে মুদ্রণ ও প্রচার করেন এবং বিহারের কাইমুর পাহাড়ে আশ্রমস্থল অনুসন্ধান করেন। প্রতিকূল পরিবেশে স্থায়ী মন্দির সম্ভব না হলেও কলকাতার মুরারিপুকুর বাগানবাড়ি ও নর্মদাতীরের গঙ্গুলনাথ আশ্রমে কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। রক্ষণানন্দের পর কেশবানন্দের তত্ত্বাবধানে শ্রীঅরবিন্দ ও দেশপাণ্ডে সেখানে পাঠশালাও গড়ে তোলেন।

শিবাজির ভবানীকে বাংলার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করতে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে কখনো ঘরের মেয়ে উমা, কখনো শত্রুবিনাশিনী দুর্গারূপে কল্পনা করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সময় অবনীন্দ্রনাথের ‘বঙ্গমাতা’, ভগিনী নিবেদিতার অনুরোধে ‘ভারতমাতা’ হয়ে ওঠে। তাঁর ‘চক্ষু সংস্কৃতি’র ধারণায় সেই চিত্র দেবী দুর্গার প্রতিচ্ছবি ধারণ করে জাতীয়তাবাদের এক শক্তিশালী দৃশ্যমান প্রতীকে পরিণত হয়। ব্রিটিশ শাসনের কঠোর নজরদারির যুগে বাংলার ধর্মীয় উৎসবগুলি কেবল আচার-অনুষ্ঠানের পরিসরে সীমাবদ্ধ ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের জনসংযোগ, সংগঠন ও দেশাত্মবোধ জাগরণের আড়াল। দুর্গাপুজো ও কালীপুজোর জনসমাগমকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবীরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, গোপন বৈঠক এবং স্বাধীনতার বার্তা প্রচারের সুযোগ পেতেন। দেবীর আরাধনার অন্তরালে গড়ে উঠত আত্মশক্তি, শৃঙ্খলা ও স্বদেশ চেতনার এক নতুন পরিসর।

এই ইতিহাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলের সিমলা ব্যায়াম সমিতি। বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু ১৯২৬ সালের ২ এপ্রিল এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শরীরচর্চা, কুস্তি, লাঠিখেলা, ছুরিখেলা ও সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেমের বীজ বপন করা হয়। সেই বছরই শুরু হয় সমিতির সর্বজনীন দুর্গোৎসব। এখানে দুর্গা কেবল পূজিত দেবী নন—তিনি হয়ে ওঠেন দেশমাতৃকা, শক্তি ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীক। মহাষ্টমীর বীরাষ্টমী উৎসবে লাঠি, ছুরি ও কুস্তির প্রদর্শন তরুণদের শারীরিক সক্ষমতা ও সাহসের প্রকাশ ঘটাত। জাতি, ধর্ম ও আর্থিক অবস্থার বিভাজন অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এই উৎসবকে আরও তাৎপর্যময় করে তোলে।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধানচন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর রায়, হেমন্তকুমার বসু, রাজেন দেব, রাধারমণ মিত্র, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্মন ও প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। নারী বিপ্লবীদের মধ্যেও উর্মিলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, ইলা সেন, শান্তি দাস, আশালতা দাস ও কল্পনা দত্তের মতো ব্যক্তিত্ব এই বৃহত্তর জাতীয়তাবাদী পরিসরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সমিতির বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কারণে ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহ ক্রমশ ঘনীভূত হয়। ১৯৩২ সালের ৪ জানুয়ারি সমিতিকে বেআইনি ঘোষণা করা হলে বন্ধ হয়ে যায় পুজো ও অন্যান্য কার্যকলাপ। প্রায় দুই বছর পর, ৭ অক্টোবর, ১৯৩৪ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে পুনরায় শুরু হয় দুর্গোৎসব। নেতাজির প্রত্যক্ষ যোগে এই পুজো পরবর্তীকালে ‘স্বদেশী পুজো’ নামে পরিচিতি লাভ করে।

# বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি নেয়া বন্ধ ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি সীমিত করছে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। কিছু ক্ষেত্রে ভর্তি প্রস্তাবও প্রত্যাহার করা হচ্ছে।

বিজনেস ইনসাইডারের তথ্যমতে, যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কঠোরতর কমপ্লায়েন্স বিধির পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। নতুন নিয়মে শিক্ষার্থী ভিসা প্রত্যাখ্যানের হার কম রাখার পাশাপাশি নির্দিষ্ট ভর্তি ও কোর্স সম্পন্নের হারও বজায় রাখতে হবে।

গত ১ জুন থেকে ‘বেসিক কমপ্লায়েন্স অ্যাসেসমেন্ট’-এর আওতায় সর্বোচ্চ ভিসা প্রত্যাখ্যানের সীমা ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশের নিচে নামিয়েছে স্বরাষ্ট্র দপ্তর। একই সঙ্গে স্পনসর করা শিক্ষার্থীদের অন্তত ৯৫ শতাংশকে ভর্তি করাতে হবে এবং কোর্স সম্পন্নের হার রাখতে হবে ৮৫ শতাংশ। বারবার এই মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্পনসর লাইসেন্স ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

অভিবাসন ও নাগরিকত্ববিষয়ক মন্ত্রী মাইক ট্যাপ বলেন, শিক্ষার্থী ভিসার পথ যেন ‘আশ্রয় আবেদন ও অবৈধ কাজের পেছনের দরজা’ হিসেবে ব্যবহৃত না হয়, সেটিই এই নীতির উদ্দেশ্য।

হোম অফিসের তথ্য বিশ্লেষণ করে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে, ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে যুক্তরাজ্যে স্টাডি ভিসার ১০ দশমিক ৫ শতাংশ আবেদন প্রত্যাহার করা হয়েছে। ২০২৫ সালের একই সময়ে এ হার ছিল ২ দশমিক ৩ শতাংশ, আর ২০২৩ সালে মাত্র শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ।

তালিকাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবেদন প্রত্যাহারের হার পাকিস্তানের ৪০ দশমিক ৯ শতাংশ। এরপর বাংলাদেশ ২৩ দশমিক ৫ শতাংশ এবং নাইজেরিয়া ২২ দশমিক ৭ শতাংশ। ভারতের ক্ষেত্রে এ হার ৫ দশমিক ২ শতাংশ।

আগাম ব্যবস্থা নেয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে সান্ডারল্যান্ড, চেস্টার, উলভারহ্যাম্পটন, ইস্ট লন্ডন, কভেন্ট্রি, হার্টফোর্ডশায়ার, অক্সফোর্ড ব্রুকস, গ্লাসগো ক্যালেডোনিয়ান এবং বিপিপি ইউনিভার্সিটি।

অক্সফোর্ড ব্রুকস ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আবেদনকারীদের স্পনসরশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। পাশাপাশি নাইজেরিয়া ও ভারতের শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত কমপ্লায়েন্স যাচাই চালু করেছে।

# নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে দুর্গোৎসব

পাওয়ার আনন্দ। নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে ২০২৬সালের দুর্গোৎসব তাই পূজার আনুষ্ঠানিকতা পেরিয়ে হয়ে উঠল একআবেগঘন স্মৃতি। দেবী এলেন রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে; বিদায়ের সময় আকাশ-ভিজল বৃষ্টিতে। প্রকৃতির এই পরিবর্তনের মধ্যে বাঙালির উৎসবেরচিরপরিচিত দুই অনুভূতি যেন পাশাপাশি ধরা দিল- আগমনের উচ্ছ্বাসএবং বিদায়ের বিষাদ।

ম্যানহাটনের ফাদার ডাফি স্কোয়ারে ১০ ও ১১ অক্টোবর আয়োজিত এইউৎসব ছিল টাইমস স্কোয়ারে দুর্গোৎসবের দ্বিতীয় আয়োজন। এর ভাবনাছিল ‘মহামিলন ২০২৬’- বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষকে বাঙালির ধর্মীয়ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা। আন্তর্জাতিক পর্যটক, প্রবাসী-পরিবার, শিল্পী এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতিতে বিশ্বনগরীরএই পরিচিত প্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছিল আপনজনের মিলনক্ষেত্র।

১০ অক্টোবর, শনিবার, ঝকঝকে রোদের নিচে দেবীবরণের আনন্দেমুখরিত হয়ে ওঠে উৎসবস্থল। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি, পূজারআয়োজন এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা মিলিয়ে টাইমস স্কোয়ার পায়অন্য এক পরিচয়। প্রতিদিনের ব্যস্ত নগরজীবনের মধ্যে সেদিন জায়গাকরে নেয় বাঙালির শারদীয় আবেগ। দূরদেশে বসবাস করেও মানুষঅনুভব করেন, তাঁদের উৎসব, ভাষা ও সংস্কৃতি এখনও এক সুতোয়বেঁধে রেখেছে।

প্রবাসে দুর্গাপূজার আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ফেলে আসা জীবনেরস্মৃতি। কারও মনে পড়ে শৈশবের পূজামণ্ডপ, কারও পাড়ার সাংস্কৃতিকঅনুষ্ঠান, কারও পরিবারের সঙ্গে অঞ্জলি দেওয়ার মুহূর্ত। টাইমসস্কোয়ারের এই আয়োজন সেই স্মৃতিগুলোকে নতুন পরিবেশে বাঁচিয়েরাখার সুযোগ এনে দেয়। এখানে বেড়ে ওঠা শিশুদের কাছে যে উৎসবনতুন পরিচয়ের দরজা, তাঁদের মা-বাবার কাছে সেটিই ফিরে পাওয়ারএক কোমল অনুভূতি।


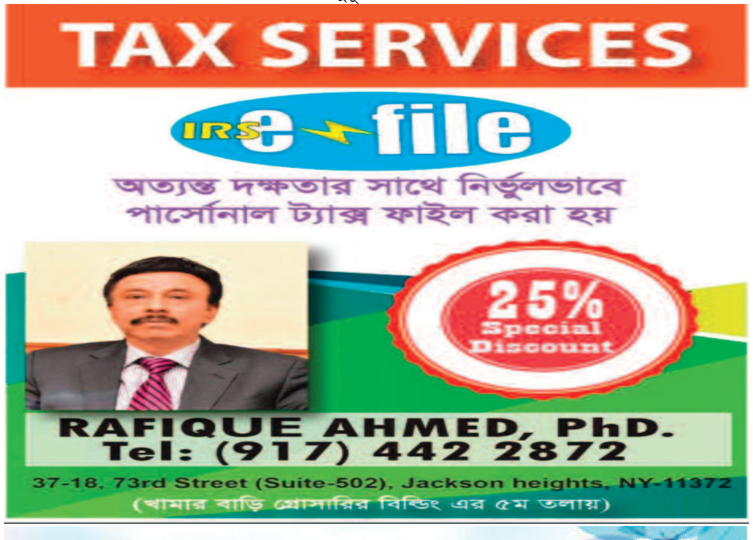

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# ফ্লাই দুবাই কাণ্ডে এবার মালদ্বীপ যোগ!

মালদ্বীপের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে অবস্থিত মালদ্বীপের দূতাবাসের তরফে ওই দুই পাইলটের পরিবারকে গ্রেপ্তারির খবর জানানো হয়। ফ্লাই দুবাইয়ে সর্বশেষ যে ৬ জন মালদ্বীপের পাইলটকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদেরই দু'জন এরা। ৩০ সেপ্টেম্বর বিমান হাইজ্যাকের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হামামির সঙ্গেই কাজ করতেন এরা। যদিও প্রশাসনের তরফে এখনও তাঁদের গ্রেপ্তারি নিয়ে সরকারিভাবে কিছুই জানানো হয়নি। তবে তদন্তকারীদের অনুমান, এই দুই পাইলট হামামির সঙ্গেই বিমান হাইজ্যাকের ষড়যন্ত্র করেছিল।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে অবস্থিত মালদ্বীপের দূতাবাসের তরফে ওই দুই পাইলটের পরিবারকে গ্রেপ্তারির খবর জানানো হয়।

এদিকে ওই বিমানে সফর করা আসাফ নামে এক যাত্রীর বয়ান সামনে এসেছে। যেখানে দাবি করা হয়েছে, ঘটনার সময় কিছু ক্রু সদস্য ছবি ও ভিডিও তুলতে বাধা দিচ্ছিলেন। এমনকী ক্রু সদস্যরা আহত ভারতীয় ক্যাপ্টেনের মুখে এক অদ্ভুত বড়ি ঢোকানোর চেষ্টা করেন। আসাফের

# ফ্লাইদুবাইয়ের জের? ইজ়রায়েল অভিমুখী বিমানে বাংলাদেশ, পাকিস্তানের পাইলট নিষিদ্ধ করল এয়ার ফ্রান্স, অন্য সংস্থাও

**লন্ডন ডেস্ক ঃ** ফ্লাইদুবাইয়ের তেল আভিভগামী বিমানে সন্ত্রাসবাদী হামলার চেষ্টার পর ইজ়রায়েল আরও কঠোর হয়েছে। পুরনো নির্দেশিকা মেনে চলার বার্তা পাঠানো হয়েছে বিদেশি বিমান সংস্থাগুলিকে।

ফ্লাইদুবাই কাণ্ডের পর তৎপর ইজ়রায়েল। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নেই এমন কোনও দেশের পাইলটকে যাতে তাদের দেশে না পাঠানো হয়, আগেই সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা তারা জারি করেছিল। এ বার তা কঠোর ভাবে কার্যকর করা শুরু হয়েছে। ইজ়রায়েলের বিধিনিষেধ পালন করতে শুরু করেছে বিদেশি বিমান সংস্থাগুলিও। সম্প্রতি ফ্রান্সের বিমান সংস্থা এয়ার ফ্রান্স পাকিস্তান-সহ ৩১টি দেশের পাইলটদের ইজ়রায়েলগামী বিমান থেকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ওই তালিকায় আছে ভারতের আর এক প্রতিবেশী বাংলাদেশও। শুধু এয়ার ফ্রান্স নয়, আমেরিকার ইউনাইটেড এয়ার-লাইন্স এবং আরও কিছু সংস্থা ইজ়রায়েলের নির্দেশিকা অনুযায়ী পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিমানসংস্থা ফ্লাইদুবাইয়ের তেল আভিভগামী একটি বিমানে গত ৩০ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবাদী হামলার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ। বিমানটির সহকারী পাইলট হামাম আল-হাম্মামি ছিলেন ওমানের নাগরিক। তিনি ভারতীয় ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের উপর ককপিটের ভিতরেই ছুরি নিয়ে চড়াও হন। অভিযোগ, ক্যাপ্টেনকে মেরে বিমানটি তেল আভিভে নিয়ে গিয়ে বিমানবন্দরের অন্য কোনও বিমানের সঙ্গে বা কোনও গগনচুম্বী ইমারতের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল তাঁর। অভিযুক্ত পাইলট এখন তদন্তকারীদের হেফাজতে। তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়নি। কিন্তু ওই ঘটনার পরেই কূটনৈতিক বন্ধুত্বহীন রাষ্ট্রগুলির পাইলটদের ইজ়রায়েলে না-পাঠানোর নিয়মটি কার্যকর করতে তৎপর হয়েছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। পুরনো নির্দেশিকাটি নতুন করে প্রকাশ করা হয়েছে।

এয়ার ফ্রান্স যে সমস্ত দেশের পাইলটদের ইজ়রায়েলগামী বিমান থেকে নিষিদ্ধ করেছে, তার মধ্যে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে আফ-গানিস্তান, আলজিরিয়া, সৌদি আরব, ব্রুনেই, কলম্বিয়া, উত্তর কোরিয়া, কোমোরোস, কিউবা, জিবুতি, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, ইরান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মলদ্বীপ, মালি, মরিটানিয়া, নিকারাগুয়া, নাইজার, ওমান, কাতার, সোমালিয়া, সুদান, সিরিয়া, টিউনি-শিয়া, ভেনেজুয়েলা এবং ইয়েমেন। ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের তালিকায় আবার ২৯টি দেশের নাম রয়েছে। এ ছাড়া, চেকোস্লোভাকিয়ার বৃহত্তম বিমান সংস্থা স্মার্টউইংসও ইজ়রায়েলের বিধিনিষেধ মেনে চলার কথা ঘোষণা করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত তার জন্য তাদের বিমানের সূচির কোনও পরিবর্তন করতে হয়নি।

আগে থেকে নির্দেশিকা জারি করা থাকলেও তা কার্যকর করা হচ্ছে কি না, ইজ়রায়েলের তরফে তার উপর কোনও নজরদারি ছিল না বলে অভিযোগ। এ নিয়ে সে দেশের শিন বেট নিরাপত্তা সংস্থা যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছে। পরিবহণ মন্ত্রকও মেনে নিয়েছে গাফিলতি। ফ্লাইদুবাইয়ের ওই ঘটনার পর ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সের উপর মঙ্গলবার প্রথম কঠোর হয়েছে ইজ়রায়েল। ওই বিমানের পাইলট ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক, যে দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই ইজ়রায়েলের। বিমানটি ওড়ার পরেই ইজ়রায়েল জানিয়ে দেয়, ওই পাইলটকে পাঠানো যাবে না। পরে বিমানটি আবার ইথিওপিয়াতেই অবতরণ করে। পাইলট পরিবর্তনের পর তা তেল আভিভের উদ্দেশে রওনা দেয়।

# ক্যানসারে আক্রান্ত পোপ লিও, কেমন

আপাতত সুস্থ রয়েছেন তিনি।

জানা গিয়েছে, ৭১ বছরের পোপ লিও ফুসফুসের অ্যাডেনোকার্সিনোমা নামক ক্যানসারে আক্রান্ত। পোপ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার ১৭ মাস পর এই প্রথম প্রকাশ্যে এল লিওর গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার বিষয়টি। অবশ্য গত রবিবারই এক প্রার্থনার সময় নিজের ফুসফুসের ক্যানসারের কথা প্রকাশ্যে এনেছিলেন পোপ। জানিয়েছিলেন, শীঘ্রই অস্ত্রোপচার হবে তাঁর। এরপরই জানা গেল, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। ৯০ মিনিটের এই অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তাঁর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। ৯০ মিনিটের এই অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে বলে জানিয়েছেন চি-কিৎসকরা।

ভ্যাটিকানের তরফে জানানো হয়েছে, পোপের জ্ঞান ফিরেছে। তিনি এখন হাসপাতালে বিশ্রামে রয়েছেন। চিকিৎসক মহলের মতে, উদ্বেগের কিছু নেই। টিউমারটি প্রাথমিক পর্যায়েই অপসারণ করা হয়েছে ফলে লিও-র সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আপাতত কোনও সমাবেশে উপস্থিত হতে

পারবেন না লিও। আগামী এক সপ্তাহ তাঁকে হাসপাতালেই থাকতে হবে। ২০ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁর সমস্ত প্রকাশ্য সমাবেশ বা কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে নভেম্বর মাসে উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও পেরুতে ১১ দিনের একটি সফরে যাবেন তিনি।

উল্লেখ্য, ক্যাথলিক চার্চে পোপ সর্বোচ্চ ধর্মীয় পদে অধিষ্ঠিত। বিশ্বজুড়ে এই চার্চের প্রায় ১৪০ কোটি অনুসারী রয়েছেন। পোপ অসুস্থ হলে, তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কোনও আনুষ্ঠানিক পদ নেই। তবে, এই সময়ে ভ্যাটিকানের প্রশাসনিক কাজ চলতে থাকে। ২০২৫ সালের মে মাসে সারা বিশ্বের কার্ডিনালদের দ্বারা নির্বাচিত হন লিও চতুর্দশ। তাঁর আসল নাম রবার্ট প্রিভস্ট।

FATEMA GROCERY & HALAL MEAT
ফাতেমা গ্রোসারী এন্ড হালাল মীট
▫ প্রতিদিনই সবকিছু ফ্রেশ
▫ এখানে সর্বদাই তাজা হালাল মাংস ও চিকেন পাওয়া যায়
▫ প্রতি সপ্তাহে পেন্ডনে আসা তাজা মাছ পাওয়া যায়
BEST PRICE 100% BEST PRICE GUARANTEED

167-11 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-9642
এখানে পাবেন সকল প্রকার মসলা, বাংলাদেশী তাজা ও ফ্রোজেন মাছ
টাটকা শাক-সব্জী এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গোসারী সামগ্রী

R&R DENTAL LAB

আমরা অতি উন্নতমানের Technology ও অভিজ্ঞ Technician দ্বারা সব ধরনের Acrylic,metal, flexilble Dentures তৈরী করে থাকি। আমরা দ্রুত Pickup ও Delivery করি। তাছাড়া যাবতীয় Repair, Reline,add tooth ও Nightguard একই দিনে মেরামত করে Delivery করি। আমরা প্রায় ৩০ বৎসর যাবত সুনামের সাথে Dentures এর কাজে নিয়োজিত আছি।
We guarantee your satisfaction
Tel:(718)-533-1611

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# ভোটের আমেরিকায় রিপাবলিকান

আগামী ৩ নভেম্বর আমেরিকায় হতে চলেছে মধ্যবর্তী নির্বাচন। তার আগে রিপোর্ট বলছে, ২০২৫-২৬ সালের নির্বাচনের সময় এখনও পর্যন্ত মাস্ক রিপাবলিকান পার্টিকে ৩৬৬ মিলিয়ন ডলার দিয়েছেন। যা ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় দেওয়া ২৯০ মিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশি। পাশাপাশি রিপোর্ট বলছে, সেনেট নির্বাচনের সময় রিপাবলিকান পার্টির প্রচার সংস্থা 'সেনেট লিডারশিপ ফান্ড'কে দিয়েছিলেন ১৫৮ মিলিয়ন ডলার। আমেরিকার ইতিহাসে এটাই ছিল নির্বাচনে কোনও সংস্থাকে দেওয়া সর্বোচ্চ চাঁদা। সবমিলিয়ে রিপাবলিকান পার্টিকে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ অর্থ দিয়েছেন এলন মাস্ক। এ ছাড়াও, মাস্ক 'আমেরিকা প্যাক'-কে ৭৬ মিলিয়ন ডলার দিয়েছেন, যা তিন ডজনেরও বেশি আসনে রিপাবলিকান প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার চালাচ্ছে।

রিপাবলিকান পার্টিকে ২৭৬ মিলিয়ন ডলার বা ২৬০০ কোটি টাকা চাঁদা দিলেন মাস্ক। এই ঘটনায় যারপরনাই খুশি ডোনাল্ড ট্রাম্প।

২০২৪ সালে নির্বাচনে ট্রাম্পকে সমর্থনের জন্য আমেরিকা পিএসসি নামে এক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এলন মাস্ক। যার লক্ষ্য ছিল রিপাবলিকান প্রার্থীদের হয়ে প্রচার ও ভোটারদের কাছে পৌঁছতে সাহায্য করা। দলের পাশাপাশি রিপাবলিকান পার্টির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সংস্থাগুলিকেও বিপুল অর্থ দিয়েছেন এলন মাস্ক। কখনও 'কংগ্রেসনাল লিডারশিপ ফান্ড'-কে ২ কোটি ডলার, তো কখনও টেক্সাসে রিপাবলিকান সিনেট প্রার্থী কেন প্যাক্সটনকে সমর্থনকারী 'লোন স্টার লিবার্টি পিএসি' ১ কোটি ডলার দিয়েছেন। সেই ধারা অব্যাহত রেখে নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ২৭৬ মিলিয়ন ডলার বা ২৬০০ কোটি টাকা চাঁদা দিলেন মাস্ক।

স্পেস এক্স সংস্থার মালিক এলন মাস্ক। বর্তমানে তাঁর সংস্থা একের পর এক সরকারি চুক্তি করেছে। হোয়াইট হাউসেও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে তাঁর। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে, ট্রাম্প তাঁকে সরকারি ব্যয় কমানোর দায়িত্ব দিয়ে ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি-এর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন। তবে, কয়েক মাস পরেই দু'জনের মধ্যে একটি বিরোধ চরমে ওঠে, সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। মাস্ক পরে ট্রাম্পের শিবিরে ফিরে আসেন। সম্প্রতি তাকে 'ন্যাশনাল মেডেল অফ সায়েন্স' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

# 'ইউক্রেনে নতুন প্রেসিডেন্ট আসার সময়

নতুন চুক্তি করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর এই সিদ্ধান্ত মোটেই ভাল চোখে দেখেনি ইউক্রেন। সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জ়েলেনস্কি রুশ-মার্কিন চুক্তির সমালোচনা করতেই তাঁর বিরুদ্ধে সরব হলেন ট্রাম্প। বলে দিলেন, এ বার ইউক্রেনে নতুন প্রেসিডেন্ট আসার সময় এসেছে!

আমেরিকার বাজারে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ক্ষোভের মধ্যেই ট্রাম্প আচমকা রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তির কথা ঘোষণা করেন। ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি জানান, আমেরিকা ডিজ়েলে কিনবে রাশিয়া থেকে। অবিলম্বে তিন লক্ষ টন ডিজ়েলে মার্কিন বাজারে পাঠানোর কথাও পাকা হয়ে গিয়েছে। ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর জ়েলেনস্কি দীর্ঘ বিবৃতি দেন। অভিযোগ, এই চুক্তি আসলে রাশিয়ার কাছে উপহার স্বরূপ। এর মাধ্যমে পরোক্ষে যুদ্ধেই বিনিয়োগ করছে ওয়াশিংটন। শনিবার ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের সাংবাদিকদের সে প্রসঙ্গে বলেন, ''আমার মনে হয় ইউক্রেনের উচিত নতুন প্রেসিডেন্ট নিয়ে আসা। এমন প্রেসিডেন্ট, যিনি চুক্তি করতে পারেন। কোনও কারণে জ়েলেনস্কি সেটা পারেন না।''

'অবান্তর হস্তক্ষেপ'! দিল্লিতে গণ হারে আটক নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্বেগের পর মুখ খুলল ভারত, কড়া বিবৃতিতে পাল্টা পরামর্শও

২০২২ সালে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে থাকলে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে কখনও যুদ্ধ শুরুই হত না, দাবি করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ''এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথাই ছিল না। কোনও কারণ ছিল না। যুদ্ধ শুরু হয়েছে অযোগ্যতার কারণে। জ়েলেনস্কি ওই দেশটার ৩০ শতাংশ হারিয়ে ফেলেছেন। ২০ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছেন। এই যুদ্ধ শুরু হওয়া উচিত ছিল না। আমার মনে হয় ইউক্রেনের নতুন প্রেসিডেন্ট নিয়ে আসা উচিত।''

রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিকে আমেরিকার 'দুর্বল সিদ্ধান্ত' বলেছিলেন জ়েলেনস্কি। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, ''পুতিনকে উপহার দিলে শান্তি আসবে না। রাশিয়া আরও সন্ত্রাস ও বিশ্বাস-ঘাতকতার মাধ্যমে এর প্রতিদান দেবে। ওদের পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রির সুযোগ করে দেওয়া তো যুদ্ধেই বিনিয়োগ করার শামিল। রাশিয়ার সঙ্গে উত্তেজনা প্রশমনে প্রকৃত পদক্ষেপ প্রয়োজন। দুর্বল আলোচনায় লাভ হবে না।''

রাশিয়া-আমেরিকার চুক্তির পরেই ইউক্রেনে রুশ হামলার অভিযোগ উঠেছে শনিবার। অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে তাতে।

আগামী ৩ নভেম্বর আমেরিকায় নির্বাচন রয়েছে। তাতে খারাপ ফল হলে মার্কিন কংগ্রেসে আধিপত্য হারাতে পারে ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টি। অনেকের মতে, সেই কারণেই ভোটের মুখে তড়িঘড়ি রাশিয়ার সঙ্গে ডিজ়েলের চুক্তি করা হল। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে যে অসন্তোষ রয়েছে, তা এর মাধ্যমে কিছুটা প্রশমিত হতে পারে। ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ খোলার পরের দিনই জ়েলেনস্কিকে কটাক্ষ করে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট পরিবর্তনের ডাক দিলেন ট্রাম্প।

# 'খুনি-জঙ্গি', নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দরে বিক্ষোভের মুখে ইউনুস

উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান। তিনি জানান, ইউনুসের ভিভিআইপি নিরাপত্তা পাওয়ার কথা। আমেরিকায় তাঁর নিরাপত্তায় কোনো ঘাটতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। এই ঘটনার পিছনে বিদেশে বসবাসকারী আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীরা জড়িত বলেও ইঙ্গিত জাহেদের।

১২ অক্টোবর, সোমবার। নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দরে বিক্ষোভের মুখে মহম্মদ ইউনুস, 'জঙ্গি' বললেন বিক্ষোভকারীরা

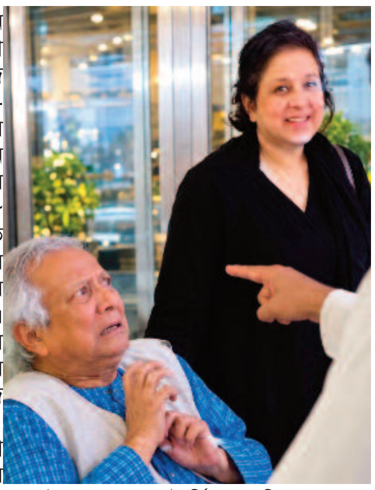

হিন্দু নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল তিনি ক্ষমতায় থাকাকালীন। হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুসের আমলে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে লাগাম-বিহীন সন্ত্রাসের অভিযোগ আন্তর্জাতিক মহল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। বেশ সমালোচিত হন তিনি। ফেব্রুয়ারিতে নতুন সরকার গঠনের পর তিনি পদত্যাগ করেন। তারপর কেটে গিয়েছে ৮ মাস। কিন্তু ইউনুসের প্রতি বাংলাদেশিদের ক্ষোভ যে বিন্দুমাত্র কমেনি, তার প্রমাণ মিলল সোমবার নিউ ইয়র্কে। জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে নামতেই তাঁকে ঘিরে প্রবল বিক্ষোভ দেখা গেল। ইউনুসকে 'জঙ্গি' বলে ধেয়ে এল অপমান, উঠল 'গো ব্যাক' স্লোগান। শেষমেশ হুইলচেয়ারে করে অশীতিপর ইউনুসকে বিমানবন্দর থেকে নিরাপদে বাইরে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়।

সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, সোমবার রাতে কাতার এয়ারওয়েজের বিমানে জেএফ কেনেডি বিমানবন্দরে ইউনুস নামেন। হুইলচেয়ারে চড়ে টার্মিনাল ৮ দিয়ে বেরনোর সময় একদল মানুষ ঘিরে ধরেন। এঁরা সকলে আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ 'গো ব্যাক' স্লোগান তোলেন। ভিড়ের মধ্যে একজন ইউনুসকে লক্ষ্য করে বলেন, ''আপনি একজন জঙ্গি। আপনি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে খুন করেছেন। এখানে এসেছেন কেন বলুন?''

২০২৪ সালের আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতনের পর মাস খানেকের পরই বিদেশ থেকে উড়ে এসে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। তাঁর আমলেই বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন সবচেয়ে বেশি হয় বলে অভিযোগ। তা নিয়ে শোরগোল পড়েছিল আন্তর্জাতিক মহলেও। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের মাধ্যমে তারেক রহমান সরকার আসার পর ইউনুসের পদ খোয়া যায়। তিনি এতদিন দেশেই ছিলেন। এই প্রথম গেলেন বিদেশ সফরে। আর আমেরিকায় পা রাখতেই জনবিক্ষোভের মুখে পড়তে হল তাঁকে। এই জনতার তাঁর দেশেরই।

সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, সোমবার রাতে কাতার এয়ারওয়েজের বিমানে জেএফ কেনেডি বিমানবন্দরে ইউনুস নামেন। হুইলচেয়ারে চড়ে টার্মিনাল ৮ দিয়ে বেরনোর সময় একদল মানুষ ঘিরে ধরেন। এঁরা সকলে আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ 'গো ব্যাক' স্লোগান তোলেন। ভিড়ের মধ্যে একজন ইউনুসকে লক্ষ্য করে বলেন, ''আপনি একজন জঙ্গি। আপনি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে খুন করেছেন। এখানে এসেছেন কেন বলুন?'' তাঁদের আরও অভিযোগ, ইউনুস প্রধান পদে থাকার সময়েই সবচেয়ে বেশি হিন্দু খুন হয়েছেন, বহু নিরাপত্তারক্ষী, পুলিশকে ঝুঁকির মুখে পড়তে হয়েছে। সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না ইউনুসের।

যদিও সমস্ত অভিযোগের মুখে শান্ত ছিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন শাসক তথা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। ইউনুসকে ঘিরে এই বিক্ষোভ দেখে অনেকেই বলছেন, এমনটা হওয়ারই ছিল। দেশের মানুষ সরাসরি প্রতিবাদ করতে না পারলেও বাইরের বাংলাদেশিরা গোটা পরিস্থিতিতে

Karnafully Travel Inc
37-16 73rd Street, Jackson Heights,
NY-11372 Suite # 201FR
tel : 718-205-6050 ,718-205-6055

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# সেলিম-আলী' প্যানেলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের

উপস্থিতি, অংশগ্রহণ আর সমর্থন। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি-কে যোগ্যতার সাথে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য প্যানেল 'সেলিম-আলী' প্যানেল। এই প্যানেল বিগত নির্বাচনে জয়ী হয়েই তার প্রমাণ রেখেছে। এবারের নির্বাচন ঘিরে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে জবাব দেয়া হবে ব্যালটের মাধ্যমে। বক্তারা আগামী ২৫ অক্টোবরের নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে 'সেলিম-আলী' প্যানেল-কে ভোট দিয়ে জয়ী করার জন্য সকল ভোটারের প্রতি আহবান জানান।

গত ১১ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের পিএস ১০৬ মিলনায়তনে প্যানেল পরিচিত ও নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করা হয়। 'সেলিম-আলী' প্যানেলের ব্রঙ্কস নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মাহবুব আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পরিবত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন শফিকুল আলম এবং গীতা থেকে পাঠ করেন শ্রী পল্লব সরকার। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ।

সভামঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন প্রবীণ প্রবাসী আব্দুর রব ধলা মিয়া, 'সেলিম-আলী' প্যানেলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক নাজমুল হাসান মানিক, কো চেয়ারম্যান আব্দুল হাসিম হাসনু, এম বাসিত রাজ্জাক, দুলাল মিয়া এনাম ও তাজু মিয়া, উপদেষ্টা আব্দুস শহীদ, যুগ্ম সদস্য সচিব এএসএম মাইনুদ্দীন পিন্টু, বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবর উদ্দিন ও লিয়াকত আলী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই এবং উপদেষ্টা গহর চৌধুরী কিনু, চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি মাকসুদুল হক চৌধুরী, জ্যামাইকা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ফারুক হোসেন মজুমদার, ওজনপার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো কনভেনর নজরুল ইসলাম লিটন ও প্রধান উপদেষ্টা সামির উদ্দিন, খবির ভূইয়া, কবি জলি রহমান, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, ঢাকা জেলা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি সাইফুল ইসলাম, মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতির সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি সামাদ মিয়া জাকারিয়া, বাংলাদেশী-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বাকা)'র সভাপতি সারওয়ার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, হৃদয়ে বাংলাদেশ-এর সভাপতি সাঈদুর রহমান লিংকন, জামালপুর জেলা সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বাবু, মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, সাবেক সভাপতি তোজাম্মেল আলী ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আলী, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি সাব্বির আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস-এর সাধারণ সম্পাদক শেখ অলি আহাদ, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক মঈনুর রহমান সুয়েব, প্রফেসর কামাল চৌধুরী, ড. ওয়াব জোয়ারদার, বিশ্বনাথ সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মনির আহমেদ, নবীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ইমরান আলী টিপু, নিউজার্সীর পেটারসন সিটির সাবেক কমিশনার এহিয়া খান, 'সেলিম-আলী' প্যানেলের ব্রঙ্কস নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মমিনুল ইসলাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শাহ কামাল, কফিল আহমেদ চৌধুরী, লিয়াকত আলী, গণেশ কীর্তনীয়া, রবিউল ইসলাম (কমিশনার), সোহেল আহমেদ, ফয়সাল আহমেদ, কাজী কিং জাকির, তাজুল ইসলাম প্রমুখ। যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন 'সেলিম-আলী' প্যানেলের ব্রঙ্কস নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব জিয়া আব্দুল্লাহ ও শামীম মিয়া।

সভার মাঝে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব জে মোল্লা সানি। এসময় সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী ছাড়াও ব্রঙ্কস থেকে এই প্যানেলের চার প্রার্থী যথাক্রমে সমাজকলাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মুনসুর আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী রুমানা আহমেদ, কার্যকরী সদস্য শামীম আহমেদ ও কাজী রবিউজ্জামান।

'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি- কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ আলী, সহ সাধারণ সম্পাদক- হারুন রশিদ (চেয়ারম্যান), কোষাধ্যক্ষ- নওশাদ হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক- ডিউক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- অনিক রাজ, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, সমাজকলাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মুনসুর আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী রুমানা আহমেদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- হাসান খান, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- এএসএম মাইন উদ্দিন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক- শাহনাজ হোসেন, এবং কার্যকরি সদস্য- জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ উজ্জল বিপুল, সারোয়ার খান বাবু, মোহাম্মদ এ মান্নান, শামীম আহমেদ, মোহাম্মদ আব্দুল মালেক খান ও কাজী রবিউজ্জামান।

সভায় বক্তারা বলেন, সোসাইটির ৫০ বছরের ইতিহাসে সেলিম-আলী পরিষদ সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইতিহাস রচনা করেছেন, সোসাইটিকে গণমুখী করেছেন, সোসাইটির ফান্ডে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার অর্থ ফান্ড রেখেছেন। বক্তারা এই প্যানেল-কে যোগ্য এবং সবার সেরা উল্লেখ করে আগামী নির্বাচনেও 'সেলিম-আলী' প্যানেল-কে পুনরায় নির্বাচিত করার আহ্বান জানান।

সভায় আতাউর রহমান সেলিম তার দীর্ঘ প্রবাস জীবনে বিভিন্ন সংগঠনে নেতৃত্ব দেয়ার কথা তুলে ধরে বলেন, আমরা কথা নয়, কাজে বিশ্বাসী। আমরা সোসাইটির 'কামলা' হিসেবে গত দুই বছরে সোসাইটির জন্য কি কাজ করেছি তা সবাই জানেন, বাকী কাজ সমাপ্ত করতেই আমরা আবার প্রার্থী হয়েছি। তিনি কারো অপপ্রচারে কান না দিয়ে আগামী ২৫ অক্টোবরের নির্বাচনে ভোট দিয়ে 'সেলিম-আলী' প্যানেলেল প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান।

মোহাম্মদ আলী বলেন, 'সেলিম-আলী' প্যানেলের জনপ্রিয়তায় কোন কোন মহল নানা অপপ্রচার চালাছে, ষড়যন্ত্র করছে। আমরা সবাই মিলে 'সেলিম-আলী' প্যানেল-কে বিজয় করে এই অপপ্রচারের জবাব দেবো। তিনি বলেন, ইফতার মাহফিলের মতো স্পর্শকাতর ও ধর্মীয় বিষয় নিয়েও মহলটি মিথ্যা কথা বলছে। তারা বিজয়ী হলে সোসাইটির উদ্যোগে ইফতার মাহফিল হবে কিনা আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমরা বিজয়ী হলে অবশ্যই ইফতার মাহফিল করবো। এটা আমাদের ধর্মীয় কাজ। আমরা কোন অপচয় করিনি। শুধু তাই না, আমরা অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবো, তাদেরকেও সহযোগিতা করেছি, আগামীতেও করবো।

# বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছরের ইতিহাসে প্রথম

অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো নির্বাচনী বিতর্কের আয়োজন করেছে ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড (এফবিডব্লিউ)। গত ৭ অক্টোবর, বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি হলে এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক ও উপস্থাপক খালেদ মহিউদ্দিন। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

'আমরা ভবিষ্যতে একটি জনকল্যাণমূলক বাংলাদেশ সোসাইটি দেখতে চাই'–এই প্রত্যয়কে সামনে রেখে আয়োজিত বিতর্কে বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরও কার্যকর, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও জনকল্যাণমুখী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

বিতর্কে সভাপতি পদে দুই প্যানেলের প্রার্থী আথাউর রহমান সালিম ও আজমল হোসেন কুনু অংশ নেন। সাধারণ সম্পাদক পদে দুই প্যানেলের প্রার্থী মোহাম্মদ আলী ও ফিরোজ আহমেদ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী রব্বি সৈয়দ অংশগ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী বিতর্কের আদলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রার্থীরা সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, নেতৃত্বের দায়বদ্ধতা এবং কমিউনিটির প্রত্যাশা নিয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছরের ইতিহাসে এ ধরনের নির্বাচনী বিতর্ককে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করেন আয়োজকেরা। তাঁদের মতে, নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের পরিকল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অঙ্গীকার সম্পর্কে ভোটারদের সরাসরি জানার সুযোগ তৈরি করাই এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিতর্কে বাংলাদেশ সোসাইটিকে আরও কার্যকর করার জন্য সাংগঠনিক উন্নয়ন, নতুন কর্মসূচি গ্রহণ, প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্মিলিত শক্তিকে জনকল্যাণে কাজে লাগানো এবং নতুন প্রজন্মকে সংগঠনের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। পাশাপাশি ভোটার পদ্ধতির সংস্কার, আর্থিক স্বচ্ছতা, ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরে সদস্যদের কল্যাণে বেশি অর্থ ব্যয়, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা এবং অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলার বিষয়েও আলোচনা হয়।

প্রার্থীরা বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার পাশাপাশি সংগঠনের সম্পদ ও অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সদস্যদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন। একটি আধুনিক, কার্যকর ও জনকল্যাণমুখী সংগঠন প্রতিষ্ঠায় পরিকল্পিত উদ্যোগ এবং নেতৃত্বের জবাবদিহিতা অপরিহার্য বলেও আলোচনায় উঠে আসে।

অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন গণমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার ও অনলাইনে প্রচার করা হয়। ঠিকানা টিভি এবং টাইম টিভি পুরো অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে। এ ছাড়া আইবিটিভিসহ অন্যান্য গণমাধ্যম, ব্লগার এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠানটির প্রচার হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঠিকানা পত্রিকার এম এম শাহীন, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটসের সভাপতি শহিদুল হক, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক নির্বাচন কমিশনার নাসির খান পল, শাহজাহান শেখ, এঞড়ৎরয়ঁষ ঐড়ংংধরহ ইধফধষ, এম এ আজিজসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিরা।

# জাতিসংঘে মুহাম্মদ নওশাদ জমির

বিচার এবং ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর আন্তর্জাতিক সনদ প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছেন মুহাম্মদ নওশাদ জমির এমপি। আজ মঙ্গলবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের ষষ্ঠ কমিটিতে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি এ আহ্বান জানান।

মানবতাবিরোধী অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের আশ্রয়দানকারী দেশগুলোর বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবিত সনদে তিনটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখার আহ্বান জানান নওশাদ জমির। তিনি অপরাধের আলামত সংরক্ষণ ও সাক্ষীদের সুরক্ষায় সহযোগিতা, ভুক্তভোগীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং আশ্রয়দানকারী দেশগুলোর দায়িত্ব ভাগাভাগিতে আন্তর্জাতিক সংহতি জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে নওশাদ জমির বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে আন্তর্জাতিক কাঠামোতে ভুক্তভোগীদের আশ্রয়দানকারী দেশগুলোর ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের পক্ষে ঢাকাবাসী’র

প্যানেলের সিনিয়র সহ সভাপতি দুলাল বেহেদু, সহ সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ নওশাদ হোসেন ও সাহিত্য সম্পাদক মোহাম্মদ এ আখতার বৃহত্তর ঢাকার সন্তান হওয়ায় প্যানেলটিকে যোগ্য প্যানেল হিসেবে সমর্থন জানানো হয়। উল্লেখ্য, দুলাল বেহেদু বৃহত্তর ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি’র দায়িত্ব পালন করছেন। সভায় দুলাল বেহেদু বলেন, সোসাইটির নির্বাচনে আমি জয়ী হই বা না হই আমি সোসাইটির পাশে থাকবো, কমিউনিটির পশে থাকবো এবং শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানে সাধ্যমত সহযোগিতা করবো। এটি আমার ওয়াদা।

সভায় ঢাকাবাসীর পক্ষ থেকে আয়োজক কমিটির বক্তারা যোগ্য প্যানেল হিসেবে ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের পক্ষে কাজ করা এবং ২৫ অক্টোবরের নির্বাচনে জয়ী করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অপরদিকে সভায় ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ তাদের বক্তব্যে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশী কমিউনিটির গড়ার পাশাপাশি স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন।

গত ৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে আয়োজিত এই সভায় বিপুল সংখ্যক ঢাকাবাসী সপরিবারে অংশ নেন। এছাড়াও বিপুল সংখ্য বাংলাদেশী-আমেরিকান সভায় উপস্থিত হওয়ায় সভাটি উৎসবমুখর হয়ে উঠে। সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত সভার কার্যক্রম চলে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বিশেষ দোয়া মুনাজাত করেন মাওলানা কাজী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক এবং গীতা থেকে পাঠ করেন বিমল চন্দ্র বর্মণ। পরবর্তীতে ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের প্রার্থীর নিয়ে সরচিত কবিতা পাঠ করেন

বিশিষ্ট রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, সংগঠক ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাকে সভাপতি ও সাবেক ট্রাষ্টিবোর্ড চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ এ আজিজ। প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিস্ট রাজনীতিক ও ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের অন্যতম উপদেষ্টা গিয়াস উদ্দিন। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাবেক ছাত্রনেতা আলাউদ্দিন ভুলু, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়া, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির খান পল ও জামাল আহমেদ জনি, ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুনু ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, যুগ্ম আহ্বায়ক ভিপি জহির মোল্লা ও প্রধান সমন্বয়কারী বাবুল চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরী, সাবেক স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক নূরুল হক, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র সাবেক সভাপতি বদরুন্নাহার খান মিতা, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র (একাংশ) সভাপতি মইনুল ইসলাম, নারায়নগঞ্জ সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ মহসিন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ও মূলধারার রাজনীতিক শেখ শাহজাহান।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ও সাভার উপজেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক আমানুল্লাহ আমান। সভায় দুলাল বেহেদু সহ অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা শেখ সালাউদ্দিন খোকন ও মুক্তিযোদ্ধা আজাদ হোসেন, মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর সমিতির সাবেক সভাপতি শাহাদৎ হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমজাদ হোসেন সেলিম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট নূর আমিন, মিজানুর রহমান মিজান, সৈয়দ এ আর ফারুক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন আসাদ জামান ও আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব সেলিম ইব্রাহীম।

সভায় এম আজীজ বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান নেতৃত্ব আর কর্মকান্ড নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। বর্তমান কমিটির কোন যোগ্য নেতৃত্ব আমরা দেখছি না। তারা মিথ্যাচার করছে। আমরা চাই সোসাইটিতে যোগ্য নেতৃত্ব। আমরা সবাইকে নিয়ে সোসাইটিকে শক্তিশালী করতে চাই।

জামাল উদ্দিন আহমেদ জনি আবারো বর্তমান কমিটির সময়ের ৯০ হাজার ডলার কিভাবে ইফতার পার্টির খরচ, ২৪ হাজার ডলার ফটো কার্ড, ম্যাগাজিনের খরচ, কবর ক্রয়ে অর্থ ফেরৎ নেয়া প্রভৃতি ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেন এবং তার হিসাব চান। কবর ক্রয়ের অর্থ কেন ফেরৎ আনা হলো তার ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং বিদায়ী কমিটিকে আগের মূল্যেই সোসাইটির কবর ক্রয় করে দিতে হবে। তিনি আজমল হোসেন কুনু ও ফিরোজ আহমেদ-কে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে এই প্যানেল-কে জয়যুক্ত করার অনুরোধ জানান।

গিয়াস আহমেদ বলেন, একটি মহল সিন্ডিকেট তৈরী করে সোসাটির নেতৃত্ব ধরে রাখছে। ফলে সোসাইটির কোন কাজ হচ্ছে না। অথচ আমরা বলছি সোসাইটি আমব্রেলা সংগঠন। সোসাইটির ৩৫ হাজার সদস্য হলে সিটি ও ষ্টেট প্রশাসনের অনুদান পাওয়ার কথা, সেই উদ্যোগ নেই। তিনি বলে, আমরা সোসাইটিকে গণমুখী করেছি। এই গণমুখিতা ধরে রাখতে গণমুখী কর্মসূচী দরকার। তাই ‘কুনু-ফিরোজ’ প্যানেলকে বিজী করা দরকার।

আজমল হোসেন কুনু বলেন, নির্বাচন ঘিরে আমার এবং প্যানেলের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চলছে। বলা হচ্ছে আমার পরিবার আমার সাথে নেই। বলা হচ্ছে আমরা নির্বাচন থেকে সরে যাচ্ছি। কিন্তু প্রমান হচ্ছে আমার কাজিন জিল্লুর রহমান আর আমি আজ একই মঞ্চে, আমরা জয়ের জন্যই নির্বাচন করছি। তিনি বলেন, আমরা অপপ্রচারে বিশ্বাসী নই, কাজে বিশ্বাসী। যা বলবো তাই তাই করবো। তিনি তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরে বলেন, আগেও বলেছি, এখনো বলছি সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আশ্বাস দেবো না। সোসাইটির কোন অর্থ অপচয় করবো না। তবে প্রয়োজনের জন্য যা করা দরকার তাই করবো।

# ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভি পিল্লাইর শান্তির নোবেল,

যোগাযোগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমেরিকার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।” ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত আইনজীবী নভানেথেম ‘নভি’ পিল্লাইয়ের নাম ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরেই আমেরিকার নিশানায় আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি)। এ বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারি আন্তর্জাতিক আদালত ও তার কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন!

ট্রাম্প সরকার শুক্রবার আইসিসি-কে ‘একটি বিপথগামী প্রতিষ্ঠান’ হিসেবে চিহ্নিত করে এটিকে ‘ধ্বংস করা হবে’ বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে! মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো বলেন, ‘‘আইসিসির সঙ্গে মার্কিন সংস্থাগুলির যাবতীয় যোগাযোগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমেরিকার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।” প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ তদন্তের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত এই আন্তর্জাতিক আদালতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ট্রাম্প। গত দু’বছরে তাঁর সরকার বিভিন্ন দফায় আইসিসির ১৭ জন কর্মকর্তার উপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ন’জন বিচারক এবং প্রধান প্রসিকিউটর। গত অগস্টে নিষেধাজ্ঞার নোটিস জারি করা হয়েছিল আইসিসির প্রেসিডেন্ট তোমোকো আকানের বিরুদ্ধে।

যুদ্ধকালীন যৌনহিংসাকে ‘গণহত্যা’ তকমা! গাঁধীর কর্মভূমির সেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিচারককে শান্তির নোবেলমার্কিন বিদেশ দফতরের বিধি অনুযায়ী এই তালিকায় রয়েছে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা এবং মার্কিন কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার উপর বিধিনিষেধ। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়ায় আইসিসি বলেছে, ‘এই পদক্ষেপগুলি হল, আইনের শাসন এবং আন্তর্জাতিক আইনি শৃঙ্খলার ভিত্তির উপর পরিকল্পিত আক্রমণ’। আইসিসির ডেপুটি প্রসিকিউটর নাজহাত শামিম খান বলেছেন, ‘‘মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কোপে পড়লেও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কাজ বন্ধ হবে না।” ঘটনাচক্রে, কয়েক দিন আগেই ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি।

নজর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার বাজারে, মরোক্কোয় কারখানা বানাচ্ছে ভারতীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি সংস্থা, কী তৈরি হবে?

প্রসঙ্গত, পিল্লাই ১৯৯৫ সালে রুয়ান্ডার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে বিচারক নিযুক্ত হন। ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারক ছিলেন। সেই সময় যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং গণহত্যার বিচার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন সদ্য নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী পিল্লাই। রুয়ান্ডার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে জঁ-পল আকায়েসুর মামলায় ১৯৯৮ সালের ঐতিহাসিক রায়ে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ধর্ষণ ও যৌনহিংসাকে গণহত্যার অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি সে সময় এই ঐতিহাসিক রায় দেন। আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসে ওই রায় নারী অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত। মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের মামলার বিচারক ছিলেন পিল্লাই। তিনি অধিকৃত প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ড-সংক্রান্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের স্বাধীন তদন্ত কমিশনেরও নেতৃত্ব দিয়েছেন।

# ‘আমার প্রেসিডেন্ট, আমার স্বামী...’, প্রথম প্রেস

বলে বসলেন হোয়াইট হাউসের নয়া প্রেস সচিব ক্যাটি জাকারিয়া তবে মুহূর্তেই ভুল শুধরে নেন তিনি। ক্যাটির এই বেফাঁস মন্তব্যে একদিকে যেমন উঠেছে হাসির রোল তেমনই পাল্লা দিয়ে চলছে বিতর্ক।ঠিক কী ঘটেছে? সোমবার ক্যাটির প্রথম প্রেস ব্রিফিং ছিল। ভাষণের শুরুতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ক্যাটি বলেন, “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে কাজ করতে পারাটা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। আমার উপর আস্থা রাখার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দীর্ঘ দিন ধরেই আমি তাঁর হয়ে কাজ করতে চেয়েছি।” এরপরই ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, এই গুরুদায়িত্ব পালনের পাশাপাশি কীভাবে তিনি সন্তানদের জন্য সময় বের করবেন? এর উত্তরেই মুখ ফসকে যায় ক্যাটির। তিনি নিজের স্বামী তথা চলচ্চিত্র প্রযোজক টাইলার জাকারিয়ার কথা বলতে গিয়ে বসে বসেন, “আমার প্রেসিডেন্ট, মানে, দুঃখিত, আমার স্বামী এখানেই আছেন।” দ্রুত ভুল শুধরে নিলেও বেশ অপ্রস্তুত ও বিচলিত হয়ে পড়েন ক্যাটি। মাত্র ১৫ মিনিটেই তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করে তড়িঘড়ি বেরিয়ে যান। বিদায়ী প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিটের স্থানে ট্রাম্প কাকে বেছে নেবেন, তা নিয়ে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই জল্পনা চলছিল। এরপর খানিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই ক্যাটিকে নিয়োগ করা হয়। ট্রাম্পের কথায়, “ক্যাটি মাগা (মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন) আন্দোলনের একজন নিবেদিতপ্রাণ। তিনি এমন এক সময়ে দায়িত্বগ্রহণ করলেন, যখন আমাকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।”

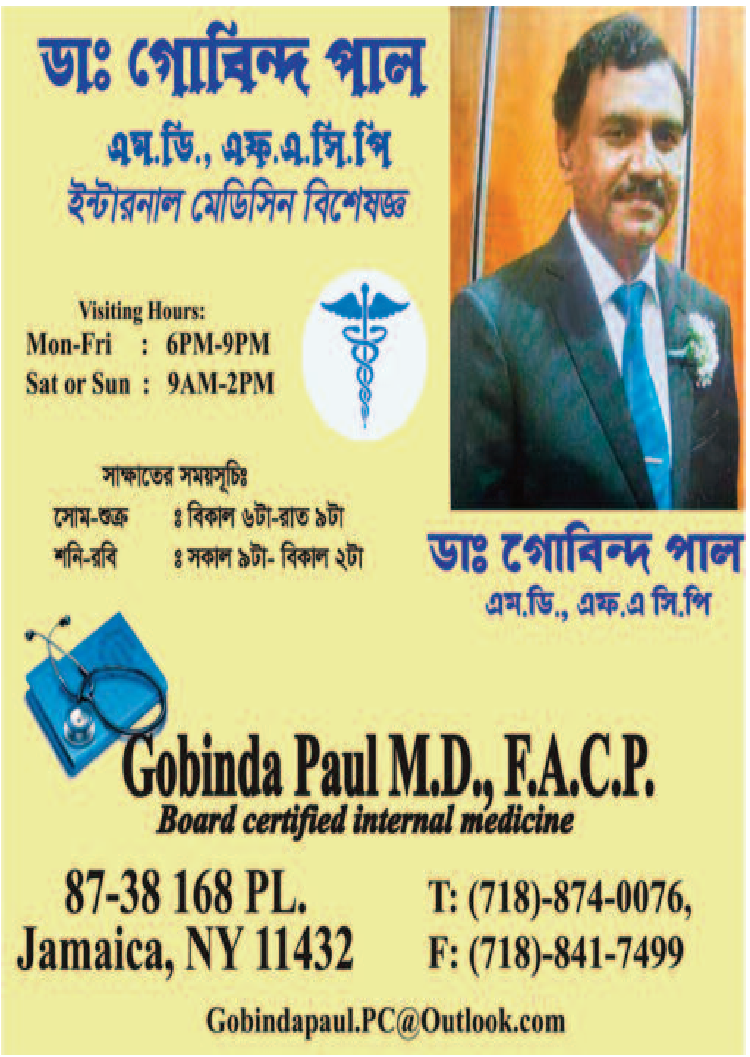

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

Ya Devi Sarva Bhuteshu Matri Rupena Sansthitha
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah

বিঃ দ্রঃ দিব্যধাম মন্দিরের ২য় তলার দেয়ালের সংস্কারের কারনে আমাদের বিকল্প স্থান হিসাবে, শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে এবারের মহালয়া ও শ্রীশ্রী দুর্গা পূজার আয়োজন করতে যাচ্ছি। আপনাদের অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে ক্ষমা প্রাপ্তি। আপনারা সবাই রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে (গীতা সংঘের উডসাইড) উপস্থিত থেকে মায়ের আর্শীবাদ গ্রহণ করিবেন

# শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে

পূর্ণতিথি অনুযায়ী

24th ANNIVERSARY

# শারদীয় উৎসব ও দুর্গাপুজা

## ১৬ই অক্টোরর শুক্রবার থেকে ২০শে অক্টোবর মঙ্গলবার ২০২৬ইং পর্যন্ত

## আয়োজনেঃ সার্বজনীন পুজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ, ইনক.

## স্থান: ৩৯-১৬, ৬০ ষ্ট্রীট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ নমস্কার, আপনার/আপনাদের স্বপরিবার, স্ববান্ধবে নিমন্ত্রন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা আন্তরিকভাবে আমাদের কাম্য।

বিনয়াবনতঃ
সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ'র সকল ভক্ত ও কর্মীবৃন্দ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| শ্রী প্রবীর কুমার রায়<br>চেয়ারম্যান<br>৯১৭-৮৮৫-৫৯০৫ | শ্রী প্রভাষ চন্দ্র মণ্ডল<br>মেম্বার সেক্রেটারি<br>৬৪৬-৪২৭-২৩১৬ | শ্রী রঞ্জিত দে রায়<br>সভাপতি<br>(৯১৭) ৪৫৯-৭১১০ | শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাস<br>সাধারণ সম্পাদক,<br>(৬৪৬) ৪৭৯-১২০৯ | শ্রী প্রদীপ দত্ত<br>আহ্বায়ক<br>(৩৪৭) ৫৭৫-৯১০২ | শ্রী মানিক দেবনাথ<br>আহ্বায়ক সেক্রেটারী,<br>(৯৫৪) ৯১৮-৮৬৩৬ |

## সার্বিক সহযোগিতায়ঃ সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ইউএসএ'র সকল সদস্য ও সদস্যা বৃন্দ

সঙ্গীত অনুষ্ঠান পরিচালনায় শ্রী উৎপল চৌধুরী ও শ্রীমতি ডালিয়া চৌধুরী।

Email: pujaudjapanusa@aol.com, Website: www.supusa.org , FB: Sarbojanin Puja Udjapan, FB Page: Sarbojanin Puja Udjapan Parishad USA, Inc.

প্রচারপত্র স্বত্বাধিকারী সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ ইউএসএ, ইনক
51-69 72nd Street, Woodside, NY 11377

প্রচার সম্পাদিকাঃ মিতুল দেবনাথ (৩৪৭) ৭২৩-৮০৫৪ কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত
355 South End Avenue, Apt. # 19D, New York, NY 10280

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

Vol 26 No.32 Thursday 15 October 2026 Weekly Janmobhumi

# এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

**মেষ রাশি :** সপ্তাহে প্রেম সম্পর্কে হোক বা বিবাহিত জীবন, নিজের সঙ্গীর প্রতি প্রচন্ড আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন আছে। কেবল জীবনে নয়, নিজের মনেও সঠিক ভাবে স্থান দিতে হবে। এই সপ্তাহে যদি বড় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হলে খুব ভাবনাচিন্তা করুন। গুরুজনদের নিয়ে একটু চিন্তা বৃদ্ধি হতে পারে। শিক্ষাবিদ, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী এবং রন্ধনশিল্পীরা নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। আয় যতই হোক, সঞ্চয়ের জন্য একটু ভাবতে হবে। সপ্তাহের শেষের দিকে হঠাৎ কিছু অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে।

**বৃষ রাশি :** সন্তানেরা নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ যদি পায়, তা যেন কোনও ভাবে হাতছাড়া না করে। পারিবারিক বিষয়ে কিছু কথা বলার আগে গভীর চিন্তা করুন।
হঠাৎ করে নতুন কোনও চাকরির যোগ আসতে পারে এবং চাকরির পরিবর্তনও হতে পারে। ব্যাঙ্কের কর্মীদের জন্য এই সপ্তাহটা একটু চাপের হতে পারে। বিবাহিত মহিলারা আজ নিজের গতিবিধির উপর বিশেষ নজর দিন। মায়ের শারীরিক উন্নতি হবে। কোথাও ভ্রমণে গিয়ে আটকে পড়ার যোগ রয়েছে। চঞ্চল স্বভাব ত্যাগ করতে পারলে ব্যবসায় উন্নতি হবে চোখে পড়ার মতো।

**মিথুন রাশি :** গোটা সপ্তাহ জুড়ে মনের জোর বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও, মনের গতি মন্থর থাকবে। নৃত্যশিল্পীদের বাইরে গিয়ে নৃত্য প্রদর্শনী দেখানোর সুযোগ আসতে পারে।
প্রেমের সম্পর্কে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত সংযমী থাকুন। এই সপ্তাহে এমন কোনও কথা বলবেন না যার ফলে সম্পর্কে ভাঙন আসে। যাঁরা কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের খুব ভাল সময়। খাওয়ায় বিশেষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে, না হলে পেটের সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে। পড়াশোনার দিকে সময়টা খুবই অনুকূল থাকবে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বিদ্যার্থীদের।

**কর্কট রাশি :** বিগত সময়ের তুলনায় ব্যবসায় এই সপ্তাহে প্রচুর পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ করতে পারেন।শেয়ারে একটু ওঠানামা দেখা যাবে, তবে খুব খারাপ ফল দেবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনও গোপন তথ্য কাউকে বলবেন না। ঋণের অপেক্ষা এই সপ্তাহে শেষ হতে পারে। সরকারি চাকরিজীবীদের এই সপ্তাহে খুব চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। যাঁরা জমি ক্রয়-বিক্রয় করেন তাঁদের জন্য গোটা সপ্তাহটাই বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। নিজের শরীরের দিকে একটু নজরের প্রয়োজন রয়েছে। স্ত্রীর জন্য কোথাও সুনাম প্রাপ্তি।

**সিংহ রাশি :** আগে থেকে ভেবে রাখা কোনও কাজ এই সপ্তাহে সফল হতে পারে। বিনোদনের জন্য এই সময়টা বেশ অনুকূল থাকবে।ভাইয়ের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়ায় এই সপ্তাহে যাবেন না। অংশীদারি ব্যবসায় লাভ দেখতে পাবেন। বিবাহিত জীবনে সন্দেহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা বাধতে পারে। বন্ধু আপনার জন্য বিশেষ কোনও সুখবর আনতে পারে। বাড়ির কারও ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে, তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। এই সপ্তাহে কাউকে আর্থিক সাহায্য করতে হতে পারে। বাড়িতে নতুন কিছু কেনার ইচ্ছা থাকলে সপ্তাহের শেষের দিকে কিনতে পারেন।

**কন্যা রাশি :** সপ্তাহের প্রথমে ভাগ্য আপনার খুব বেশি সঙ্গ না দিলেও, শেষের দিকে ভাগ্যের সঙ্গ খুব ভাল পাবেন। আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হলেও, এই সপ্তাহে কারও কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেবেন না।অভিনয়ের সঙ্গে যুক্তদের শুভ সময় দেখা যাচ্ছে। বাবার চাকরি বিষয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হতে পারে। পুরনো লগ্নি করা টাকা ফেরত পেতে পারেন। কোনও গুরুদায়িত্ব মাথায় এসে পড়তে পারে, এড়িয়ে যাবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারবেন। সন্তানেরা বেশ বাধ্য থাকবে।

**তুলা রাশি :** এই সপ্তাহে আপনার কোনও গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সামাজিক কাজে নিযুক্ত হতে হবে।এই সপ্তাহে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত, একটু ভুলেই সমস্যা আসতে পারে। ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। অপরিচিত কারও সঙ্গে বেশি কথা বলতে যাবেন না। কোনও মহিলার দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। উচ্চ কোনও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনায় উন্নতি। সন্তান একটু অমনোযোগী হয়ে উঠবে। সুগন্ধি বিক্রেতারা ব্যবসায় খুব বেশি লাভের আশা রাখতে পারেন। বাড়ির পরিবেশ আপনার পক্ষেই থাকবে।

**বৃশ্চিক রাশি :** অন্য কোনও অঞ্চলে বিনিয়োগের ব্যবসায় বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। সপ্তাহের প্রথম দিকে উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও, শেষের দিকে আর এই সমস্যা থাকবে না।
বাড়িতে এসে অফিসের কোনও বিষয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না। গর্ভবতী মহিলারা খুবই সাবধানে থাকুন, উঁচু স্থানে উঠতে যাবেন না। মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে খুব শান্তি পাবেন। এই সপ্তাহে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে, বাইরের মুখরোচক খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল হবে। ওষুধ বিক্রেতাদের এই সপ্তাহটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। মনের মতো বাড়ির কোনও জিনিস কিনতে পেরে খুব আনন্দ পাবেন।

**ধনু রাশি :** এই সপ্তাহে কাউকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করতে দেবেন না। ডায়াবেটিক রোগীরা ডাক্তারের পরামর্শ নিন। স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কারও মনে দুঃখ দিয়ে ফেলবেন। মনের মতো প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন। পোশাক বিক্রেতাদের জন্য অভাবনীয় সময় হবে এই সপ্তাহটা। দুঃসাহসিক কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিজের দক্ষতা দেখানোর সময়। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে যুক্তদের এই সপ্তাহটা বেশ ভাল। আইনি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

**মকর রাশি :** ঝুঁকিপূর্ণ কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। অপরের জন্য অনেক করেও সুনামের পরিবর্তে বদনাম পাবেন।সম্পত্তি নিয়ে মামলা এই সপ্তাহে জিতে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম বৃদ্ধি পাবে। যাঁরা আপনার প্রশংসা করতে চাইতেন না, তাঁরা আপনার প্রশংসা আপনার সামনেই করবে। শ্বশুরবাড়ির দিকে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে কোনও মাঙ্গলিক কাজ হতে পারে। তবে এই সপ্তাহে লক্ষভ্রষ্ট হতে পারেন। লেখা-পড়ায় বড় কোনও বাধা আসতে পারে। এই সপ্তাহে আয় যেমন হবে, ব্যয় সেই তুলনায় বেশি হবে।

**কুম্ভ রাশি :** এই সপ্তাহে আপনার কোলাহল পছন্দ হবে না, কোনও নির্জন জায়গায় একা থাকতে ভাল লাগবে। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে পুনঃমিলন হবে।পরিবারের মানুষদের সঙ্গে আনন্দ করে সময় কাটানোয় মনে খুবই শান্তি থাকবে। অফিসের কাজ নিয়ে একটু বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে, সপ্তাহের শেষের দিকে এই সমস্যা কেটে যাবে। বাইরে খাবার খেতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে বাড়িতে আলোচনা হতে পারে। বাড়িতে কোনও সদস্যের শরীর নিয়ে একটু চিন্তা হতে পারে।

**মীন রাশি :** এই সপ্তাহে বন্ধুর বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হতে পারে। অফিসের কাজে বিশেষ মনোযোগ দরকার।
কিছু ভুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিজের ভাগ্যের বদল নিজেই অনুভব করতে পারবেন। মন খুব চঞ্চল থাকবে, ধ্যানের মাধ্যমে শান্ত করার প্রচেষ্টা করতে হবে। কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ আসতে পারে। বাড়িঘর সাজানোর জন্য খরচ হতে পারে। এই সপ্তাহে কোনও ডাক্তারি পরামর্শকে অবহেলা করা যাবে না। স্ত্রীর সৌভাগ্যে আপনার কোনও বড় সুযোগ আসতে পারে।

# ১৩ সেনার খুনিকে ফায়ারিং স্কোয়াডে

মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন মেজর নিদাল মালিক হাসানের মৃত্যুদণ্ড ফায়ারিং স্কোয়াডে কার্যকর করা হবে এবং সাধারণ মানুষের জন্য তা সরাসরি সম্প্রচার (লাইভস্ট্রিম) করা হবে। মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব পিট হেগসেথ বৃহস্পতিবার এই কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়েছেন। ২০০৯ সালে ফোর্ট হুডে ১৩ জন নিরস্ত্র মার্কিন সেনাকে গুলি করে খুন করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হাসানকে এই চরম সাজা দেওয়া হচ্ছে।মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের এক আধিকারিক বিবিসি-কে জানিয়েছেন, প্রায় এক শতাব্দী পর আমেরিকায় এটিই প্রথম প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড হতে চলেছে। মঙ্গলবার মার্কিন প্রতিরক্ষাসচিব জানিয়েছেন, আগামী ৩ ডিসেম্বর টেক্সাসের ফোর্ট হুডেই এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে। গত ৬০ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে এটিই আমেরিকার প্রথম সামরিক মৃত্যুদণ্ড।

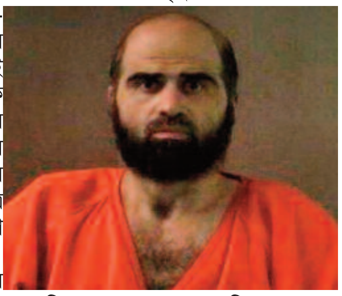

রক্ষণশীল টিভি চ্যানেল ‘রিয়েল আমেরিকা’স ভয়েস’-এ হেগসেথ বলেন, “হাসানকে এক দল সেনার ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখোমুখি হতে হবে। আর এমনই হওয়া উচিত। এ ধরনের কাজের যে মারাত্মক পরিণতি হয়, তা মানুষের বোঝা দরকার।” হাসানের কোনও শেষ ইচ্ছা বা ট্রাম্পের কাছে আর্জির বিষয়ে তিনি সাফ বলেন, “পরোয়া করি না। ৩ ডিসেম্বর ওর সঙ্গে দেখা হচ্ছে।” সোমবার পেন্টাগনের মুখপাত্র জানিয়েছেন, প্রতিরক্ষাসচিবের এই সুপারিশে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অনুমোদন দিয়েছেন।
মার্কিন সেনার মনোরোগ চিকিৎসক ভার্জিনিয়ার বাসিন্দা হাসান ২০০৯ সালে ফোর্ট হুডের এক জনবহুল মেডিক্যাল ভবনে ১৩ জন নিরস্ত্র সেনাকে গুলি করে মারেন। ২০১৩ সালের কোর্ট মার্শালে (সামরিক আদালত) তিনি নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে জানিয়েছিলেন, আফগানিস্তানে মুসলিম এবং তালিবানদের রক্ষা করার জন্যই সে এই কাজ করেছিল।
হামলায় সাতটি গুলিবিদ্ধ হওয়া প্রাক্তন মার্কিন সেনা সার্জেন্ট অ্যালনজ়ো লান্সফোর্ড বিবিসি-কে বলেন, ফায়ারিং স্কোয়াডই এই অপরাধের “উপযুক্ত” সাজা। তবে তিনি মনে করেন না যে, সকলের জন্য এই লাইভস্ট্রিম উন্মুক্ত থাকা উচিত, কারণ যুবসমাজের কাছে এর ভুল বার্তা যেতে পারে। তবে নিহতের পরিবার এবং বেঁচে ফেরা মানুষদের সেন্সরবিহীন ভাবে এটি দেখার সুযোগ দেওয়া উচিত। লান্সফোর্ড নিজে ওই দিন উপস্থিত থাকতে চান। তিনি বলেন, “গুলি চালানোর আগে আমি চাই ও আমার চোখের দিকে তাকাক। আমি চাই ও জানুক যে ও ব্যর্থ হয়েছে। আমি এখনও এখানেই আছি।”

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল এ্যাপ এর মার্কেটিং

**নিউইর্য়ক ঃ** বাংলাদেশ এর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ বানিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংক পিএলসির এর সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ ১৯৯৪ সাল থেকে তথা দীর্ঘ ৩২ বছর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট এ বসবাসরত বাংলাদেশী
প্রবাসীদের মাঝে রেমিট্যান্স সেবা দিয়ে যা"ছ। অক্টোবর ৬, ২০২৬ থেকে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর শাখা ভিত্তিক বিভিন্ন সেবা বিশেষ করে মোবাইল এ্যাপ এর প্রচার-প্রচারনার জন্য মাসব্যাপী বিজনেস প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন এর শুভ ধসঢ়;সূচনা হয়েছে। অক্টোবর ১৪, ২০২৬ তারিখে জ্যাকসন হাইটস শাখায় ক্যাম্পেইন এর উদ্বোধন করেন কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট এন্ড চিফ এর্ক্সিকিউটিভ অফিসার জনাব মোহাম্মদ মহসিন কবীর। তিনি শাখায় গ্রাহকদের সাথে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর বিদ্যমান বিভিন্ন সেবাসমূহের সুবিধার কথা তুলে ধরেন। তিনি গ্রাহকদের সাথে মত বিনিময় এর পাশাপাশি সকলকে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর জনপ্রিয় মোবাইল এ্যাপটি কিভাবে আইফোন ও এনড্রয়েড ফোন এ ১-২ মিনিটের মধ্যে ডাউনলোড ও রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মূহূর্তের মধ্যে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ করা যায়, সে বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য প্রদান করেন। উপস্'িত অনেক গ্রাহকগনকে তাৎক্ষনিকভাবে এ্যাপটি ডাউনলোড ও রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করতে সহায়তা করেন। সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল এ্যাপ দিয়ে শাখার দীর্ঘ লাইনে না এসে যে কোন সময় যে কোন জায়গা থেকে বিনা খরচে, ইউএস গভর্মেন্ট এর ১% রেমিট্যান্স ট্যাঙব্যতিত এবং কম্পিটিটিভ এক্সচেঞ্জ রেট এ বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর বিশেষ সুবিধার কথা সকলের সামনে তিনি তুলে ধরেন। ক্যাম্পেইন চলাকালীন জ্যাকসন হাইটস শাখার ম্যানেজার জনাব কাজী মো: খালিদ বিন আজিজ, সিনিয়র ডাটা প্রসেসর জনাব মো: ইদ্রিস মোল্লা এবং শেখ ফারজানা পারভীন গ্রাহকদের সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল এ্যাপ ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ফরেন কারেন্সী রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ এর মানুষের জীবন-মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখার জন্য কোম্পানরি প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও উপস্'িত সকল বাংলাদেশী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের সোনালী এক্সচেঞ্জ এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

# যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের কাজের অনুমতির মেয়াদ বাড়ানোর সুবিধা বাতিল

৫৪০ দিন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাওয়ার যে সুবিধা ছিল, তা স্থায়ীভাবে বাতিল করেছে দেশটির হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস)। নতুন নিয়ম কার্যকর হলে নির্ধারিত মেয়াদে কাজের অনুমতির নবায়ন না হলে আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকা অভিবাসীরাও কাজ করার বৈধতা হারাবেন।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ১৪ অক্টোবর বুধবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে ব্লুমবার্গ ল-এর বরাতে বলা হয়, গত বছর চালু করা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাকে স্থায়ী রূপ দিয়েছে ডিএইচএসের নতুন বিধি। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের আগের প্রশাসনের সময় চালু হওয়া ৫৪০ দিনের স্বয়ংক্রিয় মেয়াদ বৃদ্ধির সুবিধা আর থাকছে না।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কাজের অনুমতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নবায়নের আবেদন বিবেচনাধীন থাকলেও সংশ্লিষ্ট অভিবাসনপ্রত্যাশীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজের অনুমতি পাবেন না। ফলে সময়মতো নবায়ন সম্পন্ন না হলে তাদের কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে।
এ ছাড়া বিদেশি কর্মীরা তাদের কাজের অনুমতিপত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৮০ দিনের বেশি আগে নবায়নের আবেদন করতে পারবেন না। অর্থাৎ, মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে আবেদন করার সুযোগ থাকলেও আবেদন জমা দেয়ার পর অনুমোদন পেতে দেরি হলে কর্মীদের কর্মসংস্থানে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, নতুন বিধিটি ১৪ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশের সঙ্গে কার্যকর হওয়ার কথা।
নতুন এই সিদ্ধান্তের ফলে যেসব বিদেশি কর্মী কাজের অনুমতির নবায়নের ওপর নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি করছেন, তাদের আগেভাগে আবেদন করার পাশাপাশি নবায়ন প্রক্রিয়ার সময়সীমার প্রতিও সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে যাদের অনুমতির মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি, তাদের ক্ষেত্রে নবায়নে বিলম্ব হলে কাজের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

# যুক্তরাষ্ট্রে ঠিকানা বদল জানাতে হবে ১০ দিনে

গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ ও নথি হাতে না-ও পৌঁছাতে পারে। এ ঝুঁকি এড়াতে অধিকাংশ বিদেশি নাগরিককে ঠিকানা পরিবর্তনের ১০ দিনের মধ্যে ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসকে (ইউএসসিআইএস) জানাতে হবে। কোনো আবেদন প্রক্রিয়াধীন না থাকলেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। তবে এ ও জি ক্যাটাগরির ভিসাধারী এবং ভিসা ওয়েভার কর্মসূচির দর্শনার্থীরা এর বাইরে রয়েছেন।
টঝঙঁওঝ
ইউএসসিআইএসের নির্দেশনা অনুযায়ী, শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ডাক বিভাগে (ইউএসপিএস) ঠিকানা পরিবর্তন করলে সংস্থাটির রেকর্ড হালনাগাদ হয় না। ইউএসপিএসও ইউএসসিআইএসের চিঠি নতুন ঠিকানায় পাঠায় না। তাই উভয় সংস্থার কাছে আলাদাভাবে ঠিকানা হালনাগাদ করতে হবে। দ্রুত হালনাগাদের জন্য ইউএসসিআইএস অনলাইন অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে।

# অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক হারুন চৌধুরীকে দেখতে গেলেন বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ

ভার্জিনিয়া – বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক হারুন চৌধুরীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে এবং তাঁর প্রতি সহমর্মিতা জানাতে সম্প্রতি একদল বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতা ও সাংবাদিক ভার্জিনিয়ায় তাঁর বাসভবনে যান।
প্রতিনিধিদলে ছিলেন শিব্বীর আহমেদ, জেডআই রাসেল, শেখ সেলিম, সাদেক এম. খান এবং জুয়েল বড়ুয়া। তাঁরা ৭৭ বছর বয়সী সাবেক এই যুদ্ধকালীন কমান্ডারের সঙ্গে কিছু সময় কাটান এবং তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। বয়সজনিত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতার কারণে বর্তমানে তিনি অনেকটাই ঘরবন্দি জীবনযাপন করছেন।
পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য অনুযায়ী, হারুন চৌধুরী ডায়াবেটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল ও উচ্চ রক্তচাপসহ একাধিক দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন। এসব শারীরিক জটিলতার কারণে তাঁর চলাফেরা অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়েছে এবং দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের জন্য তাঁকে অন্যের সহায়তা নিতে হয়।
সাক্ষাতের সময় দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সম্পর্কের নানা স্মৃতি এবং পুরোনো দিনের গল্প নিয়ে আলোচনা হয়। বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে প্রাণবন্ত স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে সময় কাটান হারুন চৌধুরী। দীর্ঘদিনের পরিচিতজনদের এই সাক্ষাৎ তাঁর জন্য স্বস্তি ও মানসিক সমর্থনেরও উপলক্ষ হয়ে ওঠে।
হারুন চৌধুরীর জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে তিনি ভারতের আগরতলার মেলাঘরে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরে তিনি সেক্টর-২-এর কে ফোর্সে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ ও মেজর হায়দারের অধীনে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি শ্রীনগর থানার এলাকায় পরিচালিত সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দেন।
স্বাধীনতার পর হারুন চৌধুরী সাংবাদিকতা ও লেখালেখিকে তাঁর পেশাগত জীবনের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। দীর্ঘদিন তিনি সাপ্তাহিক ঠিকানা-এর ওয়াশিংটন, ডিসি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে তিনি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে পরিচিত ও সম্মানিত হয়ে ওঠেন।
মুক্তিযুদ্ধ ও সাংবাদিকতা নিয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমার মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার ১৯৭১, যেখানে তিনি তাঁর মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন, এবং সাংবাদিকের সংবাদ, যেখানে সাংবাদিকতা-জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ স্থান পেয়েছে। বই দুটি প্রকাশ করেছে অনন্যা প্রকাশনী।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

Election Commission BS

# ELECTION COMMISSION 2026

## BANGLADESH SOCIETY INC.

## বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 646-247-2657
commissioner@bangladeshsocietyinc.com • https://commission.bangladeshsocietyinc.com

BANGLADESH SOCIETY, INC. 19 75 বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক

A Not-For-Profit, Tax Exempt 501(c)(3) Socio-Cultural Organization. Established: 1975 * Tax ID: 80-0508683

# বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাহী কমিটির ২০২৭-২৯ মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত সময়সূচী ও ৫টি কেন্দ্রের নির্ধারিত জিপকোড অনুযায়ী ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

## POLLING CENTERS WITH ZIP CODE

- **WOODSIDE: 58 Manor, 58-02 37th Ave., Woodside, NY 11377**

10035,11552,11372,11377,10029,10027,10037,11105,11369,11370,11101,11102,11104,11379,11106,11373,11103,10002,11727,10009,11374
,11703,11358,10030,11367,11355,10038,10013,10019,11368,11354,11371,10044,10069,11357,11378,10005,11758,11717,10026,10036,1110
6,11419,11577,11050,11473,11030,11514,10023,11021,10025,11369,11743,11793,11492,10003,11366,10023,12209,11579,11518,14225,117
32,10010,10036,10011,11356,11362,10018,10550,11722,11507,10016,10040,02453,11787,11360,11377,11563,11469,10229,11376,11476,11
028,11570,11312,10028,11477,11077,10024,11782,11026,11725,10001,11109,11757,11016,11612,10128,11363,11337,10039,11754,11023,1
0014,11443,11797,11726,11370,11041,11102,11609,09120,10280,20155

- **OZONE PARK: Majestic Marquise, 88-03 101st Ave., Ozone Park, NY 11416**

11208,11416,11419,11417,11414,11421,11420,11418,11692,11385,11415,11416,11239,11420,11417,11419

- **BROOKLYN: Kalam's Hall, 96 Chrch Ave., Brooklyn, NY 11218**

11234,11221,11210,11219,11218,11204,11207,11216,11203,11201,11236,10303,11230,11226,11226,11215,10314,11206,11232,11220,11229,1
1233,11224,10302,11228,11213,11209,11205,11238,11212,10304,11223,11214,11235,10301,11249,10312,12218,10305,11237,11225,11231,11
217,11691,10310,11234,11693,11258,11221,11211,11218,11246,11216,11288,11255,11372

- **BRONX: Golden Palace Banquet Hall, 1451 Unionport Rd, Bronx, NY 10462**

10462,10472,10461,10467,10451,10456,10473,19111,10469,10468,10460,10453,7508,10708,10465,08817,10458,10426,7666,19115,11467,4
6222,7522,10464,07666,10457,19152,10552,10454,7502,10459,48091,07522,6040,07603,1735,10601,7604,06607,14211,10472,12542,10463,
14226,10466,12205,21043,13205,11472,10705,10562,6902,10474,10603,06854,8401,12309,10452,39206,14215,21042,07407,10455,10913,0
6484,10704,10605,07512,6042,07067,12208,08091,12206,8406,08078,19149,6605,14416,07047,10416,10710,10523,06906,10701,10470,104
21,19026,14125,17406,10703,07106,11803,7470,6461,10801,14417,13088,10476,12203,08205,10950,08046,13346,10439,07660,19082,7072,
10962,06850,12533,10965,12189,12110,12550,18102,6759,20164,10201,08724,10805,06604,08872,14221,7501,07212,18452,07032,10409,3
4103,12586,10475,12601,7424,10471,07652,08863,10443,06905,19135,06516,10522,48212,07644,14043,07105,11452,12180,6095,70502,14
850,07035,19027,22192,10595,30017,12603,10954,07055,6897,06109,06605,06033,10583,14220,10485,10707,7013

- **JAMAICA: Angan Party Hall, 89-16 175th St, Suite# CF2, Jamaica, NY 11432**

11432,11423,11429,11040,11580,11435,11433,11001,11427,11412,11554,11375,11413,11428,11590,11361,11434,11436,11756,11729,11720,1
1010,11364,11426,11801,11004,11003,11411,11581,11520,11422,11738,11779,11706,11714,11731,11710,11433,11565,11424,11746,11365,11
741,11342,11510,11784,11432,11572,11550,11798,11776,11545,11423,11596,11542,11791,11430,11501,11704,11507,11412,11994,11735,117
67,11901,11437,11788,11343,11575,11967,11425,11763,11431,11451,11345,11368,11598,11753,11175,11553,11566,11576,11747,11153,1156
8,11790

1. No voter will be allowed to cast his or her vote without photo ID. The following forms of identification may be accepted: Driver's License, State ID, NYC ID, Green Card, Work Authorization Card and Passport.
2. Campaigning, placement of posters, banners or distribution of flyers etc. are prohibited within 200 ft. of the polling area. Commission will remove poster/banner within this area and may back charge to the related candidate(s).
3. No radio speaker or any noise-making devices will be allowed in the vicinity of the polling area.
4. In the event of any unauthorized and unlawful conduct by any candidate or any other person in the election center on the Election Day, the local law enforcement agency will be notified immediately.
5. Only Disabled with wheelchair voter may nominate one assistant to cast his/her vote.
6. No candidate will enter to the center without Commission's permission. Candidate may check the center one time for a period of max.10 minutes. If malfunction of voting machine is detected the candidate will be allowed to check.
7. Life members may get access to voting center directly by showing LM CARD to cast their vote.
8. Voters of one center cannot cast vote in another center (including candidates/life members/polling agent). Only presiding officer, polling officer will be allowed to cast their votes at their working center.
9. Each Voter's Name & Year of Birth on the Photo ID must match with the Name & Year of Birth on the voter list.
10. The Election Commission shall decide any matter that is undefined, unclear and contradict in either part of the election by-laws or the constitution. Commission reserves all rights to make any necessary modifications to these clauses and add additional clauses if necessary.

## নির্বাচনের তারিখ: ২৫শে অক্টোবর, ২০২৬ রবিবার (সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা)

নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে

## Election Commission 2026/ নির্বাচন কমিশন ২০২৬

| Abu Nasher | Badrul H. Khan | Mohammed Shamsuddin Azad | Mohammed Ruhul Amin Sarker | Ahbab Chowdhury | Mithu Hamid | Mia Mohammad Dulal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Chief Election Commissioner* | *Election Commissioner* | *Election Commissioner* | *Election Commissioner* | *Election Commissioner* | *Election Commissioner* | *Election Commissioner* |
| *646-247-2657* | *(646) 824-4814* | *(917) 335-4184* | *(718) 705-2228* | *(917) 969-1991* | *(347) 891-9905* | *(718) 974-2933* |

*For more information visit : https://commission.bangladeshsocietyinc.com*

# বাল্যবিয়ে রোধ এবং কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষায় বিনিয়োগ

**রুকাইয়া সাওম লীনা।** আগামী ১১ অক্টোবর বিশ্বজুড়ে পালিত হবে 'আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস'। এবারের প্রতিপাদ্য হলো 'বাল্যবিয়ে রোধ করুন এবং কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষায় বিনিয়োগ করুন।' বিশ্বজুড়ে প্রতি পাঁচজন কন্যাশিশুর মধ্যে একজনের ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়; সব মিলিয়ে এর সংখ্যা প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন (৬৫ কোটি)। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ২০১১ সালের ডিসেম্বরে গৃহীত ৬৬/১৭০ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে ২০১২ সালে প্রথমবার পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস'।

মেয়েশিশু বলে সে কী করতে পারবে, কোথায় যেতে পারবে বা ভবিষ্যতে কী হয়ে উঠবে-সমাজ বা পরিবার বা অন্য কেউ এসব ঠিক করে দিতে পারে না। অথচ বিশ্বের কোটি কোটি কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে বাস্তবতা এখনো এমনই। কয়েক দশক ধরে অনেক অগ্রগতি হওয়ার পরও অসংখ্য কন্যাশিশু বৈষম্য, সহিংসতা, দারিদ্র্য ও সংঘাতের শিকার হচ্ছে; এসব একজন শিশু বা মানুষ হিসাবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাদের পছন্দ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে এবং সুযোগ-সুবিধাকে সীমিত করে দেয়। কন্যাশিশুদের জন্য বিনিয়োগ করা বলতে বোঝায় কন্যাশিশুকে গুরুত্ব দেয় এমন পরিবার, সম্প্রদায় এবং আরও স্থিতিস্থাপক সমাজ গড়ে তোলার অন্যতম কার্যকর উপায়। তা না হলে আরও অনেক মেয়ে পিছিয়ে পড়বে। প্রতিটি কন্যাশিশুর একটি সুন্দর শৈশব পাওয়ার অধিকার রয়েছে। রয়েছে শিক্ষা ও বিকাশের সুযোগ পাওয়ার অধিকার, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়া এবং নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়ে তোলার স্বাধীনতা। এসবই প্রতিটি কন্যাশিশুর প্রাপ্য। অথচ আজও লাখ লাখ মেয়ে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত।

ইউনিসেফের ২০২৬ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে প্রতি পাঁচজন কন্যাশিশুর মধ্যে একজনের বিয়ে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই হয়ে যায়। এর অর্থ হলো, বর্তমানে জীবিত প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন নারী ও কিশোরীর বিয়ে হয়েছিল শৈশবে। ১৫-১৯ বছর বয়সি যেসব মেয়ে বিবাহিত বা কোনো সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে, তাদের মধ্যে প্রায় প্রতি চারজনের একজন জীবনে কোনো না কোনো সময় অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়েছে। সংকট, সংঘাত এবং গৃহহীনতার মতো পরিস্থিতি মেয়েদের ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ে, যৌন সহিংসতা এবং মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে চলেছে। ১৫-১৯ বছর বয়সি ছেলেদের তুলনায় সম বয়সি মেয়েদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের বাইরে থাকার সম্ভাবনা দ্বিগুণ। অস্থিতিশীল, সংঘাতপূর্ণ ও সহিংসতাকবলিত এলাকায় বসবাসকারী মেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাইরে থাকার আশঙ্কা স্থিতিশীল বা স্বাভাবিক এলাকার মেয়েদের তুলনায় প্রায় ৯০ শতাংশ বেশি; যা তাদের বাল্যবিয়ের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

'আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, 'কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষ্যে সব কন্যা এবং নারীকে শুভেচ্ছা জানাই। তবে শুভেচ্ছা যতই জানাই না কেন, আমরা তো জানি, আজ কন্যাদের অত্যন্ত সংকটের মধ্যদিয়ে দিন পার করতে হচ্ছে। প্রতিদিনের পত্রিকা খুললেই দেখছি কন্যা নির্যাতন, যৌন সহিংসতাসহ নানা সহিংসতার চরম চিত্র। ধর্ষণের মতো জঘন্য সহিংসতার শিকারও আমাদের কন্যাশিশুরা ক্রমাগত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে আমাদের কন্যাদের জন্য এ সহিংসতা ও নিরাপত্তার কোনো স্থায়ী সমাধান দেখতে পাচ্ছি না। সহিংসতা, বাল্যবিয়ে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভাব-এ তিনটি বিষয় আজ কন্যাশিশুর জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু সহিংসতাই নয়, ইদানীং কন্যাশিশু হত্যার হারও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক শত্রুতার কারণে হোক কিংবা সহিংসতার জের ধরে, কন্যাদের হত্যা করে ফেলা হচ্ছে। যে সন্তানদের জন্য আমরা ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে চাই, আজকের এ বাস্তবতায় আমরা তাদের সামনে নিজেরা অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়েছি। আজকের দিনে নিরাপত্তা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা-কোনোটিই সঠিকভাবে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তার ওপর এ ব্যাপক হারে ঘটা হত্যা আরেকটি বড় সংকট তৈরি করছে। ঘরে, বাইরে, কর্মস্থলে, রাস্তাঘাটে বা হাটে-বাজারে-কোথাও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাই নেই। আর এ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কন্যাশিশুদের জীবন আরও অনেক বেশি ঝুঁকির মুখে পড়েছে। তাই সব মিলিয়ে বলা যায়, গোটা সমাজ, মানবাধিকার কর্মী এবং রাষ্ট্র-আমরা সবাই আমাদের কন্যাশিশুদের কাছে অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়েছি।'

এ বিষয়ে কথা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. ফাতেমা রেজিনা ইকবালের সঙ্গে। তিনি বললেন, আগামী ১১ অক্টোবর বিশ্ব কন্যাশিশু দিবস। এ দিবসটির তাৎপর্য অপরিসীম। পৃথিবীর সৃষ্টির শুরু থেকেই যদি আমরা চিন্তা করি, সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, আদিকালে সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক; সমাজ পরিচালিত হতো নারীদের দ্বারা। তারা সিদ্ধান্ত নিত এবং সমাজে তাদের সুযোগ-সুবিধাও আলাদা ছিল। পরবর্তী সময়ে কৃষি আবিষ্কারের পর থেকে ধীরে ধীরে নারীদের অবস্থান পরিবর্তিত হতে শুরু করে এবং ছেলে-সন্তানের আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকে। আজ যদি আমরা বছরে অন্তত একটি দিন বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস হিসাবে বিশেষভাবে পালন করি, তবে যেসব পরিবারে কন্যাসন্তান রয়েছে, তারা অনুধাবন করতে পারবে, এ কন্যাসন্তানরা আমাদের বোঝা নয়-তারা আমাদের 'সম্পদ'। কন্যাশিশুদের প্রতি সমাজের যে বড় দায়িত্ব রয়েছে, তা অনুধাবন করাই এ দিবসের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এখনো সমাজে দেখা যায়, পুত্র ও কন্যাসন্তান সমান সুযোগ পেয়েও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কন্যাদের অনেক সময় বঞ্চিত হতে হয়; কারণ অনেকেই চিন্তা করেন পুত্রসন্তানই ভবিষ্যতে আয়ের মাধ্যম বা 'বৃদ্ধ বয়সের লাঠি' হবে। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বয়োজ্যেষ্ঠ পিতা-মাতার খেয়াল রাখা বা সার্বিক যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েরাই সবচেয়ে এগিয়ে থাকে। এ দিবসের সঠিক বার্তা ছড়িয়ে দিতে আমাদের কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। পরিবার থেকেই কন্যাদের গুরুত্ব দিতে হবে। বাবা-মায়ের উচিত প্রতিবছর এ দিনে কন্যাকে ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানানো এবং তাকে সম্মানিত বোধ করানো। উপহারস্বরূপ একটি ফুল দিয়ে হলেও তাকে বোঝানো উচিত, আমরা তাকে নিয়ে গর্বিত। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রচনা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক কিংবা সচেতনতামূলক আলোচনার আয়োজন করা যেতে পারে, যেন শিক্ষার্থীরা কন্যাশিশুর তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও বিভিন্ন সফল নারীদের জীবনের উদাহরণ তুলে ধরা প্রয়োজন। পাশাপাশি ছোট ছোট শর্টফিল্ম বা নাটকের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে আলোকপাত করা যেতে পারে। আমরা যদি পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে এ দিবসের গুরুত্ব সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারি এবং তা উদ্যাপনে সক্রিয় হই, তবেই সমাজ সত্যিকারের অর্থে এ দিবসের মূল বার্তাটি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।'

কন্যাশিশু দিবস পালনের মূল লক্ষ্যগুলো হলো-

* কন্যাশিশুর জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;
* লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বন্ধ করা;
* বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
* কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের সময় কিশোরীদের সহায়তা করা।

আশা করি, আমাদের পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্র-এ বিষয়ে আন্তরিক ও আরও বেশি সচেতন হবে। তবেই কন্যাশিশুর জন্য আমরা একটি নিরাপদ দেশ গড়তে সক্ষম হব।

# মরক্কোর প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ফাতিমা জাহরা

**রাফিয়া আক্তার ঃ** সম্প্রতি মরক্কোর রাজনীতিতে লেখা হলো এক নতুন ইতিহাস। পুরুষপ্রধান রাজনৈতিক নেতৃত্বের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে প্রথমবারের মতো দেশটির সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পেলেন একজন নারী। ২০২৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ফাতিমা জাহরা এল মানসুরিকে নিয়োগ দেন। এর মধ্যদিয়ে উত্তর আফ্রিকার এ দেশটির রাজনৈতিক ইতিহাসে তৈরি হলো এক নতুন অধ্যায়।

৫০ বছর বয়সি এল মানসুরি পেশায় আইনজীবী। রাজনীতিতে আসার আগে এবং রাজনীতির দীর্ঘ পথচলায় তিনি স্থানীয় সরকার থেকে জাতীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মরক্কোর ঐতিহাসিক শহর মারাকেশের মেয়র ছিলেন। একইসঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন নগর পরিকল্পনা ও আবাসনবিষয়ক মন্ত্রী হিসাবেও।

এল মানসুরির রাজনৈতিক উত্থান হঠাৎ করে হয়নি। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 'অথেনটিসিটি অ্যান্ড মডার্নিটি পার্টি'র সঙ্গে তার রাজনৈতিক পথচলা শুরু হয়। দলটি মরক্কোর রাজনীতিতে আধুনিকায়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষে অবস্থান নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে পরিচিত।

মারাকেশের মেয়র হিসাবে তার দায়িত্ব পালন তাকে জাতীয় রাজনীতিতে আলাদা পরিচিতি এনে দেয়। পরে তিনি নগর পরিকল্পনা ও আবাসনসংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও সামলান। ২০২৪ সাল থেকে তিনি তার দলের সমন্বিত নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন।

এল মানসুরির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ২০২৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের সংসদ নির্বাচন। ওই নির্বাচনে তার দল চঅগ ৩৯৫ আসনের প্রতিনিধি পরিষদে ৯৭টি আসন পেয়ে সবচেয়ে বড় দল হিসাবে আবির্ভূত হয়।

মরক্কোর সংবিধান অনুযায়ী, সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়া দলের মধ্য থেকেই রাজা সরকারপ্রধান নির্বাচন করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ তাকে নতুন সরকার গঠনের দায়িত্ব দেন। তবে সামনে রয়েছে কঠিন রাজনৈতিক সমীকরণ। কারণ ৩৯৫ আসনের সংসদে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ১৯৮ আসন। চঅগ পেয়েছে ৯৭টি। ফলে এল মানসুরিকে অন্যান্য দলের সঙ্গে জোট গড়ে সরকার গঠন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর এল মানসুরি তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এ অর্জন শুধু আমার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়; বরং মরক্কোর নারীদের জন্যও গর্বের বিষয়।'

এল মানসুরির উত্থান শুধু মরক্কোর ঘটনা নয়। এটি আরব বিশ্বের রাজনীতিতেও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি আরব বিশ্বে প্রধানমন্ত্রী হওয়া নারীদের তালিকায় নতুন সংযোজন। এর আগে তিউনিসিয়ায় নাজলা বউদেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে মরক্কোর প্রথম নারী সরকারপ্রধান হিসাবে এল মানসুরির আবির্ভাব আরব রাজনীতিতে নারীর নেতৃত্বের প্রশ্নটিকে নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে। একটি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বদলে দিতে কখনো কখনো একটি নিয়োগই যথেষ্ট। ফাতিমা জাহরা এল মানসুরির প্রধানমন্ত্রী হওয়া তেমনই এক ঘটনা।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

## একেএম শামসুদ্দিন

প্রথম দায় অবশ্যই রাষ্ট্রের। নাগরিকের জানমাল ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। কোনো এলাকায় নিয়মিত চাঁদাবাজি, দখলদারত্ব বা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরও যদি অপরাধীরা দীর্ঘদিন আইনের আওতার বাইরে থাকে, তাহলে প্রশ্ন উঠবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা ও জবাবদিহি নিয়ে। আইন থাকলেই যথেষ্ট নয়; আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের আসল পরীক্ষা।

দায় রয়েছে রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও। বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে দলীয় পরিচয়কে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। কোনো দলের নেতাকর্মী যদি রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি, ভূমি দখল কিংবা প্রশাসনের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন, তাহলে তার দায় শুধু ব্যক্তির নয়; সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনেরও। রাজনৈতিক দলগুলোকে স্পষ্ট করতে হবে, দলের পরিচয় অপরাধের ঢাল হতে পারে না।

এর দায় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপরও পড়ে। পুলিশ বা প্রশাসনের কোনো কর্মকর্তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে অপরাধী উৎসাহিত হয়। একইভাবে নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি এবং প্রভাবশালী অপরাধীর প্রতি নমনীয়তা, দুটিই রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করে। ফলে বদলি-পদোন্নতির পাশাপাশি মাঠপর্যায়ের সিদ্ধান্তের জন্যও কর্মকর্তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা প্রয়োজন।

দায় রয়েছে অপরাধীচক্র ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের। চাঁদাবাজি বা দখলদারি কখনো একক ব্যক্তির কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থ, স্থানীয় ক্ষমতার কাঠামো এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যোগাযোগ থাকার অভিযোগ ওঠে। তাই শুধু দৃশ্যমান অপরাধীকে গ্রেফতার না করে তার পেছনের অর্থ ও যোগাযোগের নেটওয়ার্কও অনুসন্ধান করা জরুরি।

তবে সমাজের সচেতন নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, সুশীল ব্যক্তিরাও সম্পূর্ণ দায়মুক্ত নয়। নাগরিক সমাজের নীরবতা, রাজনৈতিক অন্ধ আনুগত্য, অপরাধকে দলীয় পরিচয়ে বিচার করা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাচাইহীন গুজব ছড়ানো এ পরিস্থিতিকে আরও গভীর করে তোলে। একজন অপরাধী নিজের পরিচয়কে রাজনৈতিক ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে তখনই, যখন সমাজের একটি অংশ তাকে সেই সুযোগ করে দেয়। সবশেষে রয়েছে পরিবার, শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়। মূল্যবোধ, নৈতিকতা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান; এসব কেবল আইন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই এর ভিত্তি তৈরি হয়। অতএব, বাংলাদেশের বর্তমান অস্বস্তিকর পরিস্থিতির জন্য একক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করলে সমস্যার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবে না। দায় বহুস্তরীয়।

রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি প্রশাসন; কিন্তু প্রশাসন যদি রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাহলে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক সংস্কৃতিও বদলায় না; শুধু আনুগত্যের কেন্দ্র বদলায়। সাম্প্রতিক সময়ে টিআইবির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর ও স্বাধীন করার পরিবর্তে রাজনৈতিকীকরণের অভিযোগ তোলা হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ এবং অভিযোগটি সত্য কিনা, তার নিরপেক্ষ তদন্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক যাচাই প্রয়োজন। কারণ প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা যদি মনে করেন তার পদোন্নতি, বদলি কিংবা চাকরির নিরাপত্তা পেশাগত দক্ষতার চেয়ে রাজনৈতিক আনুগত্যের ওপর বেশি নির্ভরশীল, তাহলে তিনি জনগণের কাছে নয়, ক্ষমতাবানদের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে পড়বেন। এমন প্রবণতা আমরা শেখ হাসিনার শাসনামলেও দেখেছি। এটি রাষ্ট্রের জন্য ভয়ংকর।

এখন প্রয়োজন দোষারোপের রাজনীতি নয়, জবাবদিহির সংস্কৃতি। অপরাধীর রাজনৈতিক পরিচয় নয়, অপরাধের প্রমাণ হবে বিচারের ভিত্তি; প্রশাসনের আনুগত্য নয়, পেশাগত দক্ষতা হবে মূল্যায়নের মানদণ্ড; আর নাগরিকের নীরবতা নয়, আইনসম্মত প্রতিবাদ হবে সামাজিক দায়িত্বের প্রকাশ।

এ পরিস্থিতি একদিনে তৈরি হয়নি। তাই এটি থেকে বের হতেও সময় লাগবে। কিন্তু রাষ্ট্র যদি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে, রাজনৈতিক দলগুলোও যদি নিজেদের অপরাধী সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় এবং নাগরিক সমাজ নীরব দর্শকের ভূমিকা থেকে যদি বেরিয়ে আসে, তাহলে এমন পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব।

একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, কলাম লেখক

## জহিরুল ইসলাম

প্রমাণ করে যে তিনি কখনোই কোনো অন্ধ রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের অনুসারী ছিলেন না।

তাই কোনো রাষ্ট্রের সমকালীন রাজনীতির প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের মুখে কালি দেওয়া মূলত তাঁর চিন্তার পরিধির প্রতিই চরম অবিচার। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবন গড়ে উঠেছিল উপমহাদেশের জটিল সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার মধ্যে। তাঁর রচনার মূল্যায়নকে সমকালীন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের একমাত্রিক ছকে আটকে দিলে তাঁর সাহিত্যিক পরিচয় ও চিন্তার বহুমাত্রিকতা আড়ালে পড়ে যায়।

কোনো সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে রাজনৈতিক বিরোধিতার প্রতীকে পরিণত করা সহজ। কিন্তু সেই প্রতীকায়ন কি বাস্তব সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে? ভারতীয় রাষ্ট্রের কোনো নীতির বিরোধিতা করতে হলে তার যুক্তি, প্রমাণ ও পরিণতি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। কোনো কবির মুখে কালি দিলে সেই আলোচনার জায়গাটি তৈরি হয় না।

প্রতিবাদের শক্তি শুধু তার দৃশ্যমান তীব্রতায় নয়; তার যুক্তির স্বচ্ছতা, নৈতিক সামঞ্জস্য এবং বাস্তব পরিবর্তন ঘটানোর সামর্থ্যেও। যে প্রতিবাদ প্রশ্নের জবাবে প্রশ্ন, যুক্তির জবাবে যুক্তি হাজির করতে পারে, তার স্থায়িত্ব একটি প্রতীকী আঘাতের চেয়ে অনেক বেশি।

সংস্কৃতি কি সীমান্তের সম্পত্তি?

রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে বিতর্কের আরেকটি দিক হলো সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মালিকানা। একজন লেখক কোথায় জন্মেছেন, কোন ভাষায় লিখেছেন, কোন রাজনৈতিক ভূগোলে তাঁর জীবন কেটেছে–এসব তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সৃষ্টিশীলতার উত্তরাধিকার কি কেবল ভৌগোলিক সীমারেখা দিয়ে নির্ধারিত হয়?

বাংলা ভাষা বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং বিশ্বের নানা প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতার অংশ। তাঁদের সামাজিক বাস্তবতা এক নয়, রাজনৈতিক অবস্থানও অভিন্ন নয়। তবু ভাষা, সাহিত্য ও সংগীত তাঁদের মধ্যে সংলাপের একটি ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। এই সম্পর্ক কোনো রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের প্রমাণ নয়; বরং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সম্ভাবনা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাদেশের মানুষেরও পাঠের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরও; একইভাবে বিশ্বের নানা প্রান্তে বাংলাভাষী পাঠকের কাছে তাঁর রচনা পৌঁছেছে। তাঁর সৃষ্টিকে গ্রহণ করা মানেই কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থান সমর্থন করা নয়। আবার তাঁর সমালোচনা করাও কোনো ভাষা বা সংস্কৃতির প্রতি শত্রুতা নয়।

সমস্যা তৈরি হয় যখন সাংস্কৃতিক পরিচয়কে আনুগত্যের পরীক্ষায় পরিণত করা হয়। তখন একজন কবিকে পড়ার আগে জানতে চাওয়া হয়, তিনি কোন পক্ষের; তাঁর রচনার মূল্যায়নের আগে নির্ধারণ করা হয়, তাঁকে গ্রহণ করলে কোন রাজনৈতিক পরিচয় ক্ষুণ্ন হবে। এতে সাহিত্য পাঠের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়, আর সংস্কৃতি পরিণত হয় বিভাজনের অস্ত্রে।

একটি জীবন্ত সংস্কৃতি নিজের ভেতরে ভিন্নমত ধারণ করতে পারে। সেখানে কাউকে ভালোবাসার জন্য অন্য কাউকে ঘৃণা করতে হয় না; কাউকে সমালোচনা করার জন্য তাঁর সব সৃষ্টিকে অস্বীকারও করতে হয় না।

কালি মুছে যায়, প্রশ্ন থেকে যায়

কোনো সাংস্কৃতিক প্রতীককে আঘাত করলে সেই কাজটি সংবাদ, আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে আরও দৃশ্যমান হয়ে উঠতে পারে। যে মুখটি মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়, সেটিই তখন নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে আসে। কিন্তু বিষয়টি শুধু এই পরিহাসে সীমাবদ্ধ নয়।

গভীর প্রশ্ন হলো, আমরা মতভেদ প্রকাশের জন্য কোন পদ্ধতিকে বেছে নিচ্ছি। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা শুধু নিজের অপছন্দের কথা বলার অধিকার নয়; অন্যের বক্তব্যের সঙ্গে যুক্তিপূর্ণভাবে মোকাবিলা করার সামর্থ্যও। একটি সমাজে স্বাধীনচিন্তার পরিসর তখনই বিস্তৃত হয়, যখন মানুষ প্রশ্ন করতে পারে, সমালোচনা করতে পারে এবং নিজের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিতে পারে–কোনো প্রতীককে অপমান না করেও।

রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা নিয়ে আপত্তি থাকলে সেই রচনা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তাঁর কোনো বক্তব্যকে সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার করা যেতে পারে। তাঁর চিন্তার সীমা চিহ্নিত করে নতুন চিন্তা নির্মাণ করা যায়। এমনকি তাঁর জনপ্রিয়তা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কিংবা তাঁর উত্তরাধিকারের নির্বাচিত ব্যবহার নিয়েও বিতর্ক হতে পারে। এসবই বৌদ্ধিক চর্চার স্বাভাবিক অংশ।

কিন্তু কালি দেওয়ার দৃশ্য যদি যুক্তির পরিবর্তে বিরোধিতার প্রধান ভাষা হয়ে ওঠে, তবে প্রশ্ন থেকে যায়–আমরা কি সত্যিই কোনো চিন্তার মোকাবিলা করছি, নাকি চিন্তার দৃশ্যমান চিহ্নটিকেই আমাদের প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিচ্ছি? এখানে আইন ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সৃষ্টিশীলতার প্রতি অবমাননাকর আচরণের সমালোচনা করা যেমন জরুরি, তেমনি এ ধরনের ঘটনায় আইনের যথাযথ প্রয়োগও প্রয়োজন। অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হতে হবে প্রমাণের ভিত্তিতে এবং ন্যায়সংগত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। কারণ, সাংস্কৃতিক মর্যাদা রক্ষা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পরস্পরবিরোধী নয়; বরং একটি দায়িত্বশীল সমাজে দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

একজন কবিকে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়? রবীন্দ্রনাথকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব কোনো প্রতিকৃতি, স্মৃতিস্তম্ভ কিংবা আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধার মধ্যে শেষ হয় না। তাঁর সাহিত্যকে জীবিত রাখার অর্থ তাঁকে নিয়মিত পড়া, তাঁর বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা, তাঁর রচনার নতুন অর্থ আবিষ্কার করা এবং তাঁর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সৎ থাকা।

একজন লেখকের স্থায়ী উপস্থিতি তাঁর মুখের ছবিতে নয়, মানুষের চিন্তায় ও প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায়। সেই চিন্তা কখনো সম্মতি তৈরি করবে, কখনো আপত্তি; কখনো নতুন ব্যাখ্যার জন্ম দেবে, কখনো পুরোনো ধারণাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তি এখানেই–তারা কোনো একটি ব্যাখ্যায় চিরকাল বন্দী থাকে না।

তাই রবীন্দ্রনাথকে অন্ধভাবে পূজা করার প্রয়োজন নেই, তাঁকে রাজনৈতিক প্রতীকের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বাতিল করারও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন তাঁকে পড়ার, বোঝার, সমালোচনা করার এবং তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেও নিজের যুক্তির প্রতি সৎ থাকার।

মুখে কালি দিয়ে একজন কবির প্রতিকৃতি আড়াল করা যেতে পারে; কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে অদৃশ্য করতে হলে মানুষের পাঠ, স্মৃতি ও চিন্তার জগৎকেও সংকুচিত করতে হবে। আর যে সমাজে চিন্তার জগৎ সংকুচিত হয়, সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হন শুধু একজন কবি নন–ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রশ্ন করার স্বাধীনতা, মতভেদের সংস্কৃতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বৌদ্ধিক সম্ভাবনা।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি তাই শুধু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নয়। আমরা কি এমন একটি সমাজ গড়তে চাই, যেখানে অপছন্দের চিন্তাকে কালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, নাকি এমন একটি সমাজ, যেখানে সেই চিন্তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আরও গভীর, আরও স্বাধীন এবং আরও যুক্তিসংগত চিন্তা নির্মাণ করা যায়?

**লেখক: জহিরুল ইসলাম,কক্সবাজার,বাংলাদেশ**

## স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

।/প্রতিকল্পং ভবেদ্রামো রাবণশ্চাপি রাক্ষসঃ। ।/তথৈব জায়তে যুদ্ধং তথা ত্রিদশসঙ্গমঃ। ।/এবং রামসহস্রাণি রাবণানাং সহস্রশঃ।/ভবিভব্যানি ভূতানি তথা দেবী প্রবর্ততে। ।' (৬০। ৩১-৩৩, ৩৯-৪৩)

রাবণ নিহত হলে নবমীতে পিতামহ ব্রহ্মা সকল দেবতার সঙ্গে দেবীর বিশেষ পূজা করলেন। তারপর দশমীতে সেই দেবী ভগবতী শার্বরোৎসবসহ বিসর্জিত হলেন। পূর্ব কল্পে স্বয়ম্ভু মনুর সময়ে দেবী ভগবতী দেবগণের কল্যাণের জন্য দশভুজারূপে প্রাদুর্ভূতা হয়েছিলেন এমন কাহিনি প্রচলিত আছে। সেই আবির্ভাব ত্রেতাযুগের আদিতে জগতের হিতের জন্য ঘটেছিল। প্রতি কল্পেই দৈত্যদের বিনাশের জন্য দেবী স্বয়ং প্রবৃত্ত হন এবং রাক্ষস রাবণ এবং রামও প্রতি কল্পে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতি কল্পে ওই উভয়ের পূর্বের মতো যুদ্ধ হয় এবং দেবতাদের সঙ্গে রামের মিলন হয়। এমন হাজার হাজার রাম ও হাজার হাজার রাবণ পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ভবিষ্যতেও করবেন। দেবীও সেইভাবে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। দেবীর এই প্রবৃত্তিতে রামের বিজয় এবং রাবণের পরাজয় ও বিনাশ। রাবণের ওপর রামের সেই বিজয়সাধন থেকেই নাকি 'বিজয়া' উৎসবের প্রচলন, কারও কারও মতে।

'বিজয়া' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে 'বি' পূর্বক 'জি' ধাতু থেকে। 'জি' ধাতুর অর্থ জয় করা। 'বি' অর্থাৎ বিশেষভাবে জয় করা। এই 'বিশেষভাবে' জয়ের অর্থ হচ্ছে আমাদের মালিন্যের ওপর জয়, আমাদের সংকীর্ণতার ওপর জয়, আমাদের ক্ষুদ্রতার ওপর জয়, আমাদের দুর্বলতার ওপর জয়, আমাদের কাপুরুষতার ওপর জয়। যদি সেই 'বিশেষ জয়' আমরা লাভ করতে না পারি তা হলে কিসের পূজা, কিসের মাতৃভক্তি? মানুষের ইতিহাস হচ্ছে মানুষের বিকাশের ইতিহাস, আবার মানুষের সংকোচনেরও ইতিহাস। কিন্তু কালের নিরিখে সেই মানুষই মানুষ, যে আতত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে সেই আত্মশক্তিকে জীবনে প্রকাশমান করেছে, স্বয়ং সেই শক্তিস্বরূপ হয়ে জগতের সামনে দাঁড়িয়েছে। যখন জগৎ এমন মানুষের সাক্ষাৎলাভ করে তখনই জগতে নতুন সভ্যতার সূচনা হয়। বুদ্ধ তেমন একজন, খ্রিষ্ট তেমন একজন, মহম্মদ তেমন একজন, চৈতন্য তেমন একজন, রামকৃষ্ণ তেমন একজন। তাই তাঁরা এক-একটি যুগে এক-একটি সভ্যতার জনক। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য আকারে নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য প্রকারে। আকারে তো মানুষ আমরা সকলেই, কিন্তু প্রকারে মানুষ আমরা কজন?

বিজয়ার অর্থ বিজয়োৎসবও। আজ আমরা আমাদের অন্তরস্থিত শক্তিকে জাগরণের জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করছি, যাতে আমরা আমাদের সকল দুর্বলতাকে জয় করে 'প্রকারে' মানুষ হতে পারি। যখন প্রকারে আমরা সবাই মানুষ হবো, তখনি সৃষ্টি হবে এক নতুন সভ্যতা। তখনি হবে সত্যিকারের বিজয়া-বিজয়োৎসব। শক্তিস্বরূপিণী মায়ের সন্তান আমরা। আসুন, আমাদের সকল দুর্বলতার জঞ্জালস্তূপে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সেই বিজয়োৎসবের আজই সূচনা করে দিই।

**অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ, ঢাকা**

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

# অভিনেত্রীর বিস্ফোরক অভিযোগ

**মোম্বাই ডেস্কঃ** সম্প্রতি কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মাধ্যমে অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুরের ছবি রোম্যান্টিক গানের দৃশ্যে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। এবার একই অভিযোগে ফুঁসে উঠলেন 'দৃশ্যম' অভিনেত্রী শ্রিয়া সরণ।

গ্যামার দুনিয়ার তারকারা ডিপফেক-এর শিকার হচ্ছেন। তাদের ছবি-ভিডিও নিয়ে যত্রতত্র যৌনতা সংক্রান্ত কনটেন্টে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে তারকাদের।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শ্রিয়া জানান, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে তারও একাধিক বিকৃত ছবি তৈরি করা হয়েছে। অভিনেত্রীর কথায়, এ ধরনের অশীল ঘটনার সব থেকে বেশি শিকার হন নারীরাই। যার ফলে সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীদের শরীরের বিভিন্ন অংশ নিয়ে নানা কু-রুচিকর চর্চা চলে।

শ্রিয়ার কথায়, 'বিষয়টা কখনও কখনও হাস্যকর মনে হয়। অনেক সময় তো বুঝতেই পারি না, ছবিটা আদৌ আমার কি না? শরীরের বিভিন্ন অংশ বিকৃত করে দেওয়া হচ্ছে। কখনও স্তনের আকার পালটে দিচ্ছে, কখনও ছবিতে থাকা অন্তর্বাস উধাও হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও নিতম্বের আকার বড় করে দেওয়া হচ্ছে। বিষয়গুলোকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে হালকাভাবে নেওয়াই ভালো। তবে একথা বলতেই হয় যে, এটা অত্যন্ত বিরক্তিকর।'

তিনি আরও বলেন, 'এআই-এর যেমন অনেক ভালো দিক ও উপকারিতা রয়েছে, তেমনই এই প্রযুক্তি অনেক কিছু বদলে দেওয়ার ক্ষমতাও রাখে। ফলে এমন সব পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, যা বিপজ্জনক! আমার মনে হয়, যে কোনও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই এই কথাটি প্রযোজ্য। সময়ের সঙ্গে আমাদের হয় এর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে, নয়তো এর মোকাবিলা করতে হবে।'

# কথায় কথায় চড়-থাপ্পড়, সিগারেটের ছ্যাঁকা দিতেন অভিনেত্রীর প্রেমিক

**মোম্বাই ডেস্কঃ** কথায় কথায় চড়-থাপ্পড়, সিগারেটের ছ্যাঁকা দিতেন অভিনেত্রী নীতি টেলরের প্রেমিক। সাবেক প্রেমিক সম্পর্কে এমন সাংঘাতিক অভিযোগ করেছেন ভারতের হিন্দি টেলিভিশন শোতে অংশ নেওয়া অভিনেত্রী।

অভিনেত্রী জানিয়েছেন, তার সাবেক প্রেমিক প্রায়ই তার পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন। তার বন্ধুবান্ধব বা তিনি কোথায় যাচ্ছেন, সেই দিকে নজরদারি করতেন। সেই সময়ে বয়স কম থাকায় প্রেমিকের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার এবং নিজের কাজের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করতেন নীতি।

এক সাক্ষাৎকারে নির্যাতনের একটি উদাহরণ দিয়েছেন নীতি। তিনি জানান, একবার সাবেক প্রেমিকের জন্মদিনের পার্টিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ তার ভালো লাগছিল না। তাই বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বেরিয়ে আসার আগে প্রেমিককে বিদায় জানাতে গিয়েছিলেন তিনি। নীতি বলেন, 'আমার বন্ধুরা জানিয়েছিল, তারা গাড়িতে অপেক্ষা করছে। আমি যাওয়ার আগে ওকে বলতে যাই।'

অভিনেত্রীর অভিযোগ, বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি ফেরার অনুমতি তো দেয়নি তার সাবেক প্রেমিক, এমনকি বন্ধুরা তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন বলার পরেও তিনি রাজি হননি। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় বাড়ির বাইরে। নীতির দাবি, সেখানে তার হাত ধরে টানাটানি করেন সাবেক প্রেমিক। তাকে ধাক্কা দেন এবং চড় মারেন।

অভিনেত্রীর দাবি, সেখানকার সিসিটিভি ক্যামেরায় পুরো বিষয়টি ধরা পড়েছিল। বন্ধুরা তাকে সাহায্য করতে উপরে চলে এলে তার সাবেক প্রেমিক তাকে ধাক্কা দিতে থাকেন, কখনও হাত ধরে টানতে থাকেন। বন্ধুরা তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। নীতি আরও জানান, সেখানকার নিরাপত্তারক্ষী তার বন্ধুদের বলেছিলেন, এ ধরনের ঘটনা আগেও নিয়মিত

ঘটেছে।

তবে পার্টি ছেড়ে চলে আসার পরেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি বলে জানান অভিনেত্রী। নিজের বাসায় ফেরার পরেও সাবেক প্রেমিক চিৎকার করতে থাকেন। কেন বন্ধুদের সঙ্গে চলে এসেছেন তিনি, তা নিয়েই আপত্তি জানাচ্ছিলেন।

নীতির কথায়, সেই সময় প্রেমিকের হাতে সিগারেট ছিল। এর পরেই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। অভিনেত্রীর অভিযোগ, সাবেক প্রেমিক তার শরীরে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেন। সেই ক্ষত থেকে তৈরি হওয়া দাগ এখনও রয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন নীতি।

# সালমান খানের সঙ্গে হ্যান্ডশেকের পর যে কাজ করেছিলেন চাঁদনী

**মোম্বাই ডেস্কঃ** ১৯৮৯ সালের সিনেমা 'ম্যায়নে প্যার কিয়া'তে বলিউড অভিনেতা সালমান খানের অভিনয় দেখে একসময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মেহবুবা মাহনূর চাঁদনী তার ভক্ত হয়ে উঠেন। সেই শৈশব থেকেই ভাইজানের ছবি দরজায় কিংবা পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখতেন তিনি। এবার সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে প্রিয় সেই নায়কের সঙ্গে দুটি ছবি পোস্ট করলেন অভিনেত্রী। সেই পোস্টে চাঁদনী লিখেছেন– আমার সালুর সঙ্গে। যারা আমার সাক্ষাৎকার দেখে বলেছিলেন– 'চাপা', এই ছবি তাদের জন্য।

চাঁদনী আরও বলেন, '৯৭৯৮ সালের দিকে বাংলাদেশে একটি অনুষ্ঠানে আসার কথা ছিল সালমান খানের। সেই সময় এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি টিকিট কাটি। কিন্তু পরে শুনি– কোনো একটি কারণে অনুষ্ঠানটি হবে না। সেই সময় খুব মন খারাপ হয়েছিল।'

চাঁদনী এরপর সুযোগ খুঁজতে থাকেন কীভাবে সালমান খানের সঙ্গে দেখা করা যায়। কিছু দিন পর জানতে পারেন, তার পছন্দের নায়ক বাংলাদেশে এসেছেন। তিনি রয়েছেন শেরাটন হোটেলে (বর্তমানে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা)। পরে চলে যান শেরাটনে সালমান খানের সঙ্গে দেখা করতে। শুরুতে সুযোগ না মিললেও পরে সুযোগ পান তার রুমে প্রবেশ করার।

চাঁদনী বলেন, 'নানাভাবে সুযোগটা করে নিতে হয়েছিল। পরে রুমের ঠিকানা পাই। সঙ্গে মা, বান্ধবী সাদিয়া ইসলাম আর আমাদের ফটোগ্রাফার মহসিন ভাই ছিলেন। গিয়ে দেখি, সালমান খান একাই রুমে রয়েছেন। অনুমতি নিয়ে তখন আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই।'

অভিনেত্রী চাঁদনী সেই সময়ে স্কুলে পড়তেন। তার নাম ও পরিচয় দিয়ে সালমান খানকে বলেছিলেন– ছবি উঠাবে। সেই সময়ের স্মৃতি নিয়ে এ অভিনেত্রী বলেন, 'আমি সেদিন সালমান খানের হাত ধরে ছিলাম। যত সময় ছিলাম, পুরো সময়েই হাত ধরে ছিলাম। তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। পরে অটোগ্রাফে লিখলেন– 'চাঁদনী, ফর ইয়োর সালমান।'

তিনি বলেন, 'এ লেখা আর তার জিজ্ঞাসা করার সময়টা এখনো আমার চোখের সামনে ভাসে। তিনি একটু লাজুক টাইপের ছিলেন। নাম জিজ্ঞাসা করার সময়ে তিনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। সেই চাহনি এখনো আমার মনে ধরে আছে।'

চাঁদনী বলেন, 'আমি সালমান খানের সঙ্গে দেখা হওয়ার পুরো সময় তাকে ধরে ছিলাম। হ্যান্ডশেক করেছিলাম। পরে বাসায় এসে ৭ দিন ওই হাতই ধুইনি। তিনি বলেন, এটা আসলে কিশোর মনের একটা পাগলামি ছিল। ক্রেজি ফ্যান বলতে যা বোঝায়। আমি তাকে এতটাই পছন্দ করতাম যে, আমার বাসায়– আমার রুমের অনেক স্থানে তার ছবি টাঙিয়ে রাখতাম। শৈশবকালে কত কিছু করেছি।'

# সিদ্ধান্ত থেকে সরে কেন নাগাকে বিয়ে করলেন শোভিতা?

**মোম্বাই ডেস্কঃ** একসময় অভিনেতাদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর বিষয়ে ভীষণ আপত্তি জানিয়েছিলেন দক্ষিণী অভিনেত্রী শোভিতা ধূলিপালা। কোনো অভিনেতাকে কখনো প্রেমিক হিসেবে বেছে নেবেন না তিনি। অথচ সময়ের সঙ্গে বদলেছে সেই ধারণা। শেষ পর্যন্ত সেই তিনি আক্কিনেনি নাগার্জুন পরিবারে বাঁধা পড়েন। বিয়ে করে ফেলেন অভিনেতা নাগা চৈতন্যের সঙ্গে। এখন সেই পুরোনো মন্তব্য নিয়ে অকপটে মুখ খুললেন অভিনেত্রী শোভিতা ধূলিপালা।

জানালেন জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মতামতও বদলায়। আর নিজের সেই পরিবর্তনকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করতে শিখেছেন তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের পুরোনো বক্তব্য এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলেছেন শোভিতা ধূলিপালা।

অভিনেত্রী বলেন, তিনি কোনো অভিনেতাকে ডেট করতে চান না। কিন্তু নাগা চৈতন্যকে বিয়ে করার পর তার সেই পুরোনো ধারণা আবারও আলোচনায় উঠে এসেছে। তিনি বলেন, সেই সময় তার ধারণার পেছনে কিছু প্রচলিত ধারণা বা স্টিরিওটাইপ কাজ করছিল।

শোভিতা ধূলিপালা বলেন, আমরা তো সময়ের সঙ্গে বদলাই, তাই না? আমার মনে হয়, সেই সময় আমি বিষয়টিকে একটি নির্দিষ্ট ধারণার মধ্য দিয়ে দেখছিলাম। হয়তো আশপাশে যা দেখেছিলাম, তার থেকেই এমন ধারণা তৈরি হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, ধারণা যে চিরকাল একই থাকবে– এমনটি নয়; বরং নিজের মতামত বদলানোর জায়গা থাকা উচিত। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন মতামত পোষণ করতেও তিনি স্বচ্ছন্দ।

# বিমানে অসদাচরণ, মার্কিন অভিনেত্রী সেলমা বেয়ার গ্রেফতার

**মোম্বাই ডেস্কঃ** মার্কিন অভিনেত্রী সেলমা বেলয়ারকে বিমানে যাত্রী ও ক্রুদের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে নিউইয়র্কগামী ডেল্টা এয়ারলাইনসের একটি বিমানে যাত্রী ও ক্রুদের সঙ্গে শারীরিকভাবে আক্রমণাত্মক আচরণের অভিযোগ ওঠে ৫৪ বছর বয়সি এই অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে। স্থানীয় সময় সোমবার (১২ অক্টোবর) নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির পোর্ট অথরিটির পুলিশ বিভাগ এ তথ্য জানিয়েছে।

ক্রুয়েল ইনটেনশনস ও হেলবয় সিনেমায় অভিনয়ের জন্যে পরিচিত ৫৪ বছর বয়সি এই অভিনেত্রীকে রোববার সন্ধ্যায় বিমানে ঘটে যাওয়া ঘটনার সন্দেহভাজন হিসেবে শনাক্ত করেছে পুলিশ।

পুলিশের বিবৃতি অনুযায়ী, নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সেলমাকে হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থা মূল্যায়নের জন্য তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় দুই ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট আহত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে একজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এদিকে ডেল্টা এয়ারলাইনস এক বিবৃতিতে বলেছে, বিশৃঙ্খলা বা বেআইনি আচরণের ক্ষেত্রে ডেল্টার কোনো ছাড় নেই। কারণ আমাদের যাত্রী ও ক্রুদের নিরাপত্তা সবার আগে।

সোমবার নিউইয়র্কের কুইন্স বরোর একটি আদালতে হামলার অভিযোগে সেলমার শুনানি হয়। অনলাইনে প্রকাইশত শুনাননির একটি ভিডিও ক্লিপ অনুযায়ী, গ্রেফতারের সময় দায়িত্ব পালনকারী এক পুলিশ কর্মকর্তাকে লাথি মারার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এছাড়া পরে তাকে যে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল সেখানে এক নার্সকেও লাথি মারার অভিযোগ আনা হয়েছে।

তবে অভিনেত্রীর এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, বিমানে থাকাকালে সেলমার জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এর জেরেই তিনি এই আচরণ করেন। এর আগে একাধিকবার নিজের মাল্টিপল স্কেলরোসিস রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা প্রকাশ্যে জানান এই অভিনেত্রী। ২০১৮ সালে তার শরীরে অটোইমিউন রোগ শনাক্ত হয়।


হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সাইনুসাইটিস *স্বরভঙ্গ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রদর * জন্ডিস * অনিদ্রা *ধ্যাতিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido *Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED



প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com


www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

## বাংলাদেশ সিরিজে দুই তারকাকে ছাড়াই ওয়েস্ট ইন্ডিজের দল ঘোষণা

**স্পোর্টস ডেস্কঃ** বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা সাদা বলের ফরম্যাটের অধিনায়ক সাই হোপকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে পেসার আলজারি জোসেফ সিরিজ থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

এতে ১৫ সদস্যের দলে প্রথমবার ডাক পেলেন কেভিন উইকহ্যাম। এ ছাড়া পাকিস্তানের বিপক্ষে সর্বশেষ হোম সিরিজে হ্যামস্ট্রিং চোটে পড়া ওপেনার জন ক্যাম্পবেল চোট কাটিয়ে টেস্ট দলে ফিরেছেন।

এক বিবৃতিতে তারকা পেসার আলজারি জোসেফের নিজ থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডবিউআই), 'নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শের পর জোসেফকে দল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

বোর্ড আরও জানিয়েছে, 'লাল বলের ক্রিকেটে বাড়তি শারীরিক ধকল ও চোটের ঝুঁকি এড়াতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড এবং পুরো প্রক্রিয়ায় জোসেফের সম্মতি রয়েছে। তবে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে তার খেলার বিষয়টি পুরোপুরি নাকচ করা হয়নি। তবুও মেডিকেল টিম জানিয়েছে যে বাংলাদেশে পরপর দুটি টেস্ট ম্যাচের চাহিদা, যেখানে পেসারদের দীর্ঘ সময় ধরে গতিময় স্পেল চালিয়ে যেতে হয়। এটি সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের চেয়ে বেশি শারীরিক ধকল তৈরি করে।'

আলজারি জোসেফের বিকল্প হিসেবে অলরাউন্ডার কিমো পল টেস্ট স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন। ওয়ার্কলোড বিবেচনায় শাই হোপকেও বিশ্রাম দিয়েছে উইন্ডিজরা। বিশেষ করে ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দিকে চোখ রেখে তাকে কিছুটা বেছে বেছে খেলতে চাওয়ার পক্ষপাতী।

ফলে সুযোগ পেয়েছেন উইকহ্যাম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় তিনি তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন। ৭৮.৬০ গড়ে করেন ৩৯৩ রান। ২৫টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৬ সেঞ্চুরিতে রান করেছেন ৪০.৮৮ গড়ে।

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই সিরিজ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। আগামী ২৮ অক্টোবর মিরপুর শের-ই বাংলা স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-উইন্ডিজের প্রথম টেস্ট। ৫ নভেম্বর থেকে সিলেটে দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টে দুই দল লড়বে। এর আগে ১৮ অক্টোবর ঢাকা পা রাখার পর একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে সফরকারীরা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোয়াড

রোস্টন চেজ (অধিনায়ক), জোমেল ওয়ারিকান (সহ-অধিনায়ক), জশুয়া বিশপ, জন ক্যাম্পবেল, তেজনারায়ণ চন্দরপল, জশুয়া ডি সিলভা (উইকেটরক্ষক), জাস্টিন গ্রিভস, কাভেম হজ, আমির জাঙ্গু (উইকেটরক্ষক), শামার জোসেফ, ব্রেন্ডন কিং, কিমো পল, কেমার রোচ, জেইডেন সিলস ও কেভিন উইকহ্যাম

## পুঁচকে ভাইকিংয়ের কাছে পয়েন্ট হারাল বায়ার্ন

**স্পোর্টস ডেস্কঃ** চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচের নরওয়ের ক্লাব ভাইকিংয়ের সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করেছে জার্মান জায়ান্ট বায়ার্ন মিউনিখ। প্রথমার্ধে দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে বায়ার্ন। পরে তিন গোল দেয় দলটি। কিন্তু শেষ মুহূর্তের গোলে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে ভাইকিং।

নরওয়ের স্তাভাঙ্গারের লাইসে অ্যারেনায় মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে শুরু থেকেই বিপাকে পড়ে বায়ার্ন।

মাত্র দ্বিতীয় মিনিটে স্বাগতিকদের এগিয়ে দেন জিয়ানি স্টেনসনেস। শুরুর ধাক্কা সামলে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে বায়ার্ন। বলের দখল নিজেদের কাছে রেখে একের পর এক আক্রমণ চালায় সফরকারীরা। তবে ভাইকিংয়ের গোলরক্ষক আরিল্ড ওস্তবোর সামনে বারবার হতাশ হতে হয় কেইনদের।

১৮ মিনিটে কেইনের হেড ঠেকিয়ে দেন ওস্তবো। ৩৪ মিনিটেও কাছ থেকে নেওয়া ইংলিশ ফরোয়ার্ডের আরেকটি হেড রুখে দেন তিনি।

বায়ার্নের আক্রমণের মধ্যেই ৩৮ মিনিটে পাল্টা আক্রমণ থেকে দ্বিতীয় গোল পেয়ে যায় ভাইকিং। এরিক বোতহেইমের পাস থেকে নিখুঁত শটে বল জালে পাঠান ক্রিস্টিয়ানসেন।

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ঘুরে দাঁড়ায় জার্মান চ্যাম্পিয়নরা। ৫৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান কমান কেইন। ছয় মিনিট পর ইয়োশুয়া কিমিখের পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ম্যাচে ২২ সমতা ফেরান ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

সমতায় ফিরেই থামেনি বায়ার্ন। আক্রমণের চাপ ধরে রেখে ৭১ মিনিটে এগিয়ে যায় তারা। কনরাড লাইমারের সহায়তায় গোল করে দলকে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে দেন লুইস দিয়াজ। প্রথমার্ধে দুই গোলে পিছিয়ে পড়া বায়ার্ন তখন জয়ের পথেই ছিল। কিন্তু তিন মিনিট পরই ম্যাচের মোড় বদলে যায়। ৭৪ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় মাইকেল ওলিসেকে। ফলে ম্যাচের বাকি সময় একজন কম নিয়ে খেলতে হয় বায়ার্নকে।

সংখ্যাগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে শেষদিকে আক্রমণের চাপ বাড়ায় ভাইকিং। বায়ার্নের রক্ষণও তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে ব্যবধান ধরে রাখতে। তবে শেষ পর্যন্ত স্বাগতিকদের আটকাতে পারেনি তারা। ৯০ মিনিটে ভাইকিংকে সমতায় ফেরান বদলি হিসেবে নামা হারমান হাউগেন। ত্রিপিচের সহায়তায় গোল করে স্কোরলাইন ৩-৩ করেন নরওয়েজিয়ান এই ডিফেন্ডার। তাতেই শেষ মুহূর্তে জয় হাতছাড়া হয় বায়ার্নের।

## ম্যানইউ কর্তৃপক্ষের কড়া সমালোচনা করলেন লিসান্দ্রো মার্টিনেজ

**স্পোর্টস ডেস্কঃ** অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে ২-০ গোলে হারের পর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্লাবটির ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্টিনেজ।

গ্রীষ্মকালীন দলবদলে পর্যাপ্ত অর্থ খরচ না করায় মঙ্গলবার ম্যাচের পর দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই আর্জেন্টাইন ক্লাব কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেন।

দলবদলের বাজারে রক্ষণভাগ ও আক্রমণভাগে শক্তি বাড়াতে ব্যর্থ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মার্টিনেজ জানান, ক্লাবের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর জেসন উইলকক্সের কাছ থেকে আরও বেশি প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি।

গত মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তৃতীয় স্থান অর্জনের ফলে তিন বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নেয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

অ্যামাজন প্রাইমসে মার্টিনেজ বলেন, 'অনেক সময় নিজেকে সংযত রাখতে হয়, তবে মাঝেমধ্যে আমার আচরণ আসলে ক্লাবের বর্তমান পরিস্থিতিরই প্রতিফলন।'

তিনি বলেন, 'গত মৌসুমটা আমাদের দারুণ কেটেছিল। এখন আমরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আরও বেশি কিছু আশা করছি–অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য আরও খেলোয়াড় দলে ভেড়ানো হোক। কারণ অন্য অনেক দলই প্রচুর নতুন খেলোয়াড় দলে নিয়েছে।' গ্রীষ্মকালীন দলবদলের সময় স্কোয়াডে আরও বড় বিনিয়োগের প্রত্যাশা ছিল কি না–এমন প্রশ্নের জবাবে মার্টিনেজ বলেন, 'হ্যাঁ, শতভাগ। আমি আমাদের টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের কাছ থেকে আরও বেশি কিছু আশা করি। আমাকে সত্যিটা বলতেই হবে। পাশাপাশি, খেলোয়াড় হিসেবে আমাদেরও আরও ভালো কিছু করা প্রয়োজন। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের জন্য প্রস্তুত থাকতে একটি শক্তিশালী দল গড়ে তোলাও জরুরি।'

মঙ্গলবার মাদ্রিদে হারের পর টানা পাঁচ ম্যাচ জয়হীন রইল এই ইংলিশ ক্লাবটি। এতে কোচ মাইকেল ক্যারিকের ওপর চাপ আরও বেড়েছে।

## মেন্ডিসের রেকর্ড ম্যাচে শ্রীলংকার দাপুটে জয়

**স্পোর্টস ডেস্কঃ** কুশাল মেন্ডিসের রেকর্ড গড়া ম্যাচে দাপুটে জয় পেল শ্রীলংকা ক্রিকেট দল। পাকিস্তানের বিপক্ষে রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ খেলায় জয় পায় সফরকারীরা।

অবশ্য প্রথম দুই ম্যাচে জিতে আগেই সিরিজ নিজেদের করে নেয় পাকিস্তান। প্রথম ম্যাচে ৮ উইকেটে ১৮২ রান করেও ৪ উইকেটে হেরে যায় শ্রীলংকা।

দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তান রেকর্ড ২১৫ রান করে। টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রানের বেশি করতে পারেনি শ্রীলংকা। ৮২ রানের জয়ে সিরিজ নিশ্চিত করে স্বাগতিক পাকিস্তান।

আজ মঙ্গলবার প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৬৮ রান করে পাকিস্তান। জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে কুশাল মেন্ডিসের ব্যাটিং তান্ডবে ১৭ বল হাতে রেখেই ৮ উইকেটের দাপুটে জয় পায় শ্রীলংকা। দলের জয়ে ৪৮ বলে ৯টি চার আর ৪টি ছক্কার সাহায্যে ৮৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন কুশাল মেন্ডিস।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

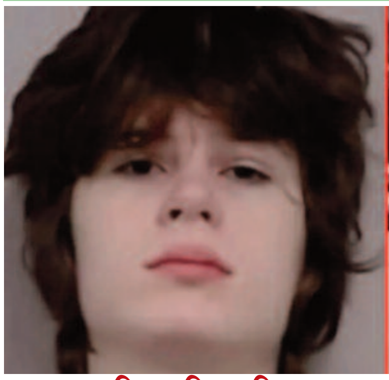

# আমেরিকায় হিন্দু মন্দিরে হামলার ছক! গ্রেপ্তার ১৯ বছরের যুবক

অরোরা এলাকায় একটি হিন্দু উপাসনালয়কে নিশানা করার পরিকল্পনার অভিযোগে ১৯ বছরের এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

আমেরিকায় হিন্দু মন্দিরে হামলার ছক! গুলি চালানোর সময় আটকে গেল বন্দুক, গ্রেপ্তার ১৯ বছরের যুবক নবরাত্রি শুরুর আবহে আমেরিকায় হিন্দু মন্দিরে হামলার ছক কষার অভিযোগ। আমেরিকার ইলিনয়ের অরোরা এলাকায় একটি হিন্দু উপাসনালয়কে নিশানা করার পরিকল্পনার অভিযোগে ১৯ বছরের এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম আলেকজান্দ্রোস পাপোরাকিস। তাঁর কাছ থেকে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী মতাদর্শে লেখা একটি ইস্তেহার উদ্ধার করা গিয়েছে। যার মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের বিরুদ্ধে হিংসার উল্লেখও রয়েছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। উৎসব শুরুর আবহে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, এক ব্যক্তির কাছ থেকে গণহামলার পরিকল্পনার অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযুক্ত পাপোরাকিসের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করা হয়। অভিযোগ তিনি ওই ব্যক্তির সঙ্গে একটি নথি ভাগ করেছিলেন, যেখানে গণহামলার পরিকল্পনার উল্লেখ ছিল। পাশাপাশি রাইফেল, রাইফেলের ম্যাগাজিন, বডি আর্মার এবং বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জামের ছবিও পাঠানো হয়েছিল বলে দাবি তদন্তকারী দলের। পুলিশের অনুমান গত ১১ অক্টোবর রবিবার অরোরা এলাকার একটি হিন্দু উপাসনালয়কে সম্ভাব্য নিশানা করে হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন এই অভিযুক্ত। তবে ঠিক কোন উপাসনালয় তাঁর নিশানায় ছিল, তা এখনও তদন্তাধীন। পুলিশের আরও দাবি, অভিযুক্ত তাঁর টাকো বেল রেস্তরাঁর সহকর্মীদের জানিয়েছিলেন, রবিবার একটি বিশেষ দিন হতে চলেছে। এরপর ওই দিনই এক সহকর্মীকে ফোন করে তিনি জানান, তাঁর বন্দুক আটকে গিয়েছে এবং তিনি কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। পুলিশ আরও জানায়, ১১ অক্টোবর সন্ধ্যায় পালাটাইন ও মাউন্ট প্রসপেক্ট পুলিশের যৌথ তৎপরতায় নিজের বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় পাপোরাকিসকে আটক করা হয়। পরে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি রাইফেল, একাধিক ভর্তি রাইফেল, ম্যাগাজিন, কয়েকশো রাউন্ড অতিরিক্ত গুলি, সামরিক কৌশলগত সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সন্দেহজনক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে একটি বডি আর্মার-সহ ট্যাকটিক্যাল ভেস্টও। অন্যদিকে অভিযুক্তের লেখা একটা নথির শিরোনাম ছিল ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের বিরুদ্ধে হিংসার উল্লেখ। এই ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী হুমকি দেওয়া এবং বেআইনিভাবে অস্ত্র রাখার অভিযোগে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। পাশাপাশি আরেকটি অভিযোগে ১৬ ইঞ্চির কম দৈর্ঘ্যের ব্যারেলযুক্ত রাইফেল রাখার বিষয়টিও যুক্ত রয়েছে। তদন্তে এফবিআইও সহযোগিতা করছে। প্রয়োজনে আরও অভিযোগ আনা হতে পারে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী দল। অপরদিকে অরোরা, পালাটাইন ও মাউন্ট প্রসপেক্ট এলাকার হিন্দু উপাসনালয়গুলিকে সম্ভাব্য বিপদের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পালাটাইন পুলিশের প্রধান জানিয়েছেন, এই ধরনের হুমকির গুরুত্ব কোনোভাবেই খাটো করে দেখা যায় না। দ্রুত তথ্য আদানপ্রদান এবং দুই পুলিশ বিভাগের সমন্বিত পদক্ষেপের ফলেই অভিযুক্তকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে বলে তাঁর দাবি। গতকাল বুধবার কুক কাউন্টির থার্ড মিউনিসিপ্যাল ডিস্ট্রিক্ট আদালতে অভিযুক্তকে হাজির করা হয়। বিচারক তাঁকে হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ৩০ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

# দুর্গাপূজায় শ্লোগান উঠুক, 'চিন্ময় প্রভু'র মুক্তি চাই'

প্রহরা লাগেনা। দলীয় ও পাড়ার মাস্তানদের দৌরাত্ম নেই! নারীর গায়ে কেউ হাত দেয়না। নাবালিকা অপহরন হয়না। মারামারি নাই। তবে কোন্দল আছে। একটি মন্দিরে পাল্টাপাল্টি দুই গ্রূপ একই সময়, একই জায়গায় পূজা দেয়ার ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী প্রতিটি পূজা ম–পে 'চিন্ময় প্রভু'র মুক্তি চাই' ও 'ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অজুহাতে বন্দী সকল হিন্দু'র মুক্তি চাই', এবং 'বাংলাদেশে হিন্দু হত্যা ও হিন্দু নির্যাতন বন্ধ হউক' ইত্যাদি ব্যানার ও পোষ্টার থাকা উচিত। বাংলাদেশে হিন্দুরা নির্যাতিত, অবহেলিত, নিউইয়র্কের পূজা কমিটিগুলো এগিয়ে আসতে পারেন। প্রতি পূজায় সামান্য কিছু ডলার বাঁচিয়ে দেশে অন্তত: একটি পরিবারকে সাহায্য দিয়ে রোজগারের ব্যবস্থা করে দিলে মানুষগুলো বেঁচে যায়। বিশ্বব্যাপী প্রতিটি পূজাম–প এ ব্যবস্থা নিলে বাংলাদেশে বহু হিন্দু'র কাজের ব্যবস্থা হতে পারে। নিউইয়র্কে অনেকগুলো পূজা হয়, মানুষের ঢল নামে, এটি ভাল। কিন্তু এই মানুষগুলো বা কোন সংগঠন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এলে জাতিসংঘের সামনে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে বা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভু'র মুক্তির দাবিতে কোন সমাবেশ করেনি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে দু'একজন চিন্ময় প্রভু'র ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বাংলাদেশে মুর্ক্তিভাঙ্গা জানান দেয় যে দুর্গাপূজা এসে গেছে। বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যে বেশ কিছু মুর্ক্তি ভেঙ্গেছে। আচ্ছা, ধর্মীয় জিঘাংসা ব্যতিত কি মুর্ক্তি ভাঙ্গা সম্ভব? না, সম্ভব নয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে হাজার হাজার মুর্ক্তি ভেঙ্গেছে, মন্দির আক্রমন হয়েছে, বিচার হয়নি। মুর্ক্তিভাঙ্গা জায়েজ, বিচার করে সাধ্য কার? বাংলাদেশে পুলিশ প্রহরায় পূজা হয়, পুলিশ পাহারা ছাড়া পূজা কি সম্ভব? না, কেন নয়? দুর্গাপূজায় পুলিশ লাগে, ঈদের নামাজে লাগেনা। এমনকি ভারতেও হজ্বযাত্রীদের ওপর আক্রমণ হয়না, অমরনাথ মন্দিরে যাত্রীদের ওপর আক্রমন হয়, তাই সেখানে পাহারা লাগে। মমতা ব্যানার্জীর আমলে কলকাতায় মন্দিরে আক্রমণ হয়েছে।

বাংলাদেশে পূজার সময় প্রতিটি কমিটিকে কিছু অনুদান (ভিক্ষা) দেয়, তাই পূজার সংখ্যা বাড়ে। সরকার এটিকে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'র নমুনা বলে প্রচার করে। দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নেই, কখনো ছিলোনা। যেমন দেশে গণতন্ত্র নেই, কখনো ছিলোনা। ইসলাম ও গণতন্ত্র যেমন একসাথে চলতে পারেনা, তেমনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে অন্যরা টিকতে পারেনা। বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা পুরো মুসলিম বিশ্ব এর উদাহরণ। বাংলাদেশ ধীরে ধীরে কট্টর ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে, এবং এজন্যে দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল, নেতানেত্রীরা দায়ী। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো হয় আমেরিকা, নয়তো চীনের পা-ধরে বসে আছে, বাংলাদেশও তাই।

দুর্গাপূজা মুখ্যত: শক্তির পূঁজা, বাংলাদেশে হিন্দু শক্তি প্রদর্শন করছে কই? হিন্দু'র প্রতিটি দেবদেবীর হাতে অস্ত্র, রামায়ন-মহাভারত যুদ্ধের কাহিনী। অথচ হিন্দু সকল অস্ত্র দেবতার হাতে দিয়ে নিজে নিরস্ত্র হয়ে বসে আছে। আগে হিন্দুরা বাড়ীতে রামদা থাকতো, এখন থাকেনা। শাঁখারি বাজারে পুরো পাকিস্তান আমলে কোন দাঙ্গা হয়নি, কারণ তাদের হাতে শাখকাটা করাত ছিলো, এজন্যে পাকিস্তান আর্মী ২৫শে মার্চ ১৯৭১'র ভয়াল রাতে শাঁখারী বাজারে আক্রমন চালিয়ে সেই দুর্গ ভেঙ্গে দিয়েছিলো। সেই রাতে ঢাকা ভার্সিটি'র একমাত্র হিন্দু আবাসিক জগন্নাথ হলও আক্রান্ত হয়েছিলো।

দুর্গাপূজা সর্বজনীন, ইউনেস্কো স্বীকৃত। বাংলাদেশে পূজায় এখন দুইদিন ছুটি। এবার নির্বাহী আদেশে ৩দিন হয়েছে। হুজুরদের সেটি পছন্দ হয়নি, কিছু বিবৃতি এসেছে। দুইদিনের দুই ঈদে প্রায় একমাস ছুটি। রমজানে আছে অলিখিত ছুটি। ইহাই সম্প্রীতি। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রীতির মধ্যে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। এজন্যে দাবি উঠেছে পৃথক প্রদেশের। বাংলাদেশের হিন্দুরা মুসলমানের সাথে থাকতে পারবে না? দেশে হিন্দুরা আতঙ্কের মধ্যে আছে, এরই মধ্যে পূজা আসে, কিছুটা সময় ভয়মিশ্রিত আনন্দে কাটে। ভয় কাটুক, দুর্গাপূজা অবিমিশ্র আনন্দে ভোরে উঠুক। সবাইকে দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা। ।।**শিতাংশু গুহ, নিউইয়র্ক,**

# এনআইডি সংশোধনে প্রবাসীদের ভিসার

বসবাসের সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে। গত ৭ অক্টোবর ইসির এনআইডি শাখার কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। ইসি সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশে বসবাসকারী নাগরিক ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা একই ব্যবস্থায় এনআইডি সংশোধনের আবেদন করেন। ফলে আবেদন জমা পড়ার পর কোন আবেদনকারী বিদেশে বসবাস করেন, তা আলাদাভাবে শনাক্ত করতে সংশ্লিষ্টদের সময় লাগে। এতে প্রবাসীদের আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও জটিলতা তৈরি হয়। এ কারণে আবেদনের শুরুতেই প্রবাসীদের শনাক্ত করার জন্য আলাদা ফরম চালুর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবিত ফরমে প্রবাসী আবেদনকারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিভিন্ন তথ্য চাওয়া হবে। ফরমের প্রথম অংশে নাম, কোন দেশে বসবাস করেন, কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন কিনা, পেশা, জন্মতারিখ, পাসপোর্ট নম্বর এবং বিদেশে বসবাসের ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

Joy Harichand Joy Haribol Joy Guruchand

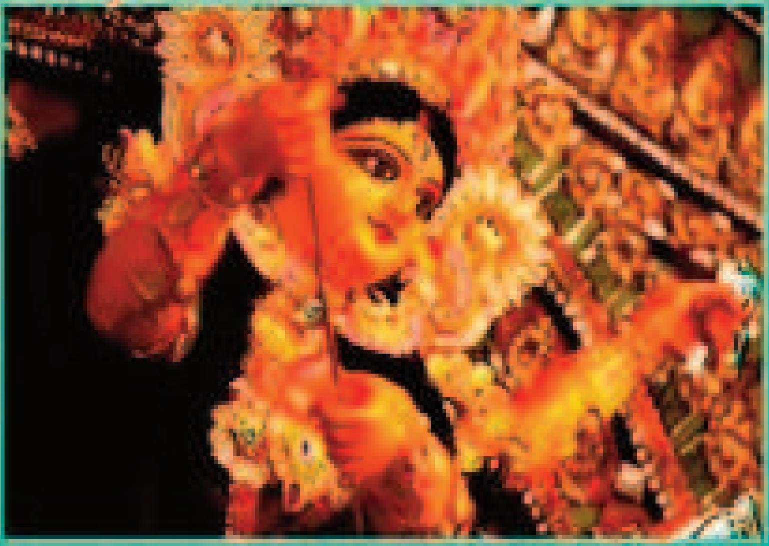

# Shri Shri Sharadio Durgotsav 2026

Date: Friday, Saturday, Sunday, Monday and Tuesday, (October 16 to October 20), 2026

**Mahalaya: Saturday 10th October 5.30 am**

Puja Mandap :
Shri Shri Hari Mandir
97-19 127th Street, South
Richmond Hill, New York 11419

**Goddess Durga's arrival on an Elephant and departure on a Rooster**

- Friday, October 16: Maha Sashthi Bihit Puja: Kalpa Rambha, Akal Bodhan and Adhivas.
- Saturday, October 17: Maha Saptami Bihit Puja and Kala Bau Puja.
- Sunday, October 18: Maha Ashtami Bihit Puja, Durga Ashtami, Kumari Puja and Sandhi Puja.
- Monday, October 19: Maha Navami Bihit Puja, Balidan, and Navami Yajna.
- Tuesday, October 20: Dashami Bihit Puja, Durga Bisarjan, Vijaya Dashami and Sindoor Daan Utsav

Dear Devotees,

Namaskar. Like every year, Harichand Guruchand International Motua Mission Inc. is going to celebrate Shri Shri Sharadio Durgotsav 2026 from October 16th to October 20th Friday, Saturday, Sunday, Monday and Tuesday. We wish you and your family a warm participation in this grand event.

regards

Shrimati Shikha Rani Thakur Phone: 917-932-7045
Shrimati Sumita Biswas Phone: 347-280-7327
Shrimati Shobha Gharami Phone: 347-938-2654
Shrimati Surabhi Vaidya Phone: 347 523 2557
Shrimati Krishna Roy Phone: 718-902-8007
Shrimati Shivani Hira Phone: 646-436-8064
Shrimati Deepa Das Tinni Phone: 646-492-9499
Shrimati Bina Biswas Phone: 718-708-1597
Shri Palash Ghosh Phone: 718-517-1292
Shri Subrata Sen Phone: 347-484-259
Shri Subrata Shil Phone: 347-944-7582
Shri Gautam Sikdar Phone: 718-878-8980
Shri Dipanta Poddar Phone: 347-855-0906
Shri Pulak Saha Phone: 929-289-5912
Harichand Guruchand International Motua Mission Inc

Saturday, October 24th.

Saturday, October 17th.

**Harichand Guruchand International Motua Mission Inc.**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

USA AFGHANISTAN BANGLADESH BHUTAN INDIA MALDIVES NEPAL PAKISTAN SRI LANKA

# ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR-ASAAL

ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR ASAAL

"Our Vote, Our Voice, Our Strength – We Make the Difference"

*You are cordially invited to attend*

## 19 th Annual Convention 2026

**Saturday, October 17, 2026 from 9 AM 9 PM**

**District Council 37**

125 Barclay Street, New York, NY 10007

**FREE ADMISSION**

**REGISTRATION IS REQUIRED**

## PROGRAM

DIRECTOR OF EMCEES
**Jamilla A. Uddin,** National Executive Vice President
(New York State Committeewoman, AD 24)

- **9:00 am – 6:00 pm: Registration:**
- **10:00 am – 10:30 am: Opening Session:**

The Pledge of allegiance, **Manha K. Mahjabeen**
Convention Committee Chair **Dr. Suhail Islam, PhD.**, Professor of English, Rochester
State of the ASAAL **Mohammad Karim Chowdhury,** National President

- **10:30 am – 12:00 pm:**

Introduction of the Chapters **Harjit Singh Minhas,** National Secretary

- **12:00 pm – 2:15 pm:SEMINARS:**

***12:00 pm – 12:45 pm:***

- **Breaking Silence:** South Asian Women Confront Domestic Violence

Moderators: **Adan Islam,** Adjunct Professor at CUNY & EXIT Realty Agent
**Mariam Singh, M.D.** Secretary & Life Member, ASAAL Queens Chapter
***Panelists:***
**Aminta Kilawan:** Founder & Executive Director of South Queens Women's March
**Huma Khan:** Community advocate, mother, and domestic violence survivor

***12:45 pm – 1:30 pm***

- **South Asians Rising in Mainstream Politics:**

Moderators: **Amarpreet Singh,** ASAAL Life Member
**Hon. Neeta Jain,** District Leader-at-Large, Queens: President and Chairwoman for the Daniel Patrick Moynihan Democratic Club
***Panelists:***
**Pia Rahman,** Community Health Activist, Ran for NYS Assembly
**Mary Jobaida,** Social & political activist, Ran for NYS Assembly
**Zakir Chowdhury,** Founder & CEO of Zakir CPA PLLC, Ran for Assembly
**Shamsul Haque,** Retired Lieutenant Commander, NYPD, Ran for NYS Assembly
**Mikel Scala,** Community Activist, Ran for Assembly District 32

***1:30 pm – 2:15 pm***

- **Shaping America in the 2026 Midterms:**

Moderator: **Rhonda Binda,** District Leader in Assembly District 24 - Part B
**Mashaal Bhatti,** President of Queens County Young Democrats
***Panelists:***
**Charles Jenkins,** President of Coalition of Black Trade Unionists NYC Chapter
**Anthony Harmon,** President of National Association for the Advancement of Colored People NYC Chapter
**Malik Saunders,** Partner at Bryant Bystrov LLC
**Andrew Hackman,** Organizing Manger District Council 37

***2:15 pm – 3:00 pm***

- **Awards Ceremony:**

**President Nancy Hagans,** RN, CCRN, New York State Nurses Association
**President Gloria Middleton,** CWA Local 1180; Chair of MLC
**Amena Nawaz,** Managing Editor, Weekly Ajkal, A Community Publication

***3:00 pm – 4:00 pm: Remarks***

- ***Labor & Community Leaders:***

***Opening Remarks:*** **Mr. Aziz Ahmed,** Chair, Broad of Trustee, ASAAL
**President Michael Mulgrew,** United Federation of Teachers (UFT)
**President Shaun D. Francois I,** Public School Employees Union, Local 372
**Captain AKM Golam Kibria,** Chairman, MH Global Group, London, UK
**Mr. Shah Nawaz,** MBA, Founder, President & CEO, Golden Age Home Care
**President Anthony Wells,** Social Service Employees Union, Local 371
**President Anthony Lackhan,** Clerical & Administrative Employees Union, Local 1549
**Arman Chowdhury,** National Executive Director, MUNA
**Abubokor Hanip,** Chancellor of Washington University of Science & Technolog
**President Deborah D. Allman,** The New York Public Library Guild, Local 1930
**M. M. Shaheen,** Chairman, Editorial Board, Thikana; Former MP, Bangladesh
**Suborno Isaac Bari,** The Worlds Youngest Professor

- **4:00 – 8:30 pm**

**General Session and Addresses:**
***Opening Remarks:*** **MAF Misbah Uddin,** Founder & President Emefitus, ASAAL
***Keynote:*** **Hon. Andrea Stewart-Cousins,** New York State Senate Majority Leader
**Hon. Thomas DiNapoli,** New York State Comptroller
**Hon. Letitia 'Tish' James,** Attorney General of the State of New York
**Hon. Jumaane Williams,** Public Advocate of the City of New York
**Hon. Mark D. Levine,** Comptroller of the City of New York
**Hon. Grace Meng,** Congresswoman, New York's 6th Congressional District
**Hon. Thomas Richard Suozzi,** Congressman, NY 3rd Congressional District
**Hon. Julie Lauren Menin,** Speaker of the New York City Council, CD 5
**Hon. Donovan Richards,** Queens County Borough President
**Hon. Vanessa Gibson,** Bronx County Borough President

**Hon. Nathalia Fernandez,** NYS Senator, Senate District 34; Chair, BCDP
**Hon. Nikki Lucas,** NYS Assembly, District 60; Chair, Kings, BCDP

**Hon. James Sanders Jr.,** NYS Senator, Senate District 10, Queens
**Hon. Toby Ann Stavisky,** NYS Senator, Senate District 11, Queens
**Hon. John C. Liu,** NYS Senator, Senate District 16, Queens
**Hon. Leroy Comrie,** NYS Senator, Senate District 14, Queens
**Hon. Kevin S. Parker,** NYS Senator, Senate District 21, Brooklyn
**Hon. Sheikh Rahman,** Georgia State Senator, Senate District 5, Georgia
**Hon. Saddam Azlan Salim,** 37th District, Senate of Virginia
**Hon. Nabilah Islam,** Georgia State Senator-elect, Senate District 7, Georgia
**Hon. Jessica Gonzalez Rojas,** Assemblywoman, AD 34; Nominated 13th Senatorial Dt.

**Hon. Rodneyse Bichotte Hermelyn,** Assemblywoman, AD 42, Brooklyn & Chief Whip, State Assembly
**Hon. David I. Weprin,** Assemblyman, AD 24, Queens
**Hon. Karines Reyes,** Assemblywoman, AD 87, Bronx
**Hon. Catalina Cruz,** Assemblywoman, AD 39, Queens
**Hon. Yudelka Tapia,** Assemblywoman, AD 86, Bronx
**Hon. Khaleel Anderson,** Assemblyman, AD 31, Queens
**Hon. Gale A. Brewer,** Councilwoman, CD 6, Manhattan

**Hon. Shekar Krishnan,** Councilman, CD 25, Queens
**Hon. Linda Lee,** Councilwoman, CD 23, Queens
**Hon. Tiffany Caban,** Councilwoman, CD 22, Queens
**Hon. Farah Louis,** Councilwoman, CD 45, Brooklyn
**Hon. Shahana Hanif,** Councilwoman, New York Council District 39, Brooklyn
**Hon. Susan Zhuang,** Councilwoman, CD 43, Brooklyn
**Hon. Golam Mortuza,** Press Minister at the Bangladesh Embassy in the US.
**Hon. Muhammad Mozammel Haque,** Consul General of Bangladesh in New York

- **8:30 pm – 9:30 pm**

**South Asian Music, Song and Dance:**
**Sultana Khanom,** Political Director, Queens Chapter
**Bhangra** - "Vorsa Group"

- **9:30 – 9:35 pm**

**Vote of Thanks:** Dr. Mujibur Rahman Majumder, ASAAL Brooklyn Chapter

*On behalf of the Executive Council*

| Md. Karim Chowdhury | Harjit Singh Minhas | Maf Misbah Uddin |
|---|---|---|
| National President | National Secretary | Founder & President Emeritus |

## ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR (ASAAL)

New York New Jersey Georgia Michigan Maryland Pennsylvania Virginia Florida Los Angeles Houston New Hampshire Washington DC

www.asaal.org asaal@asaal.org @asaal08 1-800-464-7370 Alliance of South Asian American Labor (ASAAL)

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

প্রোহেলথ হোমকেয়ার

দীর্ঘ ১২ বছরের TDS ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুনাম অর্জনের ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদ এখন হোমকেয়ার ব্যবসায় সেবা দিচ্ছেন।

মামুনুর রশীদ
917-476-8914

প্রোহেলথ হোমকেয়ার
ProHealth Home Care, Inc.
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-633-1112
Fax: 718-633-1117

New York Endocrine & Diabetes Center

এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট

Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP
Board Certified
(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)
with TJH Medical services PC
Affiliated with Jamaica Hospital

Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418

(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking $4 fee for patient flat fee)
Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.


www.jonmobhumi.com

# অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com

**For Online Advertisement:**
**Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,**
**E-mail: Jonmabhumi@gmail.com**

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
Vol 26 No.32 Thursday 15 October 2026 Weekly Janmobhumi
অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

# ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভি পিল্লাইর শান্তির নোবেল, ট্রাম্পের কোপে আন্তর্জাতিক আদালত!

**ওয়াশিংটন ডেস্ক ঃ**মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো বলেন, ''আইসিসির সঙ্গে মার্কিন সংস্থাগুলির যাবতীয়-**বাকী অংশ ১৯ পাতায়**

# আমেরিকায় হিন্দু মন্দিরে হামলার ছক! গ্রেপ্তার ১৯ বছরের যুবক

ওয়াশিংটন: নবরাত্রি শুরুর আবহে আমেরিকায় হিন্দু মন্দিরে হামলার ছক কষার অভিযোগ। আমেরিকার ইলিনয়ের-**বাকী অংশ ৩৩ পাতায়**

# যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের কাজের অনুমতির মেয়াদ বাড়ানোর সুবিধা বাতিল

**নিউইর্য়ক ঃ** যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও নবায়নের আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকলে সর্বোচ্চ-**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

# বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি নেয়া বন্ধ ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়

**নিউইর্য়ক ঃ** ভিসা প্রত্যাখ্যানের হার বেড়ে গিয়ে স্পনসরশিপ লাইসেন্স ঝুঁকিতে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নাইজেরিয়াসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাজার থেকে শিক্ষার্থী-**বাকী অংশ ১৫ পাতায়**

# সোনালী এক্সচেঞ্জ মোবাইল এ্যাপ এর মার্কেটিং

**নিউইর্য়ক ঃ** বাংলাদেশ এর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ বানিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংক পিএলসির এর সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ ১৯৯৪ সাল থেকে তথা দীর্ঘ ৩২ বছর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট এ বসবাসরত বাংলাদেশী

প্রবাসীদের মাঝে রেমিট্যান্স সেবা দিয়ে যা”ছ। অক্টোবর ৬, ২০২৬ থেকে সোনালী এক্সচেঞ্জ এর শাখা ভিত্তিক বিভিন্ন সেবা বিশেষ করে মোবাইল এ্যাপ-**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

# 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের পক্ষে ঢাকাবাসী'র ব্যাপক সমর্থন

**নিউইর্য়ক ঃ** বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে 'পরিবর্তনের শ্লোগান' নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের উদ্যোগে ব্যাপক সমর্থন জানালো বৃহত্তর ঢাকাবাসী। নিউইয়র্ক প্রবাসী বৃহত্তর ঢাকাবাসী'র ব্যানারে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এই সমর্থন জানানো হয়। বিশেষ করে 'কুনু-ফিরোজ' -**বাকী অংশ ১৯ পাতায়**

# সেলিম-আলী' প্যানেলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব হবে ব্যালটে

**নিউইর্য়ক ঃ** প্রচন্ড বৃষ্টি উপেক্ষা করে ব্রঙ্কসে আয়োজিত 'সেলিম-আলী' প্যানেলের পরিচিত ও নির্বাচনী জনসভায় সর্বস্তরের মানুষের ঢল নেমেছিলো। সভায় বক্তারা বলেছেন, ব্রঙ্কস 'সেলিম-আলী'র ঘাটি। 'সেলিম-আলী'র পক্ষে ব্রঙ্কসবাসী ঐক্যবদ্ধ। তার প্রমান বিরূপ প্রকৃতির মধ্যেও নির্বাচনী সভায় সর্বস্তরের বিপুল মানুষের-**বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

# ১৩ সেনার খুনিকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডের লাইভ সম্প্রচার করবে আমেরিকা!

**ওয়াশিংটন ডেস্ক ঃ**২০০৯ সালে ফোর্ট হুডে ১৩ জন নিরস্ত্র সেনাকে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রাক্তন মেজর নিদাল হাসানকে আগামী ৩ ডিসেম্বর ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড দিতে চলেছে আমেরিকা। এক শতাব্দী পর আমেরিকায় প্রথম প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড লাইভ স্ট্রিম করার সিদ্ধান্তে সায় দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। -**বাকী অংশ ২৪ পাতায়**

# জাতিসংঘে মুহাম্মদ নওশাদ জমির এমপি

**নিউইর্য়ক ঃ :** মানবতাবিরোধী অপরাধ প্রতিরোধ, অপরাধীদের-**বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

# 'আমার প্রেসিডেন্ট, আমার স্বামী...', প্রথম প্রেস ব্রিফিংয়েই বিতর্কে ট্রাম্পের প্রেস সচিব!

**ওয়াশিংটন ডেস্ক ঃ**বিদায়ী প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিটের স্থানে ট্রাম্প কাকে বেছে নেবেন, তা নিয়ে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই জল্পনা চলছিল। এরপর খানিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই ক্যাটিকে নিয়োগ করা হয়।

প্রথম প্রেস ব্রিফিং। তাতেই বিতর্ক। মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁকে 'স্বামী'-**বাকী অংশ ১৯ পাতায়**

# বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছরের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচনী বিতর্ক

**নিউইর্য়ক ঃ** যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের -**বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

# যুক্তরাষ্ট্রে ঠিকানা বদল জানাতে হবে ১০ দিনে

**নিউইর্য়ক ঃ** যুক্তরাষ্ট্রে বাসা বদলের পর সময়মতো নতুন ঠিকানা না জানালে অভিবাসনসংক্রান্ত-**বাকী অংশ ২৬ পাতায়**

# এনআইডি সংশোধনে প্রবাসীদের ভিসার কপি জমা দিতে হবে

ঢাকা : বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধনের আবেদন আরো সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ লক্ষ্যে প্রবাসীদের জন্য পৃথক আবেদন ফরম চালু করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় এনআইডি সংশোধনের আবেদন করার সময় প্রবাসীদের ভিসার কপি এবং বিদেশে-**বাকী অংশ ৩৩ পাতায়**

# দুর্গাপূজায় শ্লোগান উঠুক, 'চিন্ময় প্রভু'র মুক্তি চাই'

শিতাংশু গুহ, নিউইয়র্ক, ১০ই অক্টবর ২০২৬।। দুর্গাপূজা এসে গেছে। পূঁজার লেখা নিয়ে অনুরোধ থাকে, কি লিখবো? নিউইয়র্কে দুর্গাপূজা নিয়ে লিখে লাভ নেই, এখানে কেউ মুর্ক্তি ভাঙ্গেনা। পুলিশ-**বাকী অংশ ৩১ পাতায়**

# নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে দুর্গোৎসব

**নিউইর্য়ক ঃ** ১০ অক্টোবরের ঝলমলে রোদ আর ১১ অক্টোবরের বৃষ্টিভেজা আকাশ- দুটি দিনের দুটি ভিন্ন রূপের মধ্যে রয়ে গেল একই অনুভূতি: মায়ের জন্যভালোবাসা, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন এবং দূরপ্রবাসে নিজের-শিকড়কে ফিরে -**বাকী অংশ ১৫ পাতায়**

www.jonmobhumi.com

Editor: Ratan Talukder, Published by Jonmobhumi group Inc. 37-39-74 street,Jacktion Height,NY-11372.Tell: 718-380-6712 Cell: 646-327-7964,E-mail: Jonmabhumi@gmail.com